মায়ামুক্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দুর্গাপূজা।

জ্যোতিলাল, কিশোরীলাল, [illegible] মতিলাল চারি সহোদর ভ্রাতা। যশোহর জেলার অন্তর্গত সোনাবেড়ে গ্রামে ইঁহাদের পৈতৃক বাস। পিতার মৃত্যুর পর ইঁহারা পৈতৃক সম্পত্তি ও বাটী বিভাগ করিয়া পরস্পরে পৃথক্ হইয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা সকলে চাকুরী উপলক্ষে কলিকাতায় বাস করিতেন, এ জন্য দেশের বাটীতে তাঁহাদের খুল্লতাত-ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সপরিবারে বাস করিতেন। বিষয় হইতে যে অর্থ পাওয়া যাইত, তাহার দুই অংশের এক অংশ দুর্গাপ্রসাদ পাইতেন। পাড়াগাঁয়ে তদ্দ্বারাই স্বচ্ছন্দে তাঁহার ক্ষুদ্র সংসার নির্ব্বাহ হইত। জ্যোতিলাল প্রভৃতি চারি ভ্রাতায় সমগ্র বিষয়ের আয়ের অপরাংশ পাইতেন, সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যেকে এই অর্দ্ধাংশের সিকি [illegible] পাইতেন। ইহাতে তাঁহাদের সংসার সুশৃঙ্খল ভাবে চলিত না, এজন্যই তাঁহারা চাকুরী করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

পিতা বর্ত্তমান থাকিতে ইঁহারা চারি ভ্রাতা কলিকাতায় ডফ্ সাহেবের স্কুলে পাঠাভ্যাস করিতেন। সাহেবদিগের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ইঁহারা এক প্রকার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। বাটীতে পিতামাতার সন্ধ্যাহ্নিক ও স্কুলে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের উপদেশ, এই উভয়ে তাঁহাদের মন বিলোড়িত করিল। হীরালাল ব্যতিরেকে সমস্ত ভ্রাতাই দেবদেবী-পূজা ঘৃণার্হ বলিয়া জ্ঞান করিলেন। হীরালালের মনে কিন্তু সে ভাব স্থান পাইল না। তাঁহাদিগের পিতা বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর দেশের বাটীতে দুর্গোৎসব পূজা হইত। সেই সময়ে সকলে সপরিবারে বাটী যাইতেন। মহামায়ার পূজার আয়োজনাদি হীরালাল করিতেন। সেই সময় হইতে তিনি মহামায়ার প্রতিমার মুখমণ্ডলে কি যেন অভূতপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিতেন, এজন্য দেবদেবীর প্রতি তাঁহার ভক্তি অচলা হইয়াছিল। ডফ্ সাহেব ও তাঁহার নিযুক্ত শিক্ষকগণের খৃষ্টীয় উপদেশ তাঁহার মনে স্থান পায় নাই।

জ্যোতিলাল ও কিশোরীলাল বেশ মোটা মাহিনা পাইতেন, কিন্তু হীরালাল ও মতিলাল অল্প বেতনই পাইতেন, এজন্য পৃথক্ হইলেও তাঁহারা উভয়ে কলিকাতায় একবাটীতে বাস করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর সকল ভ্রাতা একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেন, "পিতাঠাকুর মহাশয় বর্ত্তমানে তিনি প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব পূজা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহা-

মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যদি আমরা পূজাটী বন্ধ করি, তাহা হইলে গ্রামের লোকে আমাদিগকে কুলাঙ্গার বলিয়া গালি দিবে। অথচ একাকী এত ব্যয় করা আমাদের কাহারও সাধ্য নহে। যদি প্রতি বৎসর সকলে চাঁদা করিয়া অর্থ দান কর, তবে পূজাটী করা যাইতে পারে।" সকল ভ্রাতাই ইহাতে সম্মত হইলেন, তবে জ্যোতিলাল ও কিশোরীলাল মোটা বেতন পাইতেন বলিয়া উভয়ে সমস্ত খরচের একার্দ্ধেক দিতেন এবং দুর্গাপ্রসাদ, হীরালাল ও মতিলালের যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য ব্যতিরেকে, অপরার্দ্ধাংশের সমস্তই দিতেন। এই প্রকারে মহামায়ার পূজা আর বন্ধ হইল না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জ্যোতিলাল ও কিশোরীলাল দেবদেবী মানিতেন না। মৃৎপিণ্ডের উপর তাঁহাদের ভক্তি আসিত না। পূজার সময় বলিদানের পর আরত্রিক হইলে অথবা সন্ধ্যার সময় আরত্রিক হইয়া গেলে, সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবীকে প্রণাম করিতেন। জ্যোতি ও কিশোরীলাল কিন্তু প্রণাম করা অপমান জ্ঞান করিতেন। তাঁহারা সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সকলের এই প্রকার প্রণত অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেন, এবং হীরালালের ভক্তি দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিতেন।

এই প্রকারে দুই বৎসর কাটিয়া গেল। হীরালালের ভক্তিগদ্গদ চিত্ত আরও উদ্বেল হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে

তিনি আপিসের কার্য্য সমগ্র সম্পন্ন করিতে না পারিয়া, তাহা বাটী আনিয়া করিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি আর তাহা করেন না। প্রতিদিন সায়ংকালে ও পূর্ব্বাহ্ণে তিনি চণ্ডীপাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাতে আপিসের দৈনিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে না পারায় বিস্তর কাজ তাঁহার হাতে জমিয়া গেল। সাহেব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে জবাব দিল। [illegible]র চাকুরী করাও শেষ হইল।

হীরা[illegible] জবাব হইলে তিনি আর মতি-[illegible]কে [illegible]র [illegible] সাহায্য [illegible]রিতে পারিতেন না। প্র[illegible]র পূজার [illegible] তাঁহাও দিতে সমর্থ হইলেন না। কিন্তু তজ্জ[illegible] পূ[illegible] পূজা যেরূপ সমারোহে হইত, তাহাই [illegible]তে লাগি[illegible] ব[illegible] ও কিশোরীলালের পরামর্শানুসারে পূর্ব্বেকার [illegible]গপশু বলিদানের সংখ্যা দ্বিগুণ হইল। তাঁহারা বলিতেন [illegible]ন্তে আমরা একবার বাটী গমন করি, দেশের সকলেই [illegible]দের সঙ্গে দেখা [illegible] করিতে আইসেন, পূজার তিন দিন তাঁহা-দিগকে নি[illegible] করিতে হয়, কিন্তু আহার বিষয়ে কোনই [illegible] করা হয় না। ডাল, তরি তরকারি, মৎস্য, ইহা [illegible] প্রত্যহ বাটীতে ভোজন করিয়া থাকেন। মাংস সঙ্কুলানমত হইলে তবু একটা [illegible]র কথা, লোকেরও তাহাতে অধিকতর তৃপ্তি সাধিত হ[illegible] পূজার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে

তাঁহারা কোন মনোযোগই করিতেন না। পুরোহিতের ফর্দ্দমত দ্রব্যাদি তাঁহারা কলিকাতা হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। তবে পূজার সাজ সরঞ্জাম নৈবেদ্য আদি সকল বন্দোবস্ত হীরালাল করিতেন। তাঁহারাও বুঝিতেন, হীরালাল ও সব আমাদের অপেক্ষা ভাল বুঝে, সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত থাকিতেন।

পল্লিগ্রামে এ পাড়া ও পাড়া সকলেরই সহিত এক প্রকার না এক প্রকার সম্বন্ধ পাতান থাকে। জ্যোতিলাল প্রভৃতি বৎসরান্তে বাটী গমন করিলে একে একে গ্রামের সকলেই তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন এবং ইঁহারা সকলেই কলিকাতায় বড় বড় চাকুরী করেন, সুতরাং ইঁহাদের সহিত একত্র বসিয়া তামাক সেবন ও গল্প গুজব করা তাঁহারা গৌরব মনে করিতেন। সুতরাং জ্যোতিলাল প্রভৃতি বাটী গমন করিলেই কেহ "জ্যোতি খুড়া, কবে আসা হইল?" কেহ বা "জ্যোতি দাদা, ভাল আছেন ত?" ইত্যাদি কুশল-প্রশ্ন সহ তাঁহাদেরই কয়েক দিবসের অনুসঙ্গী হইতেন। তাঁহারাও এই সকল গ্রামের লোক পাইয়া গল্প গুজব পাশা ক্রীড়া প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকিয়া আনন্দে দিন অতিবাহিত করিতেন। হীরালাল কিন্তু ইহাতে বড় বেজার। তিনি কহিতেন, "দাদা, আপনারা খরচ করিয়া বৎসরান্তে মহা-মায়ার পূজায় ব্রতী হইয়াছেন। মহামায়ার সমুচিত আবা-

হন করিয়া এ সকল কার্য্য সমাধা করিতে হয়। তাহা না করিয়া যদি আপনারা গল্প গুজবে নিযুক্ত থাকিবেন, তবে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে নাই। ইহাতে মহামায়ার অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশা সুদূরপরাহত, বরং ইহাতে তাঁহার বিরাগ-ভাজন হইলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।" তাঁহারা হীরা-লালের এইরূপ বাক্য শুনিলেই বলিতেন, "কেন, সমস্ত ভার ত আমরা তোমার উপর দিয়াছি। তুমিই আমাদের হইয়া সমস্ত করিবে, ইহাতে মহামায়া কেন বিরক্ত হইবেন?" হীরালাল এইরূপ উত্তর পাইয়া নিরুত্তর হইতেন। হীরালাল যখন কলিকাতায় থাকিতেন, তখন জ্যোতিলাল বা কিশোরী-লালের সহিত সচরাচর তাঁহার দেখা শুনা হইত না। হীরালাল সায়ংকালে ও পূর্ব্বাহ্নে জপ তপ চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন এবং দ্বিপ্রহরের পর আহারান্তে তিনি অবসর পাইতেন, তখন জ্যোতিলাল বা কিশোরীলাল আপিসে থাকিতেন। পূজার সময় তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেন এবং তাঁহাদের দেব দেবীর প্রতি অবিশ্বাস ও অভক্তি দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতেন। একদা ষষ্ঠীর দিন বোধন-পিঁড়ায় সন্ধ্যাকালে দেবীর বোধনার্থ দ্রব্যা-দির আয়োজন করা হইয়াছে। দেবীর বোধন হইবে দেখিবার জন্য জ্যোতিলাল প্রভৃতি সকলে বোধন-পিঁড়ার হাতআষ্টেক দক্ষিণে একটী চৌরী ঘরের দাওয়ায় উপবিষ্ট হইয়া তামাক

সেবন করিতেছেন ও নানাপ্রকার সংলাপে নিযুক্ত আছেন। বোধন-পিঁড়ায় হীরালাল তন্ত্রধারকের কার্য্য করিতেছেন। পুরোহিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দেবীর আবাহনে নিযুক্ত। জ্যোতিলাল প্রভৃতির অট্টহাস্য ও গল্পগুজবে মন্ত্র ভালরূপ শুনা যাইতেছে না। এজন্য হীরালাল ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "বড়দাদা, মেজদাদা! আপনারা একটু ক্ষান্ত হউন, নতুবা এ সকল কার্য্যে আর প্রয়োজন নাই। কোথায় দেবীর পূজা হইতেছে, আর আপনারা কি না উচ্চস্থানে বসিয়া হাস্যরসে নিমগ্ন? দেবীর স্থান নিম্নে আর আপনারা উচ্চস্থানে, এ ভাল কথা নহে।" হীরালালের ভর্ৎসনা শ্রবণ করিয়া কেহ কেহ বা নামিয়া আসিলেন, কেহ কেহ বা চুপ করিয়া তথায় বসিয়া রহিলেন। অনন্তর দেবীর পূজা প্রভৃতি সম্পন্ন হইয়া গেলে, মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সেই বোধন পিঁড়াস্থিত বিল্ববৃক্ষের একটী ডাল চিহ্নিত করিতে হয়। পরদিবস সপ্তমীবিহিত পূজা আরম্ভ করিয়াই ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাদ্য সহকারে সেই ডাল কর্ত্তন করিয়া আনয়ন করিতে হয়। ডাল চিহ্নিত করিবার পূর্ব্বে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হীরালাল ও পুরোহিত যেমন উত্থান করিবেন, অমনি সেই বৃক্ষ সহসা কম্পিত হইয়া উঠিল। ইতঃপূর্ব্বে অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কোন প্রকাণ্ড পক্ষী বৃক্ষ হইতে সহসা উড্ডীন হইলে যেরূপ বৃক্ষ কম্পিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ফোটা

ফোটা পত্রসংলগ্ন জল পতিত হয়, তদ্রূপ সহসা সেই নির্ব্বাত সময়ে হঠাৎ ঈদৃশ বৃক্ষকম্পন সকলেরই বিস্ময়ের কথা হইল। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ এ উহার মুখ তাকাতাকি করিতে লাগিল। জ্যোতিলাল ও কিশোরীলাল সম্ভ্রমে দাওয়া হইতে নামিয়া আসিলেন। ভক্তি গদগদ হইয়া সকলেই দেবীকে প্রণাম করিলেন। সকলেরই হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হইল, কিন্তু সে ভক্তি হীরালাল ব্যতিরেকে আর কাহারও হৃদয়ে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দুর্গাবতী।

পূজার পর সকলে পুনরায় কলিকাতায় গমন করিলেন। হীরালালও সপরিবারে কলিকাতায় মতিলালের বাটী উপনীত হইলেন। হীরালালের একটী কন্যা হইয়াছিল। কিন্তু সেটী বৎসর দুই বয়ঃক্রম কালেই কালগ্রাসে পতিত হয়। সেই অবধি তাঁহার আর পুত্র কন্যা হয় নাই। হীরালালের কোনরূপ উপার্জ্জন ছিল না, সুতরাং তাঁহার পুত্র কন্যা না হওয়ায় তিনি সুখী বই দুঃখিত ছিলেন না। এ অবস্থায় পরিবার লইয়া তাঁহার কলিকাতা আগমনের ইচ্ছাও ছিল না, কিন্তু তাঁহার পরিবারের চিকিৎসার্থে এবার তিনি তাঁহাকে আনিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার পরিবারের নাম রাজলক্ষ্মী, তিনি নির্ব্বিবাদী ছিলেন। মতিলাল উপার্জ্জন করিতেন, কিন্তু হীরালাল এক্ষণে আর উপারক্ষম নহেন। এজন্য মতিলাল কিছু মনে না করিলেও তাঁহার স্ত্রী দুর্গাবতীর তাহা সহ্য হইবে কেন? রাজলক্ষ্মী যদি রন্ধন কার্য্যের ভার সমগ্র গ্রহণ করিতে পারিতেন, তাহা হইলেও মতিলালের স্ত্রী সেই উপকারের প্রত্যাশায় তাঁহা-

দিগের দুই জনকে আহার দানে সম্মত হইতে পারিতেন। কিন্তু রাজলক্ষ্মী পীড়িত, তাঁহার দক্ষিণ কোমরে শ্বেতকুষ্ঠ অর্থাৎ ধবল রোগ দেখা দিয়াছে। এই দুরারোগ্য পীড়ার ভয়ে তিনি অগ্নিসন্নিধানে যাইতে বড় রাজি ছিলেন না; তথাপি, গৃহকার্য্য ও সময়ে সময়ে রন্ধনকার্য্যও করিতে ক্রটী করিতেন না। মতিলালের স্ত্রী দুর্গাবতী বড় মুখরা ও উগ্র প্রকৃতির স্ত্রীলোক। তিনি ক্রুদ্ধা হইলে কাহাকেও মানিতেন না। একারণ তিনি কুপিত হইয়া কখন কখন ভ্রাতাকে পত্র দিয়া গাড়ি আনাইয়া শিবপুর পিত্রালয়ে গমন করিতেন। এজন্য হীরালাল মতিলাল প্রভৃতির মাতা, স্বামীর মৃত্যুর পর যখন পুত্রেরা সকলে ভিন্নভাগ হয়, তখন কনিষ্ঠ মতিলালের বাসাতেই আগমন করিয়াছিলেন। মতিলাল মাতাকে পরম ভক্তি করিলেও দুর্গাবতী তাহা করিতেন না। এতভিন্ন সকল কার্য্যেই দুর্গাবতী কর্ত্রী হইতেন। মতিলাল সংসার খরচের টাকা মাতার হস্তে দিতেন, কিন্তু তিনি উহা চাকরের হস্তে হিসাব করিয়া দিবার পূর্ব্বেই দুর্গাবতী আসিয়া তাহা চাহিয়া লইতেন এবং চাকরকে পয়সা হিসাব করিয়া দিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হইত, তাহা আত্মসাৎ করিতেন। এতদ্ভিন্ন দুর্গাবতী প্রতিদিন সংসারের খরচের নিমিত্ত তরি তরকারি হইতে আলু, পটল, পান প্রভৃতির কিয়দংশ লুকাইয়া রাখিতেন এবং তিন চারি দিন জমিলে উহাই সেদিনকার মত বাহির

করিয়া দিয়া বাজারের পয়সা নিজে লইতেন। ইহাতে সময়ে সময়ে স্ত্রীলোকদিগের আহারের কষ্ট হইত। রাজলক্ষ্মী ঘুণাক্ষরে এ সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিলে দুর্গাবতী তাঁহাকে এমন শুনাইয়া দিতেন যে, তিনি আর অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেন না। ইহাতে যদি মতিলালের মাতা কোন কথা বলিতেন, তবে আর সে দিন নিস্তার থাকিত না। দুর্গাবতী বুঝিতেন, "আমার স্বামী যখন উপায়ক্ষম এবং তদ্দ্বারাই সংসার নির্ব্বাহ হইতেছে, তখন সকলেই আমার অধীন, সকলেই আমার মতে চলিবে।" ফলতঃ দুর্গাবতীর মতানুযায়ী কার্য্য না হইলেই তাঁহার তীব্র ভৎর্সনা সকলকেই শুনিতে হইত।

এক দিবস রাজলক্ষ্মীর রন্ধন করিবার পালা। কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ থাকায় রন্ধনে অসমর্থতা জ্ঞাপন করিলে দুর্গাবতীর আর সহ্য হইল না। তিনি শ্রবণ মাত্রেই কহিলেন, "রাঁধিবার সময়ই অসুখ উপস্থিত হয়, কিন্তু খাবার সময় ত আর অসুখ থাকে না। তখন পাথর পাথর ভাত উঠে কেমন করিয়া?"

রাজলক্ষ্মী কথাগুলি শুনিয়া মনে বড় ব্যথা পাইলেন, এজন্য কহিলেন, 'আমার ছেলে নেই, মেয়ে নেই, দুবেলা চারিটী করিয়া ভাত একলা মানুষ খাই, তাও, আর সহ্য হইল না?'

দুর্গা। তোমার ছেলে নেই, মেয়ে নেই ; ছেলে মেয়ে হতে কি কেহ মানা করে দিয়ে ছিল ? মেয়ে ত হয়েছিল, তাকে নিলে যমে, তা বলে আমার ছেলের উপর চক্ষু দেওয়া কেন ? আমার ছেলে কি তোমার খেতে যায় না পরতে যায় ; যে, এত চোক টাটিয়ে উঠ্‌লো ? অমন চোক গলে যাবে, ঢেলা বেরোবে।

রাজলক্ষ্মী দুর্গাবতীর কথার বন্ধনী শুনিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে শাশুড়ীর নিকট গিয়া বলিলেন, "মা ! ছোট বৌর কথাগুলা শুনিলেন ? উহার ছেলে আমার গলার হার, আর আমার কি না উহার ছেলে দেখে চোক টাটিয়ে উঠ্‌লো ? আমার ছেলে নাই মা, আমি কি দিব্বি কল্লে ওর বিশ্বাস হবে ? তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমার যদি ওর ছেলে দেখে চোক টাটিয়ে থাকে, তবে যেন আমার বাপ্‌ ভাইয়ের মাথা খাই।"

দুর্গা। কেন আমার বাপ্‌ ভাইয়ের মাথা তুই খাবি ? যার খাস্‌ তারই বুকে বসে দাড়ি উবড়াস্‌ ? কথায় কথায় বলে "আমার ছেলে নাই ?" তার শোধ কি তুমি আমার ছেলে কেটে তুলবে ? তা হচ্চে না, সে আশা ফলবতী হবে না, আমি ত আর পাপী নই যে, আমার ছেলে মর্‌বে, না আমার ঐ রকম শ্বেতকুষ্ঠ হবে ?

রাজলক্ষ্মী শ্বেতকুষ্ঠের নাম শুনিয়া একবারে লজ্জায়

ম্রিয়মানা হইলেন। তাঁহার শ্বেতকুষ্ঠ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহারই খোঁটা দিয়া যে দুর্গাবতী তাঁহাকে এতগুলি কথা শুনাইবে, ইহা কখনই তাঁহার মনে উদিত হয় নাই।

শাশুড়ী দুর্গাবতীর গর্ব্বসূচক বাক্য শুনিয়া অবাক্ হইলেন। তিনি বিবাদের সূত্রপাত দেখিয়া, যাহাতে উহা আর না বৃদ্ধি হয়, এজন্য স্বয়ং রন্ধনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। রাজলক্ষ্মীর প্রতি দুর্গাবতীর উক্তরূপ কঠোর বাক্যপ্রয়োগ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আশ্বাস-দান করিয়া কহিলেন, "নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে, তা মা ও নেইচোঞা মানুষের সহিত কেহই পারিবে না। তুমিই চুপ কর।"

শাশুড়ী রাজলক্ষ্মীকে আশ্বাসদান করিতেছেন শুনিয়া দুর্গাবতীর ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, এজন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, "এমন একচোকো শাশুড়ীও ত কখন দেখি নাই। শাশুড়ীর শিক্ষা পাইয়াই এত জোর বাঁধিয়াছে। এমন শাশুড়ী আবার কি না করিতে পারে? এখন বৌকে শিক্ষা দিচ্চে, এইবার কবে ছেলেকে শিক্ষা দিয়া আমার যা বাকী আছে তাও হবে। গাল তিরস্কার সবই হইয়াছে, এই বার মারটা বাকী আছে, তা হলেই মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া পুত্রটী ক্রোড়ে লইয়া দুর্গাবতী নিজ-কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। এদিকে রন্ধন কার্য্য সমাপ্ত

হইলে মতিলাল যথাসময়ে ভোজন করিয়া আপিস চলিয়া গেলেন। হীরালাল গঙ্গাস্নান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক আহারাদি করিয়া বহির্ব্বাটী গেলেন। দুর্গাবতীকে আহার করিবার জন্য ঝি ডাকিল। তিনি কহিলেন, "আমার ক্ষুধা নাই, আমি খাইব না।" ক্রমে শাশুড়ী গিয়া ডাকিলেন। দুর্গাবতী কোন ক্রমেই উঠিলেন না। তখন সকলে ভোজন সমাধা করিয়া বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন।

এখানে দুর্গাবতী সম্বন্ধে আর দুই চারিটী কথা বলিয়াই এ অধ্যায়ের শেষ করা যাইবে। দুর্গাবতী যেমন কোপন-স্বভাবা, তেমনি হিংসাপরায়ণা ছিলেন। তিনি যাহা করিবেন মনে করিতেন, তাহাতে যাহাই ঘটুক না কেন, কখন পশ্চাৎপদ হইতেন না। এই কোপনস্বভাব হেতু তাঁহার সহিত বাটীর সকলেরই বিবাদ বিসম্বাদ হইত। হীরালাল ও রাজলক্ষ্মী পূজার পর পুনরায় তাহাদের বাটী উপস্থিত হইলেন দেখিয়া, হিংসাপ্রযুক্ত প্রায়ই স্বামীর সহিত বিবাদ করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা মতিলাল দাদাকে বলুন যে, "কলিকাতায় বিনা কার্য্যে বাস করা খরচসাপেক্ষ, তাঁহার যে আয় তাহাতে সকলের ভালরূপ সঙ্কুলান হয় না। সুতরাং হীরালালের চাকুরী করা যদি উদ্দেশ্য না হয়, তবে বাটী গিয়া বাস করিলেই ভাল হয়।" হীরালাল মতিলালের সহোদর, তাঁহাদের মাতা বর্ত্তমান, বিশেষতঃ দাদার সম্প্রতি চাকুরী

গিয়াছে বলিয়া তিনি কোন্ প্রাণে দাদাকে বলিবেন, "দাদা! আমি আপনাকে ও আপনার ভার্য্যাকে দুটী আহার দানে অসমর্থ।" এজন্য দুর্গাবতীর সহিত মতিলালের অনৈক্য উপস্থিত হইয়াছে, সেই জন্যই শাশুড়ীর প্রতি পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্য বর্ষণ করিয়া নিজ কক্ষে অনাহারে শয়ন করিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে ক্রোধ হইলেই এইরূপ করিয়া থাকেন। কখন সাত দিন, কখন চারি দিন, কখন তিন দিন অনাহারে থাকিয়া পরে আহার করিয়াছেন। প্রথম প্রথম কয়েক দিন তিনি খাবার, মুড়কি প্রভৃতি গোপনে আনাইয়া ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। ক্রমে যত রাগ পড়িয়া আইসে, দুর্গাবতী সকলের আহারাদির পর বাটী নিস্তব্ধ হইলে গৃহ হইতে উঠিয়া আসিতেন এবং স্বহস্তে পুনরায় পাক করিয়া আহার করিতেন। ইহাতে যে দ্বিগুণ খরচ পড়িত, সে দিকে দুর্গাবতীর লক্ষ্য নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বলিবিঘ্ন।

বৎসর ঘুরিয়া গেল। পুনরায় পূজা আসিল। মহামায়ার কৃপায় ধরণী নবভাবে সজ্জিত হইল। পথ জনতাপূর্ণ, দোকান বহুলোকসমাকীর্ণ। সকলেই নূতন বস্ত্র, নূতন জুতা প্রভৃতি দ্রব্যজাত ক্রয় করিতেছে। যাহারা বিদেশে চাকুরী করে, তাহারা স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতেছে। এমন আনন্দের দিন আর নাই। মাতা পুত্রমুখ দেখিয়া দুঃখ দূর করিবেন, পত্নী স্বামী মিলনে অপার সুখ অনুভব করিবেন। বালক বালিকারা পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ সহোদরের সমাগমে তৃপ্তিলাভ করিবেন। যাঁহারা একত্রে পুত্র-কলত্রাদি সহ বাস করেন,তাঁহারা সন্তান-সন্ততিগণের নবসাজ দর্শন করিয়া চক্ষুর তৃপ্তি সাধন করিতেছেন। যাহাদের বাড়ী মহামায়ার কৃপাদৃষ্টি পড়ে, তাহাদের ত কথাই নাই। তাহারা বিবিধদ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া মহামায়ার অর্চ্চনার জন্য স্বদেশ গমন করিতেছে।

জ্যোতিলাল, কিশোরীলাল, হীরালাল ও মতিলাল চারি ভ্রাভাই মহামায়ার পূজা সমাপন জন্য স্বদেশে উপস্থিত

হইয়াছেন। কিন্তু ইঁহাতে পাত্র হইতে গঙ্গোদক ছাগ-
প্রকার। জ্যোতিলাল ও দান করিলেন। অমনি
গণকে তিন দিবস ষোড়শোপচ নিত হইল, এবং পরক্ষণেই
দিগের তৃপ্তিসাধন করিয়া আ গলদেশে পতিত হইল।
হীরালাল বৎসরান্তে মহামায়ার পাদ- চর্ম্ম ও কর্ত্তিত হইল
পূর্ব্বক পূজা করিবেন, এই আহ্লাদে বাটী ল। সুবুদ্ধি
মতিলালও ভ্রাতাদিগের সহিত বাটী আগমন পুনঃ
তিনি যদিও বিপত্তিকালে মহামায়ার শরণাগত হয়েন, কিন্তু
সুখের সময় তিনি বড় তাঁহাকে স্মরণ করেন না।

প্রথম দিন দেবীর বোধন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। সপ্তমীর দিন প্রত্যুষে উঠিয়া হীরালাল স্নান করিয়া পূজার আয়োজন সম্পন্ন করিলেন। পুরোহিত যথাসময়ে পূজা আরম্ভ করিলেন। ধূপ ধূনার সুমধুর গন্ধে চণ্ডীমণ্ডপ আমোদিত হইতেছে। প্রজাবর্গ-প্রদত্ত শতদল পদ্ম চণ্ডীমণ্ডপের এক কোণে স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে, তাহা হইতেও সময়ে সময়ে সুগন্ধ বিস্তারিত হইতেছে। গ্রামস্থ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জ্যোতিলাল প্রভৃতির দর্শনাভিলাষে সমবেত হইয়াছেন। চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় সতরঞ্চ পাতিয়া, তদুপরি উপবিষ্ট হইয়া জ্যোতিলাল, কিশোরীলাল প্রভৃতি উপস্থিত জনগণের সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন ও মুহুর্ম্মুহুঃ তামাক সেবন করিতেছেন। হীরালালের কিন্তু ইহা ভাল লাগিতেছে

কর কার্যো নিযুক্ত। সুতরাং
ওজবে তিনি মন্ত্রগুলি পুরোহিতের
.রতেছেন না। এজন্য তিনি মাঝে
অগ্নি কোণে অবস্থিত চৌরী ঘরের
.বশন ও বিশ্রম্ভালাপ করিবার জন্য অনুনয়
ইতিমধ্যে কিশোরীলাল একটি বায়ু নিঃসরণ
... দুর্গন্ধজালে চণ্ডীমণ্ডপ আমোদিত করিলেন। ইহাতে
হীরালাল বড় কুপিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "এ কাহার কার্য্য?"
সকলেই চুপ করিয়া আছেন দেখিয়া, হীরালাল কহিলেন,
"এখনও বলুন, আর না হয় আমি এ সকল রাখিয়া স্থানান্তরে
যাইতেছি।"

হীরালাল এইরূপ ভয়-প্রদর্শন করিলে, কিশোরীলাল
একটু হাস্য করিয়া কহিলেন, 'হীরু ভাই, এ আমার কার্য্য,
আর এরূপ হইবে না, তুমি কাজ কর।"

হীরা। দেখ মেজদাদা! এ বড় অন্যায় কার্য্য। আমরা
কোথায় ধূপ ধুনা গুগ্‌গুল পুড়াইয়া ষোড়শোপচারে দেবীর
পূজা করিতেছি, আর তুমি কিনা সেইস্থানে দুর্গন্ধজাল
বিস্তার করিতেছ? ভাল চাও ত এখনও উঠিয়া যাও।
এখানে না হইলে কি গল্পগুজব হয় না?

কিশোরী। আর বচসায় দরকার কি ভাই? বলিলাম
আর হইবে না, তাহা হইলেই ত হইল?

হীরালাল দাদা-ম
পুনরায় মন্ত্রপাঠ করাইতে ত পাত্র হইতে গঙ্গোদক ছাগ-
কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, এম ী দান করিলেন। অমনি
মণ্ডপ পূর্ণ হইল। তখন হীর ধ্বনিত হইল, এবং পরক্ষণেই
লালের দিকে তাকাইয়া কা গলদেশে পতিত হইল।
তোমাকে বার বার উঠিয়া যাইতে ব চর্ম্ম ও কর্ত্তিত হইল
না, অথচ এই কার্য্য আরম্ভ করিলে? এ উঠিল। সুবুদ্ধি
কি প্রয়োজন?" খড়্গ পুনঃ
এবার সমবেত সকলেই কিশোরীলালকে । কিন্তু
"পূজাগৃহে এরূপ কার্য্য করা বড়ই অন্যায়। হীরালাল মন্দকথা বলিতেছে না। চল না, আমরা এখান হইতে ঐ ঘরের দাওয়ায় যাই।"

এই কথা শুনিয়া কিশোরীলাল একটু অসন্তোষের সহিত কহিলেন, 'মাটীর ঢিবি বই ত নয়, তাতে আবার সুগন্ধ দুর্গন্ধ, আমি উঠিলেই যদি হয়, এই আমি চলিলাম" এই বলিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বোধনপিঁড়ার দক্ষিণে চৌরী ঘরে গমন করিলেন এবং প্রকোষ্ঠ-মধ্যে তক্তপোষের উপর গিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন।

বলিদানের সময় উপস্থিত হইলে ঢাক ঢোল ও কাঁশির বাদ্যে গ্রামের লোক আকৃষ্ট হইল। বলিদান দেখিতে পাড়াগাঁয়ে অনেক লোকসমাগম হয়। চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে

ধা হইয়াছে ; তন্মধ্যে দেবী·

। আছে।

পূজার দিন একটী ছাগপশু বলি

জ্যোতিলাল ও কিশোরীলালের

ইস্থানে দুইটী ছাগপশু বলি হইত।

.ক গ্রামের দুইজন আত্মীয় পদদ্বয়ের

ূর্ব্বক হাড়িকাষ্ঠের একপ্রান্তে দণ্ডায়মান

র্মকারের আগমনে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়াই,

বালদা. ও গৌণ হইতেছে। বাদ্যশব্দে বলিদানের সময় অবগত হইয়া, কর্ম্মকার দৌড়াইতে দৌড়াইতে ও হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় দেবীকে প্রণাম করিলে, পুরোহিত পূজিত খড়্গাখানি লইয়া কর্ম্মকারের সম্মুখে রক্ষা করিলেন। কর্ম্মকার পুনরায় প্রণাম পুরঃসর খড়্গাখানি উঠাইয়া লইলে, পুরোহিত মহাশয় একটী পুষ্প তাঁহার হস্তে দান করিলেন। কর্ম্মকার খড়্গ ও পুষ্প লইয়া হাড়িকাষ্ঠের নিকট উপবিষ্ট হইয়া তাহার খিল খুলিয়া দিল। অমনি "মা, মা" বাণী উত্থাপিত করিয়া প্রথম আত্মীয় নিজের ধৃত ছাগটীর গলদেশ যূপকাষ্ঠের মধ্যে নিহিত করিলেন। কর্ম্মকার খিল লাগাইয়া দিয়া পুরোহিত-প্রদত্ত পুষ্পটী খড়্গের উপর টানিয়া দ্বিখণ্ড করত মস্তকের উপর দিয়া নিক্ষেপ করিল

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে হীরালাল হস্তস্থিত পাত্র হইতে গঙ্গোদক ছাগ-পশুর গলদেশে এক অঞ্জলী দান করিলেন। অমনি সকলেরই মুখে "মা, মা" শব্দ ধ্বনিত হইল, এবং পরক্ষণেই কর্ম্মকারের উত্তোলিত খড়্গ ছাগের গলদেশে পতিত হইল। কিন্তু সেই আঘাতে ছাগের গলদেশের চর্ম্মও কর্ত্তিত হইল না। পরন্তু ছাগপশু বিকৃতস্বরে ডাকিয়া উঠিল। সুবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি কর্ম্মকার চকিতের ন্যায় খড়্গ পুনঃ আস্ফালনপূর্ব্বক ছাগটীকে দ্বিখণ্ডে 'বভক্ত করিল। কিন্তু হঠাৎ বাদ্য থামিয়া গেল, "মা, মা" শব্দও আর নাই; সকলেই বিরসবদনে মুখ-তাকাতাকি করিতে লাগিলেন। হীরালাল কম্পিত-ওষ্ঠে বলিলেন, "দেবীকে আবাহনপূর্ব্বক আনয়ন করিয়া তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিলেই এইরূপ ফল হয়।" উপস্থিতবুদ্ধি পুরোহিত তৎক্ষণাৎ আশ্বাস দান করিয়া কহিলেন, "এরূপ হইয়া থাকে, শাস্ত্রেও ইহার উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে; 'বলিবিঘ্নে বলিদ্বয়ং,' আর দুইটী ছাগ আনয়নপূর্ব্বক বলি দেও, তাহা হইলে আর কোন দোষ থাকিবে না।"

জ্যোতিলাল প্রভৃতি এতক্ষণে বিরসবদনে বসিয়াছিলেন। বিশ্বাস না থাকিলেও এরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইলে সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন। এক্ষণে পুরোহিত মহাশয়ের বাক্য শুনিয়া তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল। তিনি

তৎক্ষণাৎ বালকদিগকে আর দুইটী ছাগপশু স্নান করাইয়া আনিবার আদেশ দিলেন।

এই বিঘ্নোদয়েও হীরালাল দাদাদিগের আচরণ স্মরণ করিয়া একটু সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু প্রকৃত তিনি সন্তুষ্ট হয়েন নাই। যাহাতে তাঁহাদের পরিবারের অনিষ্টঘটন সম্ভাবনা, তাহাতে তাঁহার সন্তোষ জন্মিবার কথা নহে; তবে দাদারা যে দেবীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়াছেন, এই বিঘ্নোদয় তাহার উপযুক্ত শাস্তি, এই ভাবিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়তাই তাঁহার হর্ষের কারণ। কিন্তু আবার ভাবিলেন, এই বিঘ্ন দেবীর কোপ বই আর কিছুতেই হইতে পারে না, এজন্য তিনি ভয়ে ভয়ে দেবীর বদনমণ্ডলের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তখন তাঁহার বোধ হইল যেন দেবী ব্যঙ্গভাবে হাস্য করিতেছেন, আবার পরক্ষণেই বুঝিলেন, দেবী তাঁহার দিকে সহাস্য দৃষ্টিপাত করিতেছেন, সুতরাং দেবী কুপিত হইলেও সে কোপ তাঁহার উপর পতিত হয় নাই। হীরালাল এইরূপ দোলায়মান চিত্তে অবস্থিত আছেন, এমন সময়ে স্নাত যুগ্ম ছাগপশু আনীত হইল দেখিয়া তিনি পুনরায় মন্ত্রপাঠে পুরোহিতকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

উৎসর্গ সম্পন্ন হইলে পুনরায় বাদ্যরোলে চণ্ডীমণ্ডপ কম্পিত হইল। পুনরায় উচ্চতর স্বরে "মা, মা" শব্দ উত্থিত

হইল। ছাগত্রয় একে একে বলি হইলে মুণ্ডসহ খর্পর দেবীসম্মুখে আনীত হইল। অনন্তর দেবীর আরত্রিক সম্পন্ন হইল।

পূজা সমাধান হইলে হীরালাল চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলেন। মেজদাদাকে রূঢ়ভাবে কথা বলিয়াছেন; এজন্য মনে কষ্ট অনুভব হওয়ায়, তিনি তাঁহার অন্বেষণে বাটীর ভিতর গেলেন। তৎপর অপরাপর স্থান অনুসন্ধান করিয়া বোধনপিড়ির সম্মুখে সেই চৌরী-ঘরে প্রবিষ্ট হইয়া, দেখিলেন, কিশোরী নিদ্রা যাইতেছেন। মনে ভাবিলেন মেজদাদাকে ডাকিয়া অপরাধের মাপ চাহিবেন, এজন্য পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া পদে হস্তার্পণপূর্ব্বক "মেজদাদা" বলিয়া ডাকিলেন; অমনি কিশোরী গাএমোড়া দিয়া "আহা হা—গেলাম—উঃ" ইত্যাদি কষ্টপ্রকাশক বাক্য নিঃসারিত করিলেন।

হীরা। কি হইয়াছে মেজদাদা?

কিশোরী। আঃ দাদা, চণ্ডীমণ্ডপ থেকে তখন আসিবার সময় ঘাড়ে একটা ফিক্ বেদনা লাগিল। বেদনা এত হইয়াছে যে, পার্শ্বপরিবর্ত্তনও কষ্টকর হইয়াছে।

হীরা। যদি বড় কষ্ট হয় তবে একটু সেক দিন না?

কিশোরী। এই পূজার গোলমালে কে সেক দিবে

দাদা ? দেখি কেমন থাকি, পরে যাহা ব্যবস্থা হয় করা যাইবে।

পরে হীরালাল সে প্রকোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল, দেবীর ক্রোধেই মেজদাদার এই বেদনা উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাকে বলিলে হয় ত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিবেন, এজন্য সে কথার উত্থাপন না করিয়া তিনি ব্রাহ্মণ ভোজনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

সন্ধ্যাকালে যথানিয়মে আরত্রিক হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দেবীর ক্রোধ।

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া হীরালাল স্নানাহ্নিক াাপনপূর্ব্বক অষ্টমী পূজার সাজ সজ্জা করিতে লাগিলেন। পুরোহিত আগমন করিলে বারবেলা উত্তীর্ণ করিয়া অষ্টমী-বহিত পূজা আরম্ভ হইল। এ বৎসর বেলা ১টার পর দন্ধিপূজা। এই জন্য অষ্টমী পূজা শেষ করিয়া পুনরায় াান্ধিপূজার আয়োজন করিতে হইবে।

অষ্টমীর বলিদানের সময় উপস্থিত হইল। পূর্ব্বদিন যেরূপ বিঘ্ন হইয়া গিয়াছে, এজন্য সকলেরই মনে ভয়ের উদ্রেক হইয়াছে। দেব-দেবীর প্রতি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস সত্ত্বেও এই বিঘ্নোদয়ে জ্যোতিলালের মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। হীরালালের ত হইবার কথা; এজন্য কর্ম্মকারের অনুসন্ধান হইল, কর্ম্মকার আসিয়াছে কি না? দুর্গাপ্রসাদ বলিয়া দিলেন, "আমাদের কর্ম্মকার গদাধরের পরিবর্ত্তে তাহার শ্যালক অম্বিকা আসিয়াছে।" সকলেই কহিল, "গদাধরের বোধ হয় ভয় হইয়াছে, এজন্য সে নিজে না আসিয়া শ্যালককে প্রেরণ করিয়াছে।"

শ্যালক। আজ্ঞা না, তাঁহার বিঘ্ন ঘটিয়াছে, এজন্য আমাকেই পাঠাইয়াছেন।

জ্যোতি। বিঘ্ন কি? আর এমন কি বিঘ্ন যে, এই সামান্য সময়ের জন্য একবার আসিতে পারিল না। রোজ রোজ নূতন কর্ম্মকার দ্বারা বলিদান করান কি ভাল?

উপস্থিত সকলেই এবংবিধ কার্য্য দোষাবহ মনে করিলেন।

হীরা। তুমি গিয়া শীঘ্র গদাধরকে পাঠাইয়া দিতে পারনা?

অম্বিকা। আজ্ঞে, তাঁর অশৌচ হইয়াছে, এক অশৌচে বলিদান করিয়া যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে, তার পর মৃতাশৌচে কি পূজা অর্চ্চনার দ্রব্যাদি স্পর্শ করা যায়?

হীরা। অশৌচে বলিদান করিয়াছে না কি বলিলে?

অম্বিকা। আজ্ঞে, তাঁর ভ্রাতার একটী পুত্র হইয়াছিল। তিনি অশৌচ না মানিয়া কল্য বলিদান করায় ত পাঁটা বাধিয়া গেল। পরে রাত্রিকালে তাঁহার জলজীবন্ত আঠার বৎসরের পুত্র একবার মাত্র রক্তবমন করিয়াই মারা পড়িল।

হীরা। দেখলেন বড়দাদা! আপনারা ত মানেন না, গদাধরের পুত্রটী গতরাত্রে একবার রক্ত-বমন করিয়া মারা পড়িয়াছে। অশৌচ-অঙ্গে বলিদান করিয়া সে নিজের ও আমাদের উভয় পক্ষেরই সর্ব্বনাশ ঘটাইল। এই দেখুন, এই সকল শ্রবণ করিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিয়াছে।

৩

এই বলিয়া হীরালাল কহিলেন, "দেবীর রোষে আমাদেরও ভাগ্যে কি আছে বলা যায় না।"

বলিদানের সময় উপস্থিত জানিয়া তিনটী বালক তিনটী ছাগপশু স্নান করাইয়া তাহাদিগের গলদেশ ধারণপূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছে। ছাগ-পশুত্রয় কম্পিতকলেবরে উৎসর্গ-হেতু প্রদত্ত পুষ্প, ধান, দূর্ব্বা ও আতপ তণ্ডুল ভক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছে। মুহূর্ত্তপরে যে কর্ম্মকারকর্ত্তৃক তাহাদের গলদেশ কর্ত্তিত হইবে, তাহার বিন্দু-বিসর্গও অবোধ প্রাণিগণের জ্ঞান হইতেছে না। ছাগপশু উৎসর্গীকৃত হইলেই বাদ্যরোলে চণ্ডী-মণ্ডপ প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। প্রথানুসারে কর্ম্মকারকর্ত্তৃক ছাগপশুর বলিদান সম্পন্ন হইল। পরে অষ্টমী-বিহিত পূজা সম্পন্ন করিয়া পুরোহিত চণ্ডীপাঠে নিযুক্ত হইলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ পাঠ করিতে না করিতেই সন্ধি-পূজার সময় আসিল। যথাবিধানে সন্ধিপূজা আরম্ভ হইয়া বলিদান সম্পন্ন হইল। বলা বাহুল্য, কর্ম্মকারকে আর বাটী যাইতে দেওয়া হয় নাই।

সন্ধি-পূজার পাঁঠার মুণ্ডটী কর্ম্মকার পাইয়া থাকে। কর্ম্মকার অদ্য নূতন বলি করিতে আসিয়াছে, সুতরাং পূজা-বিধি কিছুই অবগত নহে। বলি হইয়া গেলে ছাগমুণ্ডের মস্তকে দীপ প্রজ্বালিত করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দেবীকে নিবেদন করিতে হয়। কর্ম্মকার এ সকল কিছুই অবগত ছিল না। সুতরাং বলি হইয়া গেলেই মুণ্ডধারকের নিকট

হইতে ছাগমুণ্ডটী লইয়া যাইবার জন্য কর্ম্মকার যত্নবান্ হইল। মুণ্ডধারক তাহাকে গালি দিয়া মুণ্ডটী লইয়া যেই চণ্ডীমণ্ডপে উঠিবেন, অমনি তাঁহার বোধ হইল যেন চণ্ডী-মণ্ডপ কাঁপিতেছে। তথাপি মুণ্ডটী স্বস্থানে স্থাপিত করিয়া তিনি হীরালালকে কহিলেন, "দাদা! চণ্ডীমণ্ডপ যেন কাঁপিতেছে না?" তাঁহার আর উত্তর পাইবার প্রতীক্ষা করিতে হইল না। পুরোহিত, হীরালাল ও যে যে ব্যক্তি চণ্ডীমণ্ডপে ছিলেন, সকলেই এই বিভীষিকা ব্যাপারে হত-বুদ্ধি হইলেন। ষষ্ঠীর দিবস বিল্ববৃক্ষ যেরূপ কম্পিত হইয়াছিল, সেইরূপ বেগে চণ্ডীমণ্ডপ কাঁপিতে লাগিল। চণ্ডীমণ্ডপ হইতে জ্যোতিলাল প্রভৃতি সকলে চৌরীঘরের দাওয়ায় উপবিষ্ট ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূমিকম্প হইতেছে, বুঝিতে পারিতেছ?" তাঁহারা কহিলেন, "কই, আমরা ত কিছুই জানিতে পারিতেছি না।" ইতিমধ্যে কম্পন স্থগিত হইয়াই যেন মড় মড় শব্দ উত্থিত হইল। গৃহ পতিত হইতেছে ভাবিয়া পলায়নপূর্ব্বক যে যাহার প্রাণ বাঁচাইবার উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলেন, চণ্ডীমণ্ডপের যে স্থানে দেবীমূর্ত্তি স্থাপিত আছেন, ঠিক্ তাহার মধ্যস্থান দিয়া প্রস্থভাবে চণ্ডীমণ্ডপ ফাটিয়া গিয়াছে। দেবীর সিংহাসন একদিকে হেলিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে, পশ্চাদ্দেশে প্রোথিত দণ্ডসহ বন্ধন থাকিলেও, দেবীমূর্ত্তি সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেবীর ক্রোধ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইয়াছে দেখিয়া হীরালাল ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "মা! এত নির্দ্দয় কেন? আর কি আমাদের বাটী আগমন করিবেন না?''

এই ব্যাপারে সকলেই স্তম্ভিত হইল। জ্যোতিলালের অবিশ্বাসী হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার মুখ দিয়া আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সংবাদ অগ্নিদাহবৎ অচিরেই গ্রাম-মধ্যে রাষ্ট্র হইল। দলে দলে লোক বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের বাটী এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আগমন করিতে লাগিল। কিশোরীলাল চৌরীঘরের মধ্যে শয়ন করিয়া থাকেন। বেদনায় তাঁহার উঠিবার ক্ষমতা নাই। তিনি শয়ন করিয়া সমস্ত শ্রবণ করিলেন, কিন্তু কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না।

নবমী পূজা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। দশমী দিবসে অপরাজিতা পূজা ও দেবীর ভোগ হইয়া গেলে, পুরোহিত মহাশয় দর্পণ বিসর্জ্জন করিলেন। মন্ত্র পাঠ করাইতে করাইতে হীরালাল কাঁদিয়া আকুল হইলেন। বিসর্জ্জনান্তে পুরোহিত স্ত্রীপুরুষ সকলকে একত্র করিয়া অপরাজিতা-বলয় পরিধান করাইয়া সকলের অঙ্গে শান্তিজল নিক্ষেপ করিলেন।

এ দিবস আর গ্রামস্থ সকলের নিমন্ত্রণ হয় না। পাড়ার দুই চারি জন ব্রাহ্মণসহ সকলের ভোজনাদি সমাপ্ত হইলে,

স্ত্রীলোকগণ সুন্দর সুন্দর বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া দেবীর বরণকার্য্য সম্পাদন করিলেন। হীরালালের স্ত্রী এই বরণ-কার্য্যে যোগদান করেন নাই। তিনি মনের দুঃখে বাটীর ভিতরই ছিলেন। তাঁহার যে উৎকট রোগ হইয়াছে, তজ্জন্য তিনি আপনাকে অস্পৃশ্য মনে করিতেন। বিশেষতঃ স্বামীর ন্যায় তাঁহারও ধর্ম্মভাব সম্পূর্ণ ছিল। অস্পৃশ্য পীড়া সকলের অপরিজ্ঞাত হইলেও তিনি স্ব-ইচ্ছামত দেবীপ্রতিমা স্পর্শ করিতে সাহসী হইলেন না। মতিলালের স্ত্রী ব্যতিরেকে এই পীড়ার সংবাদ আর কেহই জানিতেন না। দুর্গাবতী অদ্য বৎসরকার দিন ভাবিয়া রাজলক্ষ্মীকে কত ডাকিলেন। রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "না দিদি! জন্ম জন্মান্তরে পাপ করিয়া তাহারই ফলে এই দুরারোগ্য পীড়া হইয়াছে, আবার এ জন্মে পীড়া গোপন করিয়া দেবী-প্রতিমা স্পর্শরূপ মহাপাপ করিব? অপরে জানুক আর নাই জানুক, আমি ত মনে জ্ঞানে জানি, আর মা দুর্গাও বুঝিবেন। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া দেবীর রোষভাগিণী হওয়া আমার অভিপ্রায় নয়।"

দুর্গাবতী যখন দেখিলেন রাজলক্ষ্মী যাইতে প্রস্তুত নহেন, তখন তাঁহাকে তর্ক ও যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তিনি কহিলেন, "কেন যাবে না দিদি? এমন আনন্দের দিনে কেন মনে দুঃখ দেও, চল সকলে গিয়া বরণ করি। আমরাও ত ব্রাহ্মণকন্যা, ঠাকুর ছুঁলে কি হয়?"

রাজ। তোমরা ছোঁবে না কেন? না ছুঁলেই বা বরণ কর্‌বে কেমন করে?

দুর্গা। তবে তোমার কি দোষ হল?

রাজ। আমার যে অস্পৃশ্য পীড়া, এ পীড়া লইয়া দেবী-প্রতিমা ছুঁইব না।

দুর্গা। পীড়া দিলে কে? উনিই ত দিয়াছেন। আর তা ভিন্ন দেবীর ত বিসর্জ্জন হইয়া গিয়াছে, তিনি ত আর ঐ মূর্ত্তিতে নাই। তবে তোমার স্পর্শ করায় দোষ কি?

রাজ। দোষ অদোষ সবই জেনে, শুনে, দেখে যদি এমন বল, তবে আমি নাচার।

রাজলক্ষ্মীর ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া দুর্গাবতী আর তাঁহাকে কিছু বলিলেন না। অন্যান্য স্ত্রীগণ সহ একত্রে তিনি বরণ-কার্য্যে গমন করিলেন।

বেলা চারিটার পর বেহারাগণ আসিয়া দেবীপ্রতিমা লইয়া নদীতীরে সংলগ্ন জোড়া নৌকায় স্থাপন করিল। এদিকে বাটীর সকলে যে যাহার নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া বিজয়া দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইল। হীরালাল বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া চৌরীঘরে কিশোরীলালের নিকট গমন করিলেন। গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলেন, কিশোরী-লাল উঠিয়া বসিয়াছেন। তখন তিনি কহিলেন, "মেজদাদা! বেদনাটা কেমন?"

কিশোরী। বেদনা ত আর বোধ হচ্চে না। একটু আগেও দেখেছি, নড়িবার চড়িবার যো ছিল না। কিন্তু এখন যেন আর বেদনাটী বোধ হচ্চে না।

হীরা। মেজদাদা! এতেও আপনারা বিশ্বাস করেন না, এই বড় আশ্চর্য্য!

কিশোরী। কেন, এতে আবার বিশ্বাস অবিশ্বাস কি এল?

হীরা। কি এল? এখনও বুঝিতে পারেন নি?

কিশোরী। না, আমি ত কিছুই বুঝ্‌লাম না।

হীরা। আপনি বুঝেও না বুঝিলে কি করিতে পারি? আপনি সপ্তমী পূজার দিন, যেখানে আমরা ধূপ ধূনা পুড়াইয়া দেবীর পূজা করিতেছিলাম, সেই স্থানে বসিয়া দুর্গন্ধজাল বিস্তার করিতেছিলেন। দেবীর রোষবশতঃ আর আপনাকে এ কয় দিন চণ্ডীমণ্ডপে যাইতে হয় নাই, শুধু চণ্ডীমণ্ডপ কেন, বিছানাতেই পড়িয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কোন কার্য্যই আর দেখিতে শুনিতে করিতে দেয় নাই। তৎপরে যেই দেখুন, প্রতিমা চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বিসর্জ্জন জন্য স্থানান্তরিত হইল, আপনিও শয্যাত্যাগ করিলেন। দেখুন দেখি আপনাকে কেমন পৃথক্ করিয়া রাখিল?

কিশোরীলাল আর কথা কহিলেন না। অতঃপর সকলে প্রতিমা বিসর্জ্জন দর্শন করিতে গমন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মতিলালের পত্র।

পূজা-অন্তে সকলে কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে জ্যোতিলাল ও কিশোরীলাল কালগ্রাসে নিপতিত হইলেন। দেবী ভগবতী যে আর বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের গৃহে আসিবেন না, তাহা হীরালাল ব্যাপার-দর্শনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ফলতঃ এই অবধি তাঁহাদিগের বাটীতে পূজা বন্ধ হইল। জ্যোতিলালের দুই পুত্র, এক কন্যা ও তাঁহার স্ত্রী সৌদামিনী এবং কিশোরীলালের এক পুত্র ও তাঁহার ভার্য্যা শরৎকুমারী সকলেই মতিলালের বাসায় আগমন করিলেন। জ্যোতিলালের এক পুত্র কলেজে এবং তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ও কিশোরীলালের পুত্র স্কুলে অধ্যয়ন করে, এজন্য তাহাদিগকে বাড়ী পাঠাইতে পারিলেন না। সুতরাং দুই ভ্রাতৃবধূ ও একটী শিশু কুমারীর জন্য আর পৃথক্ বন্দোবস্ত না করিয়া নিজের বাসাতেই স্থান দিলেন। ইহাদিগের প্রতিপালন জন্য দুর্গাপ্রসাদ এই অবধি বিষয়ের অর্দ্ধাংশ উপস্বত্ব মতিলালের

নিকট প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মতিলাল একটী অপেক্ষাকৃত বড় বাটী ভাড়া লইয়া এই সকল পরিবারবর্গ-সহ তাহাতে গমন করিলেন। মতিলাল কর্ত্তব্য-বোধে এই কার্য্য করিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার বাড়ীতে আর শান্তি রহিল না। কোপনস্বভাবা দুর্গাবতী ক্ষিপ্তা হইয়া উঠিলেন।

দুর্গাবতীর যখন প্রথম গর্ভ হয়, তখন তাঁহার শাশুড়ী তাঁহাকে নিজের নিকট রাখিয়াই প্রসব করাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। তখন বড়বধূ সৌদামিনী ও মধ্যমা শরৎকুমারী পুত্রকন্যা-সহ মতিলালের শরণাপন্ন হয়েন নাই; বাটীতে বৃদ্ধা ও বিশ্বাসী বহু দিনের ঝি ছিল। তাহার সহিত দুর্গাবতীর প্রায়ই ঝগড়া হইত। সে অনেক দিন আছে এবং বিশেষতঃ মতিলালের পুত্রদের আপন তনয়ের ন্যায় যত্ন করে, এজন্য সে ঝগড়া করিলেও তাহাকে দুর্গাবতী তাড়াইতে পারেন নাই। যতদিন দুর্গাবতীর পুত্র কন্যা হয় নাই, ততদিন তিনি ঝিকে মধ্যে মধ্যে তাড়াইয়া দিতেন বটে, কিন্তু সে দুই চারিদিন রাগ করিয়া অন্যত্র অবস্থানপূর্ব্বক আবার আসিয়া যুটিত। তাহার বিশেষ গুণ এই ছিল যে, কাহারও পীড়া হইলে বা কোন কাজ কর্ম্ম উপস্থিত হইলে সে বুক দিয়া খাটিত। দুর্গাবতীর গর্ভের সঞ্চার হইলে একদা তাঁহার সহিত ঝগড়া হওয়ায় সে গর্ব্বসহকারে

বলিয়াছিল, "এই যে গর্ভ হইয়াছে, উহা মতি ঝি না হইলে উদ্ধার পাইবে না।" ঝির নাম মতি, এজন্য দুর্গাবতী স্বামীর নাম লইতে না পারিয়া ফতু ঝি বলিতেন। মতি ঝির পূর্ব্বোক্ত গর্ব্বসূচক বাক্য শুনিয়া দুর্গাবতীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। এজন্য তিনি শাশুড়ীর অনুরোধ না মানিয়া প্রসবোন্মুখী হইলেই পিত্রালয়ে গমন করিয়াছিলেন। তথায় যাইয়া একটী কন্যারত্ন প্রসব করেন। কিন্তু স্বামীর আয় কম, কেহ কন্যা দেখিয়া কিছু বলে, এই ভয়ে সূতিকাগৃহে অযত্ন করিয়া কন্যাটীকে নিহত করেন। কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি ১০।১১ দিবস স্তন্য ও মাতার যত্ন না পাইয়া অকালে জীবন হারাইল। সংবাদ অবশ্য মতিলালের কিম্বা তাঁহার মাতার শুনিতে বাকী রহিল না। মতিলালের মাতা শুনিয়া কত আক্ষেপ করিলেন, "আহা, প্রথম সন্তান, ছেলে হউক, মেয়ে হইক, বাঁচিয়া থাকাই বাঞ্ছনীয়। এখানে প্রসব হইলে ও রকমটী হইত না। সেখানে বৌর মা নাই, সকলেই বেটা ছেলে, তারা আর কি কর্‌বে? আপনি যা করেচে, তাই শোভা পেয়েচে।"

দুর্গাবতীর ইহার পর দুইটী পুত্রসন্তান হয়, এই দুইটীই তাঁহার পিত্রালয়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। প্রথমটীকে তাহার দাদা মহাশয় আদরে "আবোল" বলিয়া ডাকিতেন। তাহার সেই

আবোল নামই প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তাহার ভাল নাম রাখিবার জন্য মতিলাল কত নাম বাছিয়াছিলেন, কিন্তু কোনটাই দুর্গাবতীর পশন্দ না হওয়াতে, তাহার আর অন্য নাম হইল না। এই পুত্র যখন আড়াই বৎসরের, তখন দুর্গাবতী পুনরায় গর্ভবতী হন। চারি পাঁচ মাস গর্ভধারণ করিলে, একদা রবিবারে পুরুষ মানুষ সকলের আহারাদি হইয়া গিয়াছে। দুর্গাবতী মেয়েদের সকলকে ও ঝিকে দালানে পরিবেশন করিয়া স্বয়ং রন্ধনগৃহে ভোজনে বসিয়াছেন। ইতিমধ্যে আবোল আসিয়া কোন বায়না লইয়া মতিঝির গলা ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল। নিষেধ করিলেও যখন শুনিল না, তখন মতিঝি কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়া কহিল, "ভাল জ্বালাতন করলি দেখিতেছি? বেলা তৃতীয় প্রহরে চারিটা খাইতে বসিলাম, তাহাতেও তুই বাদী হইলি?"

দুর্গাবতীর ক্রোধাগ্নি ইহাতে জ্বলিয়া উঠিল। ভোজন পরিত্যাগপূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া তিনি আবোলকে সকলের সমক্ষে যথেষ্ট প্রহার করিলেন। অধিকন্তু তাহার মুখ ধরিয়া দেয়ালের সহিত এমন ঘস্‌টাইয়া দিলেন, যে নাক ও মুখ দিয়া রক্তপতন হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মতিলালের মাতা ক্রোধবিকৃতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এমন পাহাড়ে মেয়েও কখন দেখি নাই, খুন করিতেও পিছ পা

নয়? অন্যায় কাজ কর্‌বেন, আর কাহারও কিছু বলিবার যো নাই, বলিলেই সে মন্দ হইল।"

দুর্গা। কাহারও কিছু বলিবার যো নাই, আপনারা কিছু বলিবেনই বা কেন? আমার ছেলে, আমি মারিয়াছি, তাহাতে আবার কথা কেন? ছেলের অন্যায় দেখ্‌লে শাসন কর্‌বে না ত কি আদর দিয়ে তার পরকালটা নষ্ট কর্‌বে?

মতি ঝি এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। শাশুড়ীর তিরস্কারের উত্তরে দুর্গাবতীকে প্রত্যুত্তর দিতে শুনিয়া সে আর মৌনাবলম্বন করিতে পারিল না। আহার ত্যাগ করিয়া সে বালককে ক্রোড়ে লইয়া দুর্গাবতীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আহা বালক! তাহাকে এমন মার? ও বৌটাকে দেখ্‌লে আমার শরীর জ্বলে যায়। বালককে যেমন করেচে, ওর মুখটা ধরে দেওয়ালে এই রকম রগড়ে রক্তপাত কর্‌লে আমার দুঃখ যায়। ছোট মুখে বড় কথা না বল্লে যে চলে না। ওরা না বলিয়ে ছাড়ে না।"

মতিলাল আহারাদি করিয়া একটু শয়ন করিয়াছিলেন। নীচে এইরূপ গোলযোগ শ্রবণ করিয়া ও আবোলকে মারা হইয়াছে শুনিয়া বড়ই বিরক্তি সহকারে তিনি বলিয়া উঠি-লেন, "এখানে থেকে অমন মারামারি করা বরদাস্ত হবে না। মারামারি করে, বাপের বাড়ী গিয়ে যেন করে, তাদের

আদরের মেয়ে, তারা সহ্য করবে, কিন্তু আমাদের ওরূপ ছেলে মায়া সহ্য হবে না।"

দুর্গাবতী এতক্ষণে মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য সর্পিণীর ন্যায় গর্জ্জন করিতেছিলেন। দুই বড় জা আসিয়াছেন, তাঁহাদের সম্মুখে তুমুল কাণ্ড করিতে সাহস হইতেছিল না। এক্ষণে স্বামীর এই বাক্য শুনিয়া আর মৌনাবলম্বন করিতে পারিলেন না, বলিতে লাগিলেন, "উঃ, বড় ভয় দেখায়, বাপের বাড়ী যাও, দিক্ না পাঠিয়ে, আমার বাপ উকীল, যেমন করে হয় চারিটী ভাত দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। এক চোখো, পরের দোষ দেখ্‌তে পায় না, কেবল আমারই দোষ দেখে বেড়ায়।"

মতি। চুপ করে থাক বল্‌চি, অমন বক্‌বক্‌ কল্লে ভাল হবে না।

দুর্গা। ভাল হবে না, ভাল না হয়, মন্দ হবে। বড় ভালর পেটের ভাল, ঝি বৌ দিয়ে আমাকে ঝাঁটা লাথি খাওয়াবে। সে সব বাসনা পূর্ণ হবে না। আমি যদি সতী হই, আর আমার সতীর পেটে যদি জন্ম হয়ে থাকে, তা হলে কখনই পূর্ণ হবে না। এই দুটো গিয়াছে, আরও যাবে, এখনই হয়েচে কি?

মতি। বেরো বল্‌চি আমাদের বাড়ী থেকে, অমন বৌ রেখে কাজ নাই। ওর যেখানে খুসী সেইখানে যাক্‌, যেখানে ওর ভাল লোক আছে, সেখানেই চলে যাক্‌।

আস্পর্দ্ধা দেখ, মুখ বাড়তে বাড়তে বেড়েই চলেচে ? ওকে জব্দ করে দিয়ে তবে ছাড়বো।

দুর্গা। বের করে দেবে বৈ কি ? এমন মূর্খের হাতেও বাবা আমাকে ধরে দিয়েছিলেন। বের করে দিলেই হল, দিয়ে দেখুক, আমার বাপও উকীল, তখন একবার দেখা যাবে, আসুক না বার করতে। আমাকে জব্দ করবে। আমি জব্দ হব না। আমার এই রকমই যাবে, না পোষায় আমাকে পাঠিয়ে দিক্।

মতিলাল প্রকৃতই বড় উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। স্ত্রীর মুখে এতাদৃশ অপমানসূচক বাক্য, তদুপরি মৃত ভ্রাতৃদ্বয়ের উল্লেখ করিয়া আরও মরিবার বাসনা প্রকাশ করিয়া অভি-সম্পাত, মতিলালের অসহনীয় হইয়া উঠিল। এতাদৃশী স্ত্রী লইয়া, সংসার নির্ব্বাহ করা বিড়ম্বনা মাত্র। কোপে, দুঃখে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, প্রবল দুঃখাবেগে তিনি মনে করিলেন,

"Of all the blessings on this earth the
best is a good wife,
A bad one is the bitterest curse of human
life"

সচ্চরিত্রা হলে স্ত্রী, বড় সুখী নর ;
কোপনা হইলে পর, তার চেয়ে দুঃখতর,
হতভাগ্য নাহি নর এই ধরাপর।

এইরূপ মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে মতিলাল বহির্ব্বাটী গমন করিলেন। অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয়ে তিনি শ্বশুরকে একখানি পত্র লিখিয়া ডাকে ফেলিয়া দিলেন। পত্রখানির মর্ম্ম এই ঃ—"আপনার কন্যাকে এখান হইতে লইয়া যান। সে পুনরায় গর্ভবতী হইয়াছে। গর্ভবতী হইলেই তাহার স্বভাব উগ্রভাব ধারণ করে। তখন কাহাকেও মর্ম্মভেদী কথা বলিতে তাহার দ্বিধা হয় না। এরূপ স্বভাব আমাদের অসহ্য হইয়াছে। না লইয়া গেলে যদি কোন বিভীষিকা কাণ্ড হয়, আমি তজ্জন্য দায়ী নহি; ইতি।"

মতিলালের শ্বশুর পত্র পাইয়াই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন। ভ্রাতাকে দেখিবামাত্র দুর্গাবতী তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গেলেন। তথায় পরামর্শ স্থির করিয়া ভ্রাতাকে গাড়ী আনিতে বলিয়া নিজে বস্ত্রাদি সজ্জিত করিতে লাগিলেন। পুত্র আবোলকে ডাকিয়া কহিলেন, "আবোল! এস তোমাকে জামা কাপড় পরাইয়া দিই। চল মামার বাড়ী যাবে।"

আবোলকে দুর্গাবতী যখন তখন মারিতেন বলিয়া সে ঠাকুরমার শরণাগত হইয়াছিল। ঠাকুরমা যাহা দিতেন, তাহাই খাইত, ঠাকুরমার নিকট শয়ন করিত, ঠাকুরমার কথাই শুনিত। অধিক কি ঠাকুরমাকে "মা" বলিয়া ডাকিত, আর দুর্গাবতীকে "সেজ মা" বলিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুর্গাবতীকে পিত্রালয়ে যাইবার উদ্যোগী দেখিয়া মতি-লালের মাতা আবোলকে ডাকিয়া কহিলেন, "আবোল আমার মাণিক! তুমি মামার বাড়ী যেও না। গেলে বাবা রাগ কর্‌বে, আর সেখানে সকাল বেলা চা বিস্কুট খেতে পাবে না।

আবোল। না মা! আমি সেজ মার সঙ্গে যাব না। সেজ মা আমাকে যে মারে?

ঠা, মা। হাঁ, যেও না, তুমি খেলা কর গিয়ে।

ইতিমধ্যে দুর্গাবতী পুনরায় আবোলকে ডাকিয়া কহিলেন, "এস বাবা! তোমাকে জামা কাপড় পরিয়ে দিই। মামা গাড়ী আন্‌তে গিয়েছে, আমরা গড় গড় কর্‌তে কর্‌তে চলে যাব এখন।"

আবোল। হাঁ, তুমি আমাকে যে মার, আমি তোমার সঙ্গে যাব না। সেখানে গেলে ত আমি সকালে চা বিস্কুট খেতে পাব না? আর গেলে, বাবা রাগ কর্‌বেন।

দুর্গাবতী জানিতেন,আবোল শাশুড়ীর বশতাপন্ন, সুতরাং তাহাকে বেশী জেদ্ না করিয়া নিজেই উদ্যোগী হইলেন। গাড়ী উপস্থিত হইলে দুর্গাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে শাশুড়ীকে কহিলেন, "মা, আমি চলিলাম। যাই, তাতে দুঃখ নাই; কিন্তু আমার সর্ব্বস্বধন রাখিয়া দিলেন, দিয়া এমনি করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, ইহাতে আমার হৃদয় পুড়িয়া ছারখার

হইতেছে। যদি বুক চিরিয়া দেখাইবার হইত, দেখাইতাম,” এই বলিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিলেন।

মতিলালের মাতার মন পুত্রবধূর কাতরোক্তিতে গলিয়া গেল, তথাপি হৃদয়বেগ সংযম করিয়া কহিলেন, “আমি কি করিব মা! কার দোষ দিবে বল, তোমার আপন দোষে ডুব্‌লো তরী। তুমি ত কাহারও কথা শুনিবে না, মানিবে না, তুমি হাম্‌ বড়।”

গাড়ী প্রস্তুত; দুর্গাবতীর ভ্রাতা কহিল, “গাড়োয়ান বকাবকী করিতেছে, শীঘ্র এস।” তখন দুর্গাবতী পুত্রের দাড়িতে হস্ত দিয়া চুম্বন করিলেন, এবং ভ্রাতার সঙ্গে গাড়ী করিয়া প্রস্থান করিলেন।

দুর্গাবতী চলিয়া গেলে সৌদামিনী, শরৎকুমারী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি সকলে কহিলেন, “বাবা! এ বৌ সব কর্‌তে পারে। ঠাকুরপো পাঠিয়ে দিয়ে ভালই করেচেন, তা না হলে, কি জানি আত্মহত্যাই বা করিত, আর তা না হয়, আপনাকে জব্দ করিবার জন্য ঠাকুরপোকে বিষ খাওয়াইয়া মারিত; ওর শরীরে দয়া মমতা নাই। মায়ার লেশমাত্র থাকিলে দুগ্ধপোষ্য কোলের ছেলে ফেলে যেতে পারতো?

মতিলালের মা শুনিয়া অবাক্‌ হইয়া রহিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আমাদের ক্ষমতা কি ?

দুর্গাবতী চলিয়া গেলে বাটীর সকলে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। হীরালাল এতদিন কি মনোদুঃখে ছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। মতিলালের সংসার এক্ষণে প্রকাণ্ড হইয়া পড়িয়াছে। সৌদামিনী ও শরৎকুমারী স্ত্রীলোক, তাহারা ত চিরকালই পরের অধীনে থাকিবে, কিন্তু হীরালাল পুরুষ মানুষ। বিশেষতঃ মতিলালের বড়, তিনি যে স্ত্রীসমভি-ব্যাহারে ছোট ভ্রাতার অধীন হইয়া আছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে বড় লজ্জার বিষয় হইয়াছে। তাহার উপর মতিলালের স্ত্রীর কলহে তিনি একরূপ উদ্ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ভ্রাতাকে সাহায্য করিতে পারেন না বলিয়া তিনি ম্রিয়মাণ হইয়া থাকেন। বাটীতে সকলেই আপনার লোক, কিন্তু তথাপি তিনি চোরের ন্যায় আসিয়া দুটী আহার করিয়া যান। প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত তিনি গঙ্গার ঘাটেই থাকেন। যতই তাঁহার কষ্ট হইতেছে, যতই তাঁহার লজ্জা

বোধ হইতেছে, যতই মনোদুঃখ উৎপন্ন হইতেছে, ততই তিনি একান্তচিত্তে চণ্ডীপাঠে ও চণ্ডীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন। দেবী অবশ্যই দয়া করিবেন, এই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। যদিও স্বদেশে দুর্গোৎসব পূজার সময় দেবীর রোষ তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন, তথাপি সে ক্রোধ তাঁহার নিজের উপর নহে, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। যাঁহাদিগের দোষে দেবী ক্রুদ্ধা হইয়াছিলেন, দেবী তাঁহাদিগকে শাস্তি দিয়াছেন, সুতরাং হীরালাল তজ্জন্য দুঃখিত নহেন। বাহিরের লোকে বুঝিল, জ্যোতিলাল ও কিশোরীলাল যেমন দেবীর অপমান করিয়াছিলেন, তেমনি মরণরূপ শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু হীরালালের ধারণা অন্যরূপ। তিনি বুঝিলেন, দেবদ্বেষীদিগের শাস্তির নিমিত্ত দেবী তাহাদিগের আত্মাকে দেহপিঞ্জর হইতে পৃথক্ করিয়া লইলেন। পার্থিব দেহ ধারণ করিয়া পার্থিব সুখভোগে হীরালাল লিপ্সু নহেন; যাহাতে তিনি পার্থিব সুখদানে ক্ষমতাপন্ন হন, তজ্জন্যই লালায়িত। তিনি জানিতেন অদ্য হউক, কল্য হউক, মাটীর দেহ মৃত্তিকাসাৎ হইবে, এজন্য শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়াও যাহাতে আত্মার শুদ্ধি সম্পাদন হয়, নিজের আত্মা অন্যান্য জীবাত্মার সহিত পরিচিত হইতে পারে, তিনি তদ্বিষয়ে যত্নবান্। বৈকালে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গার ঘাটে উপবেশনপূর্ব্বক পরমার্থধ্যানে নিযুক্ত থাকেন, পরে সন্ধ্যা-

কালে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া কালীঘাটে মাতার মন্দির প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বাটী আগমন করেন।

এইরূপে চারি মাস অতীত হইল। এক দিবস দুর্গাবতীর নিকট হইতে মতিলালের নামে একখানি পত্র আসিল। মতিলাল তখন আপিসে, এজন্য রাজলক্ষ্মী, শরৎকুমারী প্রভৃতি সকলে পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে লেখা আছে :—"আমার শরীর অতিশয় খারাপ। যে পুত্র বা কন্যা উদরে আসিয়াছেন, তিনিই বোধ হয়, আমাকে লইয়া যাইবেন। আমার সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া পড়িয়াছে। উঠিবার হাঁটি-বার আর ক্ষমতা নাই। এই শেষ অবস্থায় একবার তোমাকে দেখিয়া মরিতে পারিলে জীবন সার্থক মনে করিব, ইতি।"

মতিলাল আপিস হইতে বাটী আসিলে রাজলক্ষ্মী পত্র-খানি মতিলালকে দিলেন। মতিলাল পত্রখানি পাঠ করিয়া কোন কথাই বলিলেন না। দুর্গাবতী যে এত করিয়া পত্র দিয়াছেন তদ্বিষয়েও মনোযোগী হইলেন না। ভ্রাতৃবধূরা সকলেই উপরোধ করিলেন, "আহা, ছোট বউ এত করে পত্র দিয়েছে, একবার না হয় দেখে এস।"

মতি। পত্র দ্বারাই বোঝা যাইতেছে, অর্থ-কষ্ট হইয়াছে। আর কিছু দিন যাক্ না, দেখ্‌বে কত পত্র আস্‌বে। বাপ উকীল, তাই কত গৌরব, কিন্তু এ দিকে 'অন্তভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ.

দুর্গাবতীর কোপন স্বভাবই সকল অনর্থের মূল। তিনি ঝগড়া বিবাদ করিয়া এখান হইতে পিত্রালয়ে গমন করিলেন বটে, কিন্তু সেখানে গিয়াও তাঁহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল না। প্রথমতঃ ভ্রাতাদিগের সঙ্গে এবং তৎপরে পিতার সঙ্গেই বিবাদ আরম্ভ করিলেন। এখানে যেমন মতিলাল-আনীত কোন দ্রব্যই দুর্গাবতীর পশন্দ হইত না, সেখানেও তদ্রূপ ভ্রাতারা কিম্বা পিতা কোন দ্রব্য আনিয়া দিলে, "এ ছাই পাঁশ, এ আবার আনিবার জন্য কে বলিয়াছিল?" ইত্যাদি মধুবর্ষণ করিতেন। এই প্রকারে দুর্গাবতীর সঙ্গে ভ্রাতাদিগের ও পিতার বিবাদ উপস্থিত হইল, সুতরাং দুর্গাবতী আর তাঁহাদিগের দত্ত অর্থ বা কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতেন না। সেখানেও সময়ে সময়ে অনাহারে দিন কাটিয়া যাইত। পিতা হাজার বলিলেও শুনিতেন না, এজন্য তাঁহারা আর এক্ষণে দুর্গাবতীর ক্রোধ উপশমের জন্য চেষ্টা করিতেন না। ফল কথা—পিত্রালয়ও দুর্গাবতীর কারাগার সমান বোধ হইতে লাগিল; এবং এই জন্যই মনঃকষ্টে মতিলালকে পত্রখানি লিখিলেন। যখন দেখিলেন মতিলাল পত্র পাইয়াও কোন প্রত্যুত্তর দান করিলেন না, তখন আপনিই তাঁহার ক্রোধ প্রশমিত হইল। কিন্তু যাহার স্বভাব কোপন, সে কতদিন চুপ করিয়া থাকিতে পারে? মাসাতীত হইতে না হইতেই পুনরায় বিবাদ বিসম্বাদ আরম্ভ হইল। তখন মতি-

লালের নিকট দুর্গাবতীর দ্বিতীয় পত্র আসিল। দুর্গাবতীর একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে, তিনি সূতিকাগৃহ হইতে বহির্গত হইয়াই পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেখানিও রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি খুলিয়া পাঠ করিলেন। সে পত্রখানিতে এইরূপ লেখা ছিল :—"আমি তোমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার কোন উত্তর দিলে না। যদি এ অভাগিনীকে ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাক, তাহা করিতে পার, কিন্তু আমার গর্ভে তোমার যে সোনার চাঁদ পুত্রটী হইয়াছে, তাহাকে কি দোষে ত্যাগ করিবে? আমাকে তুমি না দেখিতে পার, আমার কষ্টে তোমার কষ্ট অনুভব না হইতে পারে, কিন্তু অভাগিনীর গর্ভ হইতে যে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাহার কষ্ট ত উপেক্ষা করিতে পারিবে না। তাহার জন্য অন্ততঃ গোটা চারেক জামা পাঠাইয়া দিবে, আর যদি তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা কর, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজেই তাহা লইয়া আসিবে। আমার শরীর পূর্ব্বেকার অপেক্ষা একটু ভাল আছে জানিবে। বালক ভালই আছে, ইতি।"

এই পত্র পাঠ করিয়াও মতিলাল কোন কথাই বলিলেন না। মতিলাল ভ্রাতৃময়-জীবন ছিলেন। তাঁহার দুই ভ্রাতা দেবীর রোষবশতঃই হউক বা স্বাভাবিক উপায়েই হউক প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। কেবলমাত্র হীরালাল জীবিত।

তাঁহার জন্য মতিলালকে কোনই কষ্ট পাইতে হয় না। তাঁহাদের দুইজন দুই সন্ধ্যা চারিটী আহার করেন মাত্র। ইহাই যখন দুর্গাবতীর সহ্য হইল না, তখন সে স্ত্রীর সহিত মতিলালের প্রণয় থাকাই অসম্ভব। বরং দাদার ধর্ম্মে মতি দেখিয়া মতিলালের তৎপ্রতি ভক্তি আরও প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। দেশের বাটীতে ছাগপশু বলিদানের ব্যাঘাত হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক মতিলাল বুঝিলেন, দাদার ঠাকুরের উপর ভক্তি আন্তরিক। এরূপ অচলা ভক্তি এখনকার কালে প্রায়ই দেখা যায় না। যে দাদা, সাংসারিক কোন কার্য্যে লিপ্ত নাই, জপ, তপ, আরাধনা যাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, সেই দাদার প্রতি দুর্গাবতীর অত্যাচার স্মরণ করিয়া স্ত্রীর উপর মতিলালের একেবারে অশ্রদ্ধা হইয়াছে। তিনি বলেন, "যে স্ত্রীলোক পাঁচজনের সঙ্গে একত্র বাস করিতে না পারিল, তাহার সংসর্গে থাকিলে নিশ্চয়ই কষ্ট পাইতে হইবে।" এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি ভ্রাতৃবধূদিগের ও মাতার অনুরোধ সত্ত্বেও স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন নাই।

হীরালাল প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাহ্নিক ও ধর্ম্মকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও সর্ব্বদাই দুর্গাবতীর ভয়ে শঙ্কিত থাকিতেন। একে ছোট ভ্রাতার অন্নধ্বংস করিতেছেন, তাহার উপর ছোট ভ্রাতার স্ত্রীর এতাদৃশ আচরণে তিনি শান্তি পাইতেন

না। তিনি সায়ং সন্ধ্যায় কেবল দেবীর নিকট নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া এই বিষম বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে বলিতেন। এই প্রকারে বৎসরাবধি গত হইয়া গেলে এক দিবস হীরালাল রাত্রিকালে শয়ন করিতে গিয়াছেন, রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে কহিলেন, "তোমার নিজের চাকুরী বাকুরী কিছুই নাই এবং চাকুরী বাকুরী করিবে না ইচ্ছা করিয়াছ, তখন আমাকে এখানে আনিলে কেন? রোগেরও ত কোন প্রতীকারের উপায় দেখিলে না, তাহা হইলেও না হয় বাটী গিয়া থাকিতে পারিতাম। এখানে ত ছোট বৌর হাঙ্গামে তিষ্ঠানই ভার হইয়াছে। তাহার আবার পুত্রসন্তান হইয়া বৎসরাবধি হইল এখানে আসে নাই। এইবার বোধ হয়, শীঘ্র আসিবে। তখন কি হইবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।"

হীরা। আমি কি কিছুই বুঝিতে পারি না, তুমি মনে ভাব? আমাদের ক্ষমতা কি? ভাবিয়া কি করিব? সকলই মা জগদম্বার হাত।

রাজ। তোমাকে কিছু বলিলে ত তুমি জগদম্বার দোহাই দিয়া থাক, কিন্তু নিজে উদ্যোগী না হইলে মা জগদম্বা কি স্বয়ং তোমার অভাব মুক্ত করিবেন, না তোমার উপর দয়া করিয়া আমার পীড়া আরোগ্য করিয়া দিবেন? না সত্যি, আমার রোগটার যা হয় একটা কর, তাতে উপকার হয়, ভাল,

আর না হয়, আমি যদি বাড়ী গিয়া থাকি, তাহা হইলে একাকী তুমি থাকিলে ছোট বৌ আর তত ক্ষেপা হইবে না।

হীরা। আর কয়েক দিন দেখি, মার ইচ্ছায় একটী সন্ন্যাসী ঔষধ দিবেন বলিয়াছেন। তিনি কি করেন দেখিয়া তোমাকে বাড়ী রাখিয়া আসিব।

রাজ। তবেই হয়েচে, সন্ন্যাসী ঔষধ দিবে, তাহাতে এই উৎকট রোগ আরাম হবে!

হীরা। কেন? দৈবে কি তোমার বিশ্বাস হয় না? এমন সন্ন্যাসী আছেন, যাঁদের কথায় বা দৃষ্টি মাত্রেই রোগ আরাম হয়। দৈবের চেয়ে বল আর নাই। আর দৈবটাই বা কি? মায়ের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। আমাদের বাড়ীর ঘটনাগুলো কি ভুলে গেলে?

রাজ। তোমাদের বাড়ীতে আর কি হয়েছিল? একটা পাঁটা বেধে গিয়েছিল। অমন অনেক স্থানে অনেক বেধে গিয়ে থাকে। তাতে আর দৈব কি?

হীরা। আর ঐ রকম চণ্ডীমণ্ডপ জুড়িয়া ভূমিকম্পও সর্ব্বত্র হইয়া থাকে? কোন স্থানে ভূমিকম্প নাই, চণ্ডীমণ্ডপ সহসা কাঁপিয়া ফাটিয়া যায় কেন? কেনই বা ঠাকুর ঝুঁকিয়া পড়েন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেখিতেছ না, আর সে চণ্ডীমণ্ডপে দেবীর অবির্ভাব হইল না।

রাজ। চণ্ডীমণ্ডপ কাঁপাটা একটু আশ্চর্য্য বটে, আর

তার পরেই বড় ঠাকুর ও মেজ ঠাকুর যে গেলেন, তাহাও আশ্চর্য্য।

হীরা। ঐ রকম সকলই আশ্চর্য্য। কি দোষে কখন কি ঘটে, তাহা আমাদের বুঝিবার ক্ষমতা নাই। একটা ঘটনা হইলে তাহার চাক্ষুষ কোন ফল দেখিলে বলি, ইহা হইতেই ইহা ঘটিল। কিন্তু আবার যদি কোন ঘটনা আমাদের নজরে না পড়ে, তখন আমরা বলি ও সব মিছা ধারণা। কিন্তু যাঁহারা ঘটাইবার কর্ত্তা ও কর্ত্রী, তাঁহারাই জানেন কি দোষে কি শাস্তি হইল। তুমি যতই কেন উড়াইয়া দেও না, ইহা জানিও, ধর্ম্মপথে থাকিলে মানবের ঐশ্বরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আর যাহারা অধর্ম্মপথে চলে, তাহাদের পাশবিক ক্ষমতাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই দেখ, আমি ত সামান্য মানুষ, ছোট বৌমার এই সকল ঘটনা দেখিয়া আমারই বোধ হইতেছে, এ বাড়ীতে ভয়ানক একটা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে।

হীরালালের বাক্যে রাজলক্ষ্মীর বড় বিশ্বাস হইল না, এজন্য তিনি কহিলেন, "আচ্ছা সে যাহা হয় পরে হবে, এক্ষণে বল দেখি তুমি এমনি করেই কি জীবন কাটাবে? যদি আমাদের দুটা একটা ছেলে থাকতো, তা হলে কি হতো বল দেখি! তুমি যদি কিছু কিছু করে এনে সংসারে দিতে পার, তা হলে আর এমন করে লাঞ্ছনার ভাত খেতে হয় না।

হীরা। আবার সেই কথা পাড়্‌লে? আমি ত বলিয়াছি, আমরা চেষ্টা করিয়া কিছুই করিতে পারি না, মা জগদম্বা না দিলে কাহার সাধ্য আমাকে দিতে পারে? দেখিতেছ না, কত ধনী নির্ধন হইতেছে ও কত নির্ধন একরাত্রে ধনবান্‌ হইতেছে? এ সকলই জগদম্বার হাত। তিনি আমার দুঃখকে যবে প্রকৃত দুঃখ বলিয়া বুঝিবেন, তখন তিনি অবশ্যই দিবেন। ছেলে পিলের কথা বলিতেছ, সেই ছেলে পিলের কথা লইয়াই দেখ না। যখন ছেলে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে কি খাইতে পারে?

রাজ। কেন, সে দুধ খায়। তবে মায়ের মাইতে দুধ থাকে ত তাই খায়, আর তা না হলে গরুর দুধ খায়।

হীরা। তার মার মাইতে দুধ আসে কেন? সে খাবে বলেই ত? এ দুধের সংস্থান তার জন্যে কে করে? জগদম্বা। তিনি ছেলেটীর বেলায় যেমন তার সংস্থান করেন, বড়র বেলায়ও তেমনি বড়র সংস্থান করেন।

রাজলক্ষ্মী হার মানিয়া শয়ন করিলেন। উভয়ে অচিরে গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইলেন। রাত্রি শেষে হীরালাল স্বপ্ন দেখিলেন। তাঁহার বোধ হইল, কে যেন তাঁহার নাম গ্রহণ-পূর্ব্বক বলিতেছেন, "হীরালাল! তোমরা স্বামী স্ত্রীতে যে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলে, তাহা আমি সমস্ত শুনিয়াছি। তুমি বড় কষ্টে অন্নগ্রহণ করিতেছ, তাহাও আমি জানি। তোমার

ভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য আমি এতদিন তোমাকে দেখা দিই নাই। তুমি যেরূপ তন্ময় হইয়া আমার পূজা কর, তাহার জন্যই আমি তোমার উপর তুষ্ট। তাহার উপর তোমার স্ত্রীর নিকট অদ্য যে সকল কথা বলিলে, তাহা শ্রবণ করিয়া আমি তোমার ভক্তির গভীরতা বুঝিয়াছি। তোমার দুঃখের অবসান হইয়া আসিয়াছে এবং তোমার স্ত্রীরও রোগের প্রতীকার আশু সাধিত হইবে। কিন্তু সাবধান, যেন কুলোকের পরামর্শে ভুলিও না। এক্ষণে উঠ, উঠিয়া আমার চরণ দর্শন কর।" হীরালাল শুনিবামাত্র বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন গৃহের কোণে কৃষ্ণবর্ণা, লোলজিহ্বা, পরিহিত-নরহস্তমালা, শবমুণ্ডমালা গলে দেবী সব্যহস্তে খড়্গ ও নৃমুণ্ড ধারণ করিয়া বরাভয়প্রদ দক্ষিণ বাহুদ্বয় উত্তোলিত করিয়া যেন তাঁহাকে অভয়দান করিতেছেন। দেখিয়াই হীরালালের চক্ষুর্ভ্রম বলিয়া জ্ঞান হইল, এজন্য দুই হস্তদ্বারা চক্ষু মুছিয়া পুনরায় সেই মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পূর্ব্বের ন্যায় সেই মূর্ত্তি বিরাজিত দেখিয়া হীরালাল তক্তপোষ হইতে ভূমিতে অবতরণপূর্ব্বক সেই মূর্ত্তির চরণকমলে বিলুণ্ঠিত হইলেন। সেই ঘনান্ধকার গৃহে অধিকতর অন্ধকার বিশিষ্ট কোণৈকদেশে উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণা দেবী দণ্ডায়মানা। গৃহের গাঢ় অন্ধকারেও তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ সর্ব্বাঙ্গই লক্ষিত হইতেছিল। দেবী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি হইলেও হীরালালের নিকট

প্রসন্নবদনা বলিয়া বোধ হইল। সুতরাং তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার ভয়ের লেশমাত্রও হইল না। হীরালাল দেবীর চরণতলে উপবিষ্ট। তাঁহার বাক্‌শক্তি নাই। অনবরত দুনয়ন দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। অনেকক্ষণ পরে দেবী কহিলেন, "হীরালাল! তুমি কায়মনোবাক্যে আমার পূজা করিয়া থাক, এ কারণ আমি তোমাকে দর্শন দিয়া তোমার দুঃখ বিমোচন করিতে আসিয়াছি। তুমি ধর্ম্মপথে আছ বলিয়া তোমার অমানুষী ক্ষমতা হইতেছে; কিন্তু এ ক্ষমতা কর্ম্মসাপেক্ষ। যতই কর্ম্মকাণ্ডে অগ্রসর হইবে, ততই এই ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবে। তোমার স্ত্রীর রোগও আরোগ্য হইবে, তবে এজন্য তোমাকে একটু আয়াস পাইতে হইবে। আমার সেবকের সাহায্যে সত্বরই উহা আরোগ্য হইয়া যাইবে এবং তোমার স্ত্রীর গর্ভে তোমার একটী পুত্রসন্তান হইবে।"

এতক্ষণের পর হীরালালের এটু সাহস হইল। সুতরাং তিনি করযোড়ে কহিলেন, "মা! তা হলেই ত আমি পুনরায় সংসারে লিপ্ত হইলাম, তবে কি আমার উদ্ধার নাই?"

দেবী। আমার সেবকের প্রসাদে তোমাকে আর সংসারে লিপ্ত হইতে হইবে না। অপুত্রক হইলে লোকের পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ হয় না, এজন্য তুমি ধর্ম্মপথে থাকিয়াও অপুত্রক হেতু যে নিরয়গামী হইবে তাহা হইতে পারে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এতদূর কথা বার্ত্তা হইয়াছে এমন সময়ে রাজলক্ষ্মী এ পাশ ওপাশ করিয়া অঙ্গমোড়া দিতে লাগিলেন, অমনি সেই অপ্রতিম দেবীমূর্ত্তি হীরালালের নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হীরালালের সাহায্য।

রাজলক্ষ্মী দুই একবার অঙ্গমোড়া দিয়াই পতিকে শয্যা পার্শ্বে না দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। হীরালালকে মেঝিয়ার উপর করযোড়ে উপবিষ্ট দেখিয়া বিস্মিতা হইয়া কহিলেন, "তুমি কি সত্য সত্যই পাগল হইলে? রাত্রি দুই প্রহরের পর উঠিয়া করযোড়ে মেঝিয়ার উপর বসিয়া আছ?"

হীরালাল দেবীমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া তন্ময় হইয়া সেই করযোড়েই বসিয়াছিলেন। রাজলক্ষ্মী যে শয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক উঠিয়া বসিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। এক্ষণে রাজলক্ষ্মীর বাক্যে তিনি চমকিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তখন রাত্রিশেষে প্রফুল্ল চন্দ্ররশ্মি বাতায়নের ভিতর দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া প্রকোষ্ঠটীকে এরূপ আলোকিত করিয়াছে যে, দ্রব্যাদি অস্পষ্ট চিনিতে পারা যায়। হীরালাল উঠিয়া পত্নীপার্শ্বে শয্যাদেশে উপবিষ্ট হইলেন। রাজলক্ষ্মী সেই অস্ফুটালোকে দেখিলেন, পতির নয়নযুগল দিয়া ধারা বিগলিত হইতেছে। তখন তিনি

তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি কাঁদিতেছ? তোমার কি হইয়াছে? আমি ত তোমাকে এমন কিছুই বলি নাই, যাহাতে তোমার মনঃকষ্ট হইতে পারে। আমি ত কখনই তোমার প্রতি রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করি না। তুমি কাজ কর্ম্ম কর না, তন্নিবন্ধন যত কষ্ট হউক না কেন, সকলই ত সহ্য করিয়া থাকি। তোমার কথার উপর আস্থা করিয়াই ভাবি, মা জগদম্বা সত্য সত্যই কি আমাদিগকে এই প্রকারে রাখিবেন?"

হীরা। না, তোমার কথায় কাঁদিব কেন? আর আমি কাঁদিতেছি তোমাকে কে বলিল?

রাজ। না কাঁদিলে তোমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে কেন? দুর্গাবতী আসিবে, পুনরায় লাঞ্ছনাবাক্য শ্রবণ করিতে হইবে ভাবিয়াই কি তোমার কষ্ট অনুভব হইতেছে?

হীরা। বৌমার কথা কি আমি গ্রাহ্য করি? তিনি যা বলেন, তাঁর স্বভাবের কার্য্য করেন, আমি তাহাতে অণুমাত্রও বিচলিত হই না।

রাজ। তবে তুমি কাঁদিতেছ কেন, বল না?

হীরা। আমি কাঁদি নাই।

রাজ। কাঁদ নাই ত তোমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে কেন? তোমার চক্ষে যে জল দেখিলে আমার প্রাণ ফাটিয়া যায়। আমার কন্যাটী গিয়াছে, তাহাতেও আমার যে কষ্ট

না হয়, তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার তদপেক্ষাও অধিকতর কষ্ট বোধ হয়। আমার মা নাই, বাপ নাই, পুত্র কন্যা নাই, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব ; তাই তোমার কষ্ট আমার কোন ক্রমেই সহ্য হয় না। ছোট বউ যখন অপমানের কথাগুলা বলে, তখন ইচ্ছা হয়, তোমাকে লইয়া স্থানান্তরে যাই। কিন্তু আবার ভাবি, রাগের বশীভূত হইয়া বাহির হইয়াই বা কি করিব? তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ, তাহারও ক্ষতি, আমার আমার পীড়ারও আর কোন উপায় হইবে না।

রাজলক্ষ্মী এতদূর বলিয়াছেন, এমন সময়ে হীরালাল সম্যক্ প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন তিনি রাজলক্ষ্মীকে কহিলেন, "রাজলক্ষ্মী। আমি কাঁদি নাই, তবে যে জন্য আমার চক্ষু দিয়া জল বাহির হইতেছিল, তাহা বলিতেছি শুন। তোমাকে বলিলেও আমার কতকটা শান্তি হইবে।" এই বলিয়া তিনি নিজের স্বপ্নবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক ব্যক্ত করিলেন; কিন্তু নিজের পুত্র হইবে, সে কথা আর প্রকাশ করিলেন না। হীরালালের স্বপ্নবৃত্তান্ত ও দেবীর আবির্ভাবের বিষয় অবগত হইয়া রাজলক্ষ্মী বিস্মিতান্তঃকরণে কহিলেন "আমিও স্বপ্ন দেখিয়া জাগ্রত হইলাম, তোমাকে বলিব মনে করিয়া বিছানায় হাত দিয়া দেখি তুমি নাই, তাই উঠিয়া বসিলাম, পরে তোমার নয়নজল দেখিয়া আর তাহা বলিতে ভুলিয়া গেলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হীরালাল শুনিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "তুমি কি স্বপ্ন দেখিয়াছ? বল দেখি শুনি।"

রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "তোমার সহিত এতক্ষণ কথা বার্ত্তা কহিয়া আমি স্বপ্নটা অনেক ভুলিয়া গিয়াছি। সেরূপ স্পষ্ট আর স্মরণ নাই। তথাপি আমার বোধ হইতেছে যেন আমি স্বপ্নে দেখিলাম, একটী পুত্র প্রসব করিয়াছি। তাহাতে আমার আনন্দ না হইয়া দুঃখই হইল। পরের গলগ্রহ হইয়া দুজন ছিলাম, এক্ষণে তিন জন হইলাম। অত্যন্ত দুঃখবোধ হওয়ায় মা কালীকে যেন ধিক্কার দিয়া কহিলাম, "মা! যাহাদের উদরান্নের সংস্থান নাই, তাহাদের গৃহে এ বংশবিস্তার কেন? ছেলেই বা কি খাইবে, আর আমরাই বা কি খাইব? আমার মুখ দিয়া এই বাক্য বহির্গত হইবামাত্র যেন আকাশবাণী হইল, "পুত্র হইয়াছে বলিয়া তোমাকে দুঃখ করিতে হইবে না। যাহার পুত্র, সেই আহার দিবে। আমার সেবকের কৃপায় তোমার স্বামীর কোন দুঃখ থাকিবে না।" আকাশবাণী শুনিয়া আমি যেন স্তম্ভিত হইলাম। মনে হইল আমার কথা আবার কে শুনিল যে, তাহার উত্তরে এই সকল বিষয় জানাইলেন? এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া আমি পুত্রক্রোড়ে করিয়া যেন তোমার অনুসন্ধানে বহির্গত হইলাম। তোমার অনুসন্ধানে অনেক স্থান ভ্রমণ

করিয়া দেখিলাম, কলিকাতার অদূরবর্ত্তী কোন স্থানে একটী মন্দিরাভ্যন্তরে তুমি ধ্যানে নিমগ্ন। তোমার সম্মুখে মা কালী চতুর্হস্ত বিস্তারপূর্ব্বক দণ্ডায়মান আছেন। বাহিরে লোকে লোকারণ্য। আমি তোমাকে তদবস্থ দেখিয়া আর কিছুই না বলিয়া চলিয়া আসিব, কিন্তু এই লোক-সমুদ্রের মধ্য দিয়া কিরূপে বহির্গত হইব ভাবিয়া ব্যাকুল হইলাম এবং নিদ্রাভঙ্গ হইয়াই তোমার অনুসন্ধানে বিছানায় হস্ত চালনা করিয়া দেখিলাম। তৎপরে তোমাকে বিছানায় না দেখিয়া উঠিয়া বসিলাম।"

হীরালাল রাজলক্ষ্মীর স্বপ্নবৃত্তান্ত অগবত হইয়া পুত্রপ্রাপ্তি বিষয়ে উভয়ের স্বপ্নই একরূপ জানিয়া কহিলেন, "দেখ, রাজলক্ষ্মী! আমিও তোমাকে একটী কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মা আমাকে যে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহার মধ্যে "পুত্র হইবে" এই কথা তিনিও আমাকে বলিয়াছিলেন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে বলিলাম, "মা আমাকে পুনরায় সংসারে লিপ্ত করিবেন? তবে কি আমার উদ্ধার নাই?" তিনি কহিলেন, "আমার সেবক-প্রসাদে তোমার মঙ্গলই হইবে। পুত্রজন্ম না হইলে পুন্নাম নরক হইতে তুমি কি প্রকারে উদ্ধার হইবে?"

রাজ। ওমা, এ সব কি তবে? পুত্রপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তুমিও স্বপ্ন দেখিয়াছ, আমিও দেখিলাম। কে খাওয়াইবে

কে লালন-পালন করিবে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে আকাশ-বাণী দ্বারা আমাকে জানাইল। এত বড় অদ্ভুত! এমত অদ্ভুত ব্যাপারও আমি কখন শুনি নাই।

এ দিকে পক্ষিগণের কলরবে ও জ্যোৎস্না অস্তে ধরণী পুনরায় বিমর্ষতা ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া উষার আগমন বোধে হীরালাল শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন-পূর্ব্বক কোশাকুশী লইয়া গঙ্গাস্নানে বহির্গত হইলেন। রাজ-লক্ষ্মীও গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন।

হীরালাল সদর দরজা খুলিয়া যেমন গৃহ হইতে বহির্গমন করিবেন, অমনি সম্মুখে এক দীর্ঘাকার পুরুষ অবলোকন করিলেন। তাঁহার কপালে ত্রিপুণ্ড্রক, গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা, হস্তে একগাছি লৌহ চিমটা ও কমণ্ডলু। ইঁহাকে দেখিয়াই হীরালাল সন্ন্যাসী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন, সন্ন্যাসী কটমট দৃষ্টিতে তাঁহাকে অবলোকন করিতেছেন, সুতরাং একটু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুরের কি আমার সঙ্গে কিছু দরকার আছে? এই প্রত্যূষেই বা কি জন্য আসিয়াছেন?"

সন্ন্যাসী। আপনারই নাম ত হীরালাল?

হীরা। হাঁ, আমারই নাম হীরালাল।

সন্ন্যাসী "তবে এই গ্রহণ করুন" বলিয়া কমণ্ডলু হইতে খান কয়েক মোড়া কাগজ উঠাইয়া হীরালালকে

দিলেন। হীরালাল কাগজ কয়খানি খুলিয়া দেখিলেন, চারিখানি দশ টাকার নোট। তিনি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "ইহা তুমি কোথায় পাইলে এবং কি জন্যই বা আমাকে দিতেছ ?" কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর নিকট হইতে এত টাকা পাইয়া হীরালাল ভাবিলেন, এ হয়ত কোন বাটী হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছে এবং আমাকে উহার অংশদান পূর্ব্বক বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছে, নতুবা এ কেন হঠাৎ টাকা দিতে আইসে ? ইহার কু-অভিপ্রায় ব্যতিরেকে আর কি হইতে পারে ? কিন্তু আমাকেই বা বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া ইহার লাভ কি ? আমার এমন সঙ্গতি নাই যে, ধরা পড়িলে, আমি দাবীর টাকা পরিশোধ করিয়া উভয়েই বিপদ্‌মুক্ত হইতে পারি ? অথবা এ প্রাতে চুরি করিয়া যাইতেছে, আমাকেই প্রত্যূষে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে দেখিয়া আমাকেই উহার অংশদানে উদ্যোগী হইয়াছে। কথায় বলে 'চোর মরে সাত ঘর জড়াইয়া' তাহাই কি ইহার উদ্দেশ্য ? এইরূপ সাত পাঁচ ভাবিয়া-চিন্তিয়া হীরালাল জিজ্ঞাসিলেন, "সন্ন্যাসী ঠাকুর ! এ টাকা আপনি কোথায় পাইলেন ?"

সন্ন্যাসী। আপনার মনের ভাব আমি সমস্তই অবগত হইয়াছি। আমি চোর নহি, অথবা চুরিও করি নাই। টাকা আমাদের পাইবার ভাবনা কি ? কালী মাতার ইচ্ছায় আমরা যথেষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

হীরা। আচ্ছা, আমাকে আপনি এত টাকা দিতেছেন কেন? কয়েকজন গরীবকে খাওয়াইলে তাহারা আপনাকে কত আশীর্ব্বাদ করিত।

সন্ন্যাসী। আপনি টাকার প্রার্থী বলিয়া আপনাকে দিতে আসিয়াছি। আপনি পরিবার লইয়া ছোট ভ্রাতার বাটীতে অন্ন খাইয়া কুণ্ঠিত হইতেছেন, এ জন্যই আপনার সাহায্যার্থে এই অর্থ প্রদত্ত হইতেছে।

হীরা। এ সকল সংবাদ আপনাকে কে বলিল, এবং কাহা দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া আপনি আমাকে এই টাকা দিতে আসিয়াছেন?

সন্ন্যাসী। রাত্রের কথা কি আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন?

হীরা। রাত্রের কি কথা? আপনাদের সঙ্গে ত আমার রাত্রে দেখা হয় নাই?

সন্ন্যাসী। আমাদের সঙ্গে দেখা হইবে কেন! যাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে টাকা, কড়ি, ধন, দৌলত, পুত্র, পৌত্রাদি সমস্তই লাভ হয়, তাঁহারই সঙ্গে কি আপনার দেখা হয় নাই?

সন্ন্যাসীর এই কথা শুনিবামাত্র হীরালালের দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। রাত্রের স্বপ্ন তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। তাঁহার দুনয়ন দিয়া ধারা প্রবাহিত হইল। তখন তিনি অর্দ্ধস্ফুট স্বরে কহিলেন, "মা? মায়ের সহিত আমার রাত্রে দর্শন হইয়াছিল।"

সন্ন্যাসী। হাঁ হাঁ, আমরা তাঁহারই সেবক, আপনার কষ্ট নিবারণার্থে আমাদের প্রতি আদেশ হইয়াছে যে, যদবধি আপনার অন্য কোন সুবিধা না হয়, তদবধি মাসে মাসে আপনাকে চল্লিশটী করিয়া টাকা দিতে হইবে। এক্ষণে কি আর আপনার টাকা লইবার আপত্তি আছে ?

হীরা। তাহা হইলে আর কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। আপনারা কোথায় থাকেন আমি কি জানিতে পারি না ?

সন্ন্যাসী। আমাদের বাসস্থানের স্থিরতা নাই। আজ এই স্থানে, কাল অন্য স্থানে ; এইরূপ করিয়া যখন যেখানে যাইবার আদেশ হয়, তখন সেই স্থানে থাকি বা গমন করি।

এই কথা শ্রবণ করিতে করিতে যেমন হীরালাল তাঁহার দিকে ফিরিবেন, অমনি যেন সেই মূর্ত্তির একটী অস্পষ্ট ছায়া মাত্র নিরীক্ষণ করিলেন ; কিন্তু পরক্ষণেই আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইলে হীরালাল চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন, পরে স্নানবেলা হইয়াছে জানিয়া তিনি আর অপেক্ষা না করিয়া গঙ্গার ঘাটে গমন করিলেন। তথায় স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া তিনি মাতার পূজা ও চণ্ডীপাঠাদি কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

বেলা এগারটা বাজিয়া গেল। মতিলাল অনেকক্ষণ

আহারাদি করিয়া আপিসে গিয়াছেন। হীরালালের ভ্রাতুষ্পুত্রত্রয় যে যাহার বিদ্যালয়ে গমন করিয়াছে। তাঁহার মাতা, সৌদামিনী, শরৎকুমারী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি সকলে হীরালালের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ি ঘড় ঘড় শব্দ করিতে করিতে আসিয়া তাঁহাদের বহির্ব্বাটীর সম্মুখে দাঁড়াইল। জ্যোতিলালের কন্যা অগ্রেই দেখিতে পাইয়া 'ছোট খুড়ী-মা আসিয়াছেন' বলিয়া সংবাদ দিল। দেখিতে দেখিতে দুর্গাবতী ভ্রাতা সমভিব্যাহারে পুত্রক্রোড়ে লইয়া বাটী প্রবিষ্ট হইলেন। শরৎকুমারী, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি সকলে কহিলেন, "এই যে, ছোট বৌ এলেন, তা আগে সংবাদ না দিয়ে ঝুপ করে, কোথা থেকে এসে পড়লে?"

ইতিমধ্যে হীরালালের মাতা আসিয়া দুর্গাবতীর ক্রোড় হইতে পুত্রটীকে কোলে লইলেন। ইহার নাম কি জিজ্ঞাসা করায় দুর্গাবতী কহিলেন, "বাবা উহাকে 'তাবোল' বলিয়া ডাকিতেন।" তিনি বলেন "আবোলের ভাই তাবোল হইল।" তদবধি দুর্গাবতীর দ্বিতীয় পুত্রের নাম 'তাবোল' হইয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোট বৌ যে সংবাদ না দিয়াই ঝুপ করে এসে পড়লে? কি মনে করে হঠাৎ আগমন হ'লো?"

দুর্গাবতী ভাঙ্গিয়া যাইবেন, তবু মচকাইবেন না, এজন্য তিনি কহিলেন, "আমি কি এখানে আসতাম ? মা কালীর বাড়ী মানসিক ছিল, আমি তাই দেবার জন্য এসেছিলাম। এতদূর এলাম যদি, তবে মনে ভাবিলাম, একবার এখানে সকলকে দেখে যাই।"

রাজ। তবে এক্ষণেই আবার যাবে না কি ?

দুর্গা। না ; এসেছি যখন, তখন আজ কি আর যাই ? দুই এক দিন থেকে যাব।

ইতিমধ্যে মতিলালের মাতা কহিলেন, "ছোট বৌ এখানে কেমনটী থাকেন। বাপের বাড়ী গিয়ে রোগা, লম্বাটে, বদখত চেহারা হয়ে আসেন।"

বাপের বাড়ীর নিন্দা দুর্গাবতীর কথনই সহ্য হয় না, এবং বহুদিনের পর এইমাত্র উপস্থিত হইতেছেন, সুতরাং শাশুড়ীর বাক্যে আর রাগ করিতে না পারিয়া কহিলেন, "না, এবার যে মা আমার বড় ব্যায়রাম হয়েছিল। ব্যায়রাম হলে কি আর শরীর ভাল হয় ?"

রাজ। এবারই যেন ব্যায়রাম হয়েছিল। এই ত বকাবকী করে প্রায়ই গিয়ে থাক, কই কোন বারে ত মোটা সোটা হয়ে আসতে দেখিনি। সেখানে গিয়ে কি খাওয়া দাওয়া ভাল হয় না, না কি ? না রাঁধা বাড়া কাজ কর্ম্মে রুগ্ন হয়ে পড় ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দুর্গাবতী আর কথার উত্তর দিলেন না। তিনি উত্তর দিবার অবকাশ পাইলেন না। কারণ, এই সময়ে হীরালাল বাটী প্রত্যাগত হইলে সকলেই আহারাদির জন্ত বিব্রত হইলেন। হীরালালের অন্ন এক প্রকোষ্ঠে দিয়া কন্যা সহ সৌদামিনী ও শরৎকুমারী অন্য প্রকোষ্ঠে আহারে উপবিষ্ট হইলেন। শাশুড়ী ও রাজলক্ষ্মী হীরালালের আহার শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। তৎপরে হীরালালের পাতে রাজলক্ষ্মী ও আর এক থালে তাঁহার শাশুড়ী এই উভয়ে আহারে বসিলেন। দুর্গাবতী ও তাঁহার ভ্রাতা কালীঘাটে বিলক্ষণ জলযোগ করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া আর আহার করিলেন না। আহারাদি সম্পন্ন হইলে সকলে বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন।

হীরালাল আহারাদি করিয়া অভ্যাসমত শয়ন করিয়াছিলেন। সুনিদ্রার পর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক মুখাদি ধৌত করিয়া সেই ৪০টী টাকা তিনি রাজলক্ষ্মীকে ডাকিয়া দিলেন, বলিলেন, "এই টাকা কয়েকটা ছোট বৌমার নিকটেই হউক, আর মতিলালের নিকটে হোক্, দিও। জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে যে, সংসার খরচের জন্য এই টাকা দিয়াছেন।" এই বলিয়া তিনি বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভ্রাতৃসম্ভাষণে।

হীরালাল বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে কিঞ্চিৎ পরেই স্ত্রীলোকেরা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। রাজলক্ষ্মী সময় পাইয়া পতিদত্ত চল্লিশটী টাকা লইয়া দুর্গাবতীকে দিয়া কহিলেন, "ছোট বৌ! এই চল্লিশটা টাকা ইঁনি অন্য সংসার খরচের জন্য দিয়া গিয়াছেন। চাকুরী বাকুরী নাই, এতাবৎ ত কিছুই দিতে পারেন নাই। সম্প্রতি এই টাকা কয়টী পাইয়া তোমাদের দিবার জন্য আমার হস্তে দিয়া গেলেন।"

দুর্গা। ও আবার আমাকে কেন ভাই? যাকে দেবার তুমি নিজেই দিও এখন, আর সেজ ঠাকুর তোমাকেই ত দেবার জন্য দিয়ে গিয়েছেন। আমি এখানে ছিলাম না, আমি ও সকল ব্যাপারের কোন সংস্রবেই ত নাই।

রাজ। তুমি দিলেও যা, আমি দিলেও তাই। আমাকে দিতে গেলে আবার খোজ করে, সময় বুঝে, দিতে হবে, আর তুমি সেই ঘরেই থাক্‌বে এখন, তুমি দিলেই সহজে হবে।

এই কথা শুনিয়া দুর্গাবতী হাত পাতিয়া টাকা চল্লিশটী লইলেন। অনন্তর তিনি আবোলকে দেখিতে পাইয়া

তাহাকে লইয়া উপরে নিজপ্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। দুর্গাবতী আসিয়াছেন দেখিয়াও আবোল আর তাঁহার নিকট যায় নাই। সে যেমন সচরাচর খেলা করিয়া বেড়াইত, তাহাই করিতেছে ও কোন কিছুর প্রয়োজন হইলে ঠাকুর-মার নিকট আবদার করিতেছে। দুর্গাবতী দেখিলেন যে, আবোল তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে, এজন্য উপরে লইয়া গিয়া তাহার হস্তে একটী সন্দেশ দিয়া কহিলেন, "খাও. বাবা! খাও।" আবোল সন্দেশটী হস্তে লইয়াই বসিয়া আছে দেখিয়া, দুর্গাবতী পুনরায় কহিলেন, "খাও, সন্দেশ খাও, আমাকে ভুলে গেলে, আমি যে তোমার সেজ মা? সেই সেজ মা বলে ডাকৃতে? তা কি ভুলে গেলে?"

আবোল কি করিবে, অকষ্টবন্ধনে পড়িয়া একটু একটু করিয়া সন্দেশটী খাইল। তৎপরে দুর্গাবতী যখন নামিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে নামিয়া আসিল। পরে ঠাকুরমা তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "হা আবোল! তোমার সেজ মা তোমাকে কি বল্লে?"

আবোল। কিছু বলে নি।

ঠা, মা। তবে এতক্ষণ উপরে কি করছিলে?

আবোল। আমাকে একটা সন্দেশ দিলেন, তাই খাচ্চিলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল। মতিলাল প্রফুল্ল মনে বাটী

প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অদ্য তাঁহার পদোন্নতি হইয়াছে, এই তাঁহার প্রফুল্লতার কারণ। তিনি পূর্ব্বে ৭৫৲ টাকা বেতন পাইতেন, অদ্য হইতে তাঁহার ১২৫৲ টাকা বেতন হইল, তিনি কালেক্টরের হেড্ ক্লার্ক হইলেন। বাটী আগমন-পূর্ব্বক এই সংবাদ দিলে সকলেরই আনন্দ হইল। আনন্দ হইবারই কথা, কারণ মতিলাল বড়ভ্রাতৃবধূ, মধ্যমভ্রাতৃবধূ, তাঁহাদিগের পুত্রকন্যা এবং হীরালাল ও তাঁহার ভার্য্যা রাজ-লক্ষ্মীকে সমান আদরে প্রতিপালন করিতেছিলেন; সুতরাং মতিলালের উন্নতিতে যে তাঁহাদের মনে আনন্দ হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি?

মতিলাল বাটী আসিয়া আপন প্রকোষ্ঠে বস্ত্রাদি পরি-বর্ত্তন জন্য গমন করিলেন। দুর্গাবতী প্রথম কি বলিয়া সম্মুখে যাইবেন তাহাই ভাবিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার রাজলক্ষ্মী প্রদত্ত টাকার কথা মনে পড়িল। যখন মতিলাল হস্তপদ ধৌত করিয়া জলযোগান্তে তামাক সেবনে নিযুক্ত হইলেন, অমনি দুর্গাবতী সেই ৪০টী টাকা লইয়া তাঁহার সম্মুখে গিয়া কহিলেন, "সেজ ঠাকুর অদ্য এই ৪০টী টাকা সংসার খরচের জন্য দিয়া গিয়াছেন।" এই বলিয়া চারি-খানি নোট মতিলালের হস্তে দিলেন।

মতিলাল নোট কয়খানি হস্তে লইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কে দিয়াছে বলিলে?"

দুর্গা। সেজ ঠাকুর।

মতি। চাকুরী নাই, বাকুরী নাই, তিনি কোথায় টাকা পেলেন?

দুর্গা। তা আর আমি কি করে জানবো? আমি তো আর এখানে ছিলাম না। তোমরা ভাই ভাই, কে কোথায় পাও, না পাও, তোমরাই জান। এই কথা বলিয়াই দুর্গাবতী প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে গেলেন এবং তাবোলকে ক্রোড়ে লইয়া মতিলালের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ক্রোড়দেশে পুত্রকে অর্পণ করিলেন। তাবোল দুই একবার হুঁ হুঁ করিয়া পিতার মুখের দিকে অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিল। তখন মতিলাল জিজ্ঞাসিলেন, "ইহার কি কোন নাম হইয়াছে?"

দুর্গা। বাবা ত ওকে তাবোল বলে ডাকেন, তিনি বলেন, 'আবোলের ভাই তাবোল' ভিন্ন আর কি হইতে পারে?

মতিলাল অতঃপর শ্বশুর মহাশয় ও শ্যালকগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দুর্গাবতীও সময় পাইয়া কহিলেন, "তোমার নাকি মাহিনা বেড়েচে?"

মতি। হাঁ, বেড়েচে, তাতে আর তোমার কি? তুমি ত আর আমাদের ঘরকন্না কত্তে চাও না।

দুর্গাবতী মতিলালের শেষোক্ত কথা যেন না শুনিয়া কহিলেন, "মাহিনা বেড়েচে ত আমার ভাগ্যে, তা আমাকে

কিছু বক্‌সিস্ দাও। তোমার ভাগ্যে পুত্র হয়েচে, তোমাকে এনে দিলাম।

মতি "আচ্ছা, দেব এখন," এই বলিয়া পুত্রকে পুনরায় দুর্গাবতীর ক্রোড়ে দিয়া নিজে বহির্ব্বাটী আগমন করিলেন। তথায় বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত অনেকক্ষণ গল্পগুজবে কাটিয়া গেল। মতিলালের পদোন্নতি হইয়াছে শুনিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। রাত্রি প্রায় ৯৷৷০ টা বাজিলে আহারের স্থান হইল। আহার করিবার জন্য মতিলালের ডাক পড়িল শুনিয়া বন্ধু-বান্ধবগণও যে যাহার বাটী প্রত্যাগমন করিল। মতিলাল উঠিয়া বাড়ীর ভিতর যাইবেন, এমন সময়ে হীরালাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কোশা-কুশী প্রভৃতি বাটীর ভিতর রাখিয়া আসিলে মতিলাল তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "দাদা! আপনি যে টাকা দিলেন, এত টাকা আপনি কোথা হইতে পাইলেন? আপনার চাকুরী বাকুরী নাই, তখন অবশ্য ও টাকা আপনি কর্জ্জ করিয়া আনিয়াছেন। সুতরাং এ টাকা আপনার দিবার প্রয়োজন কি ছিল?"

হীরা। তোমার অল্প আয়, তার উপর এই বিপরীত সংসার ঘাড়ে পড়েছে, আমি কি দেখ্‌তে পাচ্চি না? আমি কোথায় তোমাকে সাহায্য কর্‌বো, তা না হয়ে কপাল দোষে আমরাও তোমার ঘাড়ে পড়ে আছি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মতি। দাদা! আপনার এই অর্থ-সাহায্যে আমি অদ্য বড়ই মনঃকষ্ট পাইয়াছি। আপনার কার্য্য নাই—বিশেষ আপনি আমার সহোদর, আপনার অভাবে আমি দেখিব, ইহাই আমার কর্ত্তব্য কার্য্য। আমি কায়মনোবাক্যে যাহাতে আপনার ও বউঠাকুরাণীর কষ্ট না হয়, তাহাই করিতে-ছিলাম। আপনি কেন মনে দ্বিধা করিয়া আমার সাহায্যার্থে অর্থ ঋণ করিতে গেলেন।

হীরা। আমি ঋণ করি নাই, ঋণ করিলে কি এতদিন দিতে পারিতাম না? আমি দেখিলাম, তোমার মনে কোন গোল নাই, আর তাহা হইবারও কথা নহে; তবে কি জান ভাই, বউরা পরের মেয়ে, তাদের ত রক্তের টান নাই, তাই তাদের এগুলা সহ্য হয় না। এজন্য গৃহে অশান্তি আসিয়া পড়ে। আমি কিছু দিলে যদি শান্তি স্থাপিত হয়, তবে তাহাতে আর আপত্তি কেন?

মতি। না দাদা! তাহা হ'বে না। আমি আপনার টাকা লইব না। মেয়েরা যা করে করুক, আমি তাহাদের কথায় ভ্রূক্ষেপ করি না। আপনি ত সব জানচেন। আমি মেয়ে মানুষের ওরূপ আবদার সহ্য করিতে পারি না। খাটিব খুটিব আমি, আর চলিব তাহাদের মতে? আমার দাদা, আমার ভাই-বৌ, যদি আমার বাড়ী থাকে, তাতে তাদের ক্ষতি কি? আমি ত সেই জন্য দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেম্।

মেয়ে মানুষের এস্তাজারে থাকা আমার কুষ্ঠীতে লেখে নাই। আপনার টাকা আপনি লইয়া, যাহার নিকট হইতে কর্জ্জ করিয়া আনিয়াছেন, তাহাকে শোধ দিন; কিংবা যদি বৌ-ঠাকুরাণীর গহনা টহনা বন্ধক দিয়া থাকেন, তাহা ছাড়াইয়া আনুন! আপনি আমার পিতৃতুল্য। আপনি আমার বাড়ী থাকিলে, আমি বোধ করি, আমি পর্ব্বতের আড়ালে আছি। আমি ত ৯ টার সময় বাহির হইয়া যাই, আসিতে আমার রাত্রি হয়। এই সময়ের মধ্যে কত কি হইতে পারে। আপনি বাড়ী থাকেন, আমিও নির্ভাবনায় থাকি। এজন্য আমিও আর আপনাকে কার্য্য করার জন্য উপরোধ করি নাই। আর কার্য্য করিয়াই বা প্রয়োজন কি? আমার মাহিনা অদ্য হইতে বৃদ্ধি হইল। আমি কালেক্টরের হেড্ ক্লার্ক হইলাম, বেতন ১২৫৲ টাকা হইল। আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে।

হীরা। দাদা! মাহিনা বাড়িয়াছে, আহ্লাদের বিষয় হইত, কিন্তু যেরূপ কার্য্যে মাহিনা বাড়িয়াছে তাহাতে আমার আনন্দ হইল না। কারণ কালেক্টরের হেড্ ক্লার্কের অনেক ঝুঁকি। কোন্ দিন কি বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে, ভাবিয়া আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হইতেছে। সকলই মায়ের ইচ্ছা।

মতি। দেখা যাক্, যদি একান্তই বিপদ্‌গ্রস্ত হই, তখন

আপনি আছেন। আপনি যে প্রতিদিন মার পূজা ও চণ্ডী পাঠাদি করেন, তাহার কি কোন উপকার নাই? আপনি মন খুলে আশীর্ব্বাদ করিবেন, আর মায়ের নিকট আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিবেন। তাহা হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার কোন বিপদ্ হইবে না।

হীরা। আমি কি না করি? তোমার পাছে কষ্ট হয়, এই জন্যই ত মাকে জানায়ে জানায়ে তবে এই টাকা এসেছে। ও টাকা ত আমি ধার করি নাই, ও টাকা অদ্য একজন মহাপুরুষ আমাকে দিয়া গেলেন। সুধু এ মাসে যে দিয়ে গেলেন, তা নয়; যতদিন আমার আবশ্যক থাকিবে, ততদিন মাসে মাসে দিয়া যাইবেন। সুতরাং ও টাকা তুমি নেও। আমার টাকার কোন প্রয়োজন নাই। চারিটী আহার, তা ত তোমার কল্যাণে হইতেছে।

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর উভয় ভ্রাতাই একত্র আহারাদি করিলেন। আহারদ্রব্য বিষয়ে উভয়ের কোন তারতম্য নাই। এই বিষয়ে কেবল দুর্গাবতীর অভিসন্ধি খাটিত না। স্বামীকে স্বতন্ত্র ভাবে ভাল করিয়া আহার করাইবার ইচ্ছা সত্বেও মতিলালের ইচ্ছাক্রমে তিনি তাহা পারিতেন না। প্রাতে মতিলাল সকালে সকালে আহার করিয়া আপিস যাইতেন, তখন কোন ক্রমে তাঁহাকে একটু মৎস্যের ঝোল, ভাত ও দুগ্ধ দিতেন। রাত্রে যাহা রন্ধন হইত, উভয় ভ্রাতাই

সমভাবে পাইতেন। অন্ত উভয়ে আহারাদি সমাপন করিয়া যে যাহার শয়ন ঘরে গিয়া শয়ন করিলেন। ক্রমে দুর্গাবতী ও রাজলক্ষ্মী নিজ নিজ প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। পাঠক! শয়ন ঘরে কাহার পরিবারের সহিত কিরূপ কথাবার্ত্তা হয়, শুনিতে কি তোমার কৌতূহল আছে? না পরের গৃহে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া স্বামি-স্ত্রীর কথোপকথন শ্রবণ করা অন্যায় বলিয়া বিবেচনা কর? তাহা যদি কর, তবে এক্ষণে আর রাত্রিজাগরণ করিয়া কষ্ট স্বীকারে প্রয়োজন নাই। তোমার নিজ শয়নগৃহে গিয়া শয়ন করিয়া নিদ্রাদেবীর ধ্যান কর। নতুবা যদি দুর্গাবতী ও রাজলক্ষ্মীর স্বভাবের পরিচয় পাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে এস, আমি তোমাদিগকে শ্রবণ করাইতেছি।

দুর্গাবতী গৃহে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলেন, স্বামী নিদ্রিত কি জাগরিত। মশারির বাহির হইতে তৎসহ চক্ষু সংলগ্ন করিয়া দেখিতেছেন, দেখিয়া মতিলাল কহিলেন, "কি দেখিতেছ?"

দুর্গা। দেখিতেছি তুমি জাগিয়া আছ, না ঘুমাইতেছ?

মতি। জেগেই ত আছি, কি জানি আজ আর ঘুম আসিতেছে না।

দুর্গা। বাইরের ঘরে কি কথা হচ্ছিল? সেজ ঠাকুর যে টাকা দিয়াছেন, তা নাকি তুমি ফিরাইয়া দিতে যাচ্ছিলে?

তোমার যে কি বড়মানষী হইয়াছে, তাহা আর বলিতে পারি না। এখন এই বড়মানষী করে, পশ্চাতে দেখবে পস্তাতে হবে।

দুর্গাবতীর মনোভাব ও উদ্দেশ্য জানিবার জন্য তিনি কহিলেন, "দাদাকে দিচ্চি, তাতে আবার পস্তান কি ? মায়ের পেটের ভাই, এ কি কখন আলাদা হয় ?"

দুর্গা। বটে ! কথায় বলে, "যেখানে ভাই ভাই, সেখানে ঠাঁই ঠাঁই।" এখন যেন উঁহার ছেলেপিলে নাই, তাই মনের কষ্টে ওরকম সন্ধ্যাহ্নিক চণ্ডীপাঠ প্রভৃতিতে মন দিয়াছেন। তারপর একটী ছেলে হলেই জান্‌তে পার্‌বে, কেমন তখন এমনি করে টাকা কড়ি দেন।

মতি। তা দেবেন।

দুর্গা। হাঁ দেবেন, তোমার মত সকলেই কি না ?

মতি। আমি কি ? আর কি এমন অন্যায় কাজটা কর্‌চি ?

দুর্গা। অন্যায় কার্য্য নয় ? ভাইকে খাওয়াচ্চ, আচ্ছা তাই খাওয়াও। তা বলে সংসারের সকল খরচ কে দিয়ে থাকে ? তিনি যে টাকা দিচ্চেন, তা না নিলে, উঁহারই ভাল। উঁনিই জমিয়ে রাখ্‌বেন। কার না ছেলে পিলের জন্য দুপয়সা রেখে যেতে ইচ্ছা হয় ? তুমি ত আর ভবিষ্যতের ভাবনা ভাব না। এই যে অপোগণ্ড দুটা হয়েছে,

বেঁচে থাকে যদি, ওদের জন্য কিছুই সম্বল করলে না। তা ছাড়া নিজেরও ত অসময় আছে। তখন তোমাকে কে খাওয়াবে?

মতি। যদিই আমার অসময় হয়, যদি আমি পীড়িত হয়ে দু চারি মাস ভুগি, তখন দাদাই আমাকে খাওয়াবেন। তা কি না করে পারেন?

দুর্গা। হাঁ, তা করবেন, দেখে নিও। একটী ছেলে কি একটী মেয়ে হলে হয়।

দুর্গাবতীর মানসিক দৌড় বুঝিয়া মতিলাল বিরক্ত হইলেন, কহিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, সে যাহা হয় পরে হবে, এখন ত আর হচ্চে না। তোমার মনে জটিলতা ভাবই পূর্ণ। আমি তোমার পরামর্শ লইতে চাই না। তুমি একটু চুপ কর, আমি ঘুমাই।"

পাঠক! এইবার রাজলক্ষ্মীর গৃহদ্বারে চলুন, দেখিবেন; হীরালাল এতক্ষণ একাকী কি কার্য্য করিয়া শয্যাদেশে গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে রাজলক্ষ্মী গৃহে প্রবেশ করিলেন। স্বামীকে জাগ্রত দেখিয়াই তিনি কহিলেন, "তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

হীরা। কি আছে বল, একে একে উত্তর দিতেছি।

রাজ। টাকার কথা ঠাকুরপো কি বলছিলেন? টাকা নাকি নিতে চান নাই?

হীরা। আমার চাকুরী বাকুরী নাই জানে কি না, তাই মতি বল্লে এ টাকা আপনি ঋণ করে এনেছেন নিশ্চয়। আমাকে টাকা দিবার কোন প্রয়োজন নাই, মেয়ে মানুষের কথায় আপনি মনে কিছু করিবেন না। আপনি আমার পিতৃতুল্য, আপনি এখানে আছেন বলেই আমি নিশ্চিন্ত আছি, আমার মনে হয় আমি পর্ব্বতের আড়ালে আছি, এইরূপে অনেক কাকুতি মিনতি করে টাকা ফেরত নিতে অনুরোধ কল্লে।

রাজ। তারপর তুমি কি বল্লে ?

হীরা। মতি ভেবেছিল আমি টাকা কাহারও নিকট ঋণ করিয়া তোমার গহনা বন্দক দিয়া আনিয়াছি ; তাই আমি বল্লাম, এ টাকা আমি ঋণ করি নাই, মা আমাকে দিয়াছেন, তাঁর টাকা লওয়ায় কোন দোষ হইতে পারে না। বিশেষ এই বৃহৎ পরিবার এত কম টাকায় চলা ভার ; এই রকম কত বল্‌তে তবে টাকা লইল।

রাজ। ভাল হইয়াছে।

হীরা। কেন ?

রাজ। প্রথম ছোট বৌয়ের মুখ বন্ধ হইবে। দ্বিতীয়তঃ ঠাকুরপো ছা পোষা, শুধু ছা পোষা কেন, ছা ধাড়ী সবই পোষা। ও এতদিন যে চালায়ে আস্‌চে, এই ওকে ধন্যবাদ। তাহার মুখে কখন একটীও কথা শোনা যায় নি। বৌ থিচ্‌

খিচ্ করতো বলে বৌয়ের সঙ্গে মিল নাই। অমন ছেলের উন্নতি না হলে কি ধর্ম্ম থাকে ?

হীরা। উন্নতি হল বটে, কিন্তু ইহাতে আমার আনন্দ হল না। ও কাজটী বড় ঝুঁকির। ছেলে মানুষ, কখন কি হয়ে পড়বে। ও থেকে জেল টেল সবই হতে পারে।

রাজ। করুক ত এখন, আর তুমি আছ, মাকে ডাক, যেন ওর কোন বিপত্তি না হয়।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে নিদ্রিত হইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

হীরালালের ক্ষমতা।

"ইল্লোৎ যায় না ধুলে আর স্বভাব যায় না মলে," অর্থাৎ যে অপরিষ্কার হয়, তাহাকে যত ধুয়াইয়া দেও না কেন, সে অপরিষ্কার হইবেই হইবে; স্বভাব একবার বদ্ধমূল হইলে মরণেও তাহা পরিবর্ত্তিত হয় না। দুর্গাবতী পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন বলিয়া যে তাঁহার স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহা নহে। তিনি মুখে লোকের নিকট যতই বলুন না কেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার পিত্রালয়ে গিয়া কষ্ট বই সুখ হইত না। সেখানে পিতা যাহা খরচ দিতেন, তদ্দ্বারা দ্রব্যাদি আনাইয়া যাহা কিছু রন্ধন হইত, তাহা হইতে পিতাকে ও তাঁহার ছোট ছোট চারিটী ভ্রাতাকে ও একটী ভগ্নীকে খাওয়াইয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইত তদ্দ্বারাই নিজের উদরপূর্ণ করিতেন। নিজের রুচিকর কোন খাদ্যাদি করিবার কি আনাইবার যো ছিল না। তিনি একাকিনী হইলে অবশ্য আনাইতে পারিতেন। কিন্তু সেখানে তিনি একাকিনী নহেন, সুতরাং তৃপ্তিসহ আহারাদি না হওয়াতেই দুর্গাবতী দুর্ব্বল ও শীর্ণদেহ হইয়া পড়িতেন।

শ্বশুরালয়ে তিনি কর্ত্রী না হইলেও তুমুল ঝগড়া করিয়া সকলকে পরাস্ত করিতেন। কখন কখন ক্রোধ করিয়া অনশনে থাকিতেন। কিন্তু সেটা লোক দেখান মাত্র। শাশুড়ী ও জা প্রভৃতি সকলে দ্বিপ্রহরে আহারের পর শয়ন করিলে, তিনি নিঃশব্দে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রান্না ও ভাণ্ডার ঘর হইতে দুগ্ধ ও ভাল যাহা আহারীয় পাইতেন, তাহাই খাইয়া পুনরায় চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিতেন। এই প্রকারে সপ্ত দিবস অনাহারে থাকিয়াও তিনি বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হইতেন।

প্রাতে আপিস ইস্কুলের ভাত বলিয়া অল্প ব্যঞ্জনাদি রন্ধন হইত এবং বৈকালে অধিক সময় পাইতেন বলিয়া ভালরূপ রন্ধনাদি হইত। বিশেষতঃ মতিলাল ও সৌদামিনীর জ্যেষ্ঠপুত্র বৈকালে লুচি খাইতেন, এজন্য বৈকালের রন্ধনকার্য্য দুর্গাবতীর একচেটে; এমন কি রন্ধনগৃহে কেহ তাঁহার সহিত একত্র রন্ধনকার্য্যে লিপ্ত হইলে তিনি রাগ করিতেন এবং কোন না কোন উপায়ে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতেন। ইহার অর্থ আর কিছুই নহে, দুর্গাবতী এই সকল রন্ধিত দ্রব্যের অংশ গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেন। এই কার্য্যে তিনি এমন ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন যে, সহজে তাহা কেহ জানিতে পারিত না। কোন কোন দিন রাজলক্ষ্মী, সৌদামিনী বা শরৎকুমারী রুটী কিংবা লুচি বেলিয়া দিয়া গণিয়া রাখিয়া

আসিতেন। তৎপরে ভাজা হইলেও পরিবেশন কালে গণনায় কম হইলে যদি কেহ বলিতেন, "মা গো! এই যে আমি এতগুলি লুচি বেলে দিয়ে গেলাম, তার মধ্য হইতে চার খানা কে লইল! 'গোণা কড়ি বাঘে খায় না' প্রবাদ আছে, তাহাও দেখিতেছি মিথ্যা হইল?" দুর্গাবতী অমনি উত্তর করিতেন, "নেবে আবার কে? গণিতে ভুল হইয়া থাকিবে, আর না হয় ইন্দুর বেরালে লইয়া গিয়াছে।"

মতিলাল খারাপ দুগ্ধ ক্রয় করিতে ভালবাসিতেন না, এজন্য চারি সের দরে খাটি দুগ্ধ গোয়ালার নিকট যোগান করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে অল্পই দুগ্ধ লইতেন এবং বৈকালে বেশী করিয়া লইতেন, তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সকালে আপিস গমনের জন্য ব্যস্ততা বশতঃ পূর্ণ আহার হইত না। বৈকালে নানাপ্রকার তরকারী ও বেশী দুগ্ধ সহ অন্ন ভোজন করিতেন। অপরাপর সকলেও ঐরূপ অংশ পাইতেন। এতদ্ভিন্ন প্রাতে চা পান উপলক্ষে কিছু দুগ্ধও রাখিতে হইত; প্রাতঃকালের দুগ্ধ কম হইলেও সে দুগ্ধে কেহ কোন দোষ পাইতেন না। কিন্তু বৈকালের দুগ্ধ দুর্গাবতী প্রায়ই জল মিশ্রিত বলিয়া আপত্তি করিতেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, দুর্গাবতী ঐ দুগ্ধ হইতে কাঁচা কিয়দংশ পান করিয়া তৎপরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া রাখিতেন। এই প্রকার আহার্য্য পাইয়া দুর্গাবতী এখানে

আসিলেই সত্বর সবল ও মোটা সোটা হইয়া উঠিতেন। চা'র জন্য বাজার হইতে একেবারে আড়াই সের কিম্বা পাঁচ পোয়া চিনি আসিত। সেই চিনি দুর্গাবতীর শাশুড়ী উঠাইয়া রাখিতেন। এবং বৈকালের জলখাবার চাকর আনিয়া গৃহিনীর কাছে দিলে, তিনি নিজের ঘরে একটী ঝুলান সিকের উপর রাখিয়া দিতেন। বলা বাহুল্য খাবার দ্রব্যাদি গণিয়াই রাখা হইত। কিন্তু ঘণ্টা খানেক বা দুয়ের মধ্যে সেই খাবার দ্রব্যের দুই তিন খানি অপহৃত হইত এবং চিনিরও কিয়দংশ কমিয়া যাইত। শাশুড়ী প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেও কেহ স্বীকার পাইত না যে, "আমি লইয়াছি।" এজন্য তিনি প্রায়ই বলিতেন, "তোমরা ঘরের বৌ, যদি একখানা খাইবার ইচ্ছা হইল বা বেলা হইয়াছে, একখানা লইয়া ভক্ষণ করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিলে, তাহাতে কিছুই দোষ নাই, বলিয়া লইলেই ভাল হয়, তাহা হইলে কেহ চুরী করিয়াছে বলিয়া আর মনে সন্দেহ বা আক্ষেপ হয় না। ছেলেরা অত উচ্চ স্থান হইতে লইতেই পারে না। ইহা বড় লোকের কেহ না কেহ অবশ্যই লইয়া থাকিবেন।" এ সকল কথায় সকলেই একটু অপ্রতিভ হইতেন, কিন্তু দুর্গাবতীর অপ্রতিভ হওয়া ছিল না। তিনি বলিতেন, "যে লইয়াছে, তাহাকে খুব গালি দিন।"

একদিবস রাত্রে দুর্গাবতী রন্ধনগৃহে একাকী রন্ধন

করিতেছেন। রাজলক্ষ্মী, সৌদামিনী প্রভৃতি উপরের প্রকোষ্ঠে সৌদামিনীর কন্যাকে ঘুম পাড়াইতেছেন ও সকলে শুইয়া গল্পগুজব করিতেছেন। রাত্রি অনেক হইল তথাপি রন্ধন সমাপিত হয় নাই দেখিয়া, শাশুড়ী কহিলেন, "একলা একলা কি অত কার্য্য হয়? রুটী পরটা গড়া সেকা ভাজা, সব এক হাতে করিতে গেলে কাজেই রাত্রি হইয়া পড়ে। রাজলক্ষ্মী, শরৎকুমারী ওরা কোথায় গেল, এক জন গড়ে দিলেই ত হত?"

দুর্গা। তারা বাইরের কাজ কর্‌তে সময় পায় না, এতে আবার যোগাড় দেবে কেমন করে?

দুর্গাবতীর ইচ্ছা নয় যে, কেহ তাঁহাকে সাহায্য করে, সুতরাং যাহাতে অপরেরও কোন দোষ না হয়, এজন্য উল্লিখিত কথা কয়টী বলিলেন।

শাশুড়ীর কথায় দুর্গাবতীকে উত্তর দিতে শ্রবণ করিয়াই রাজলক্ষ্মী গাত্রোত্থানপূর্ব্বক বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "আমরা যাব না কেন মা? গেলে যে ছোটবৌ বকাবকী করে, তাই উপরে বসে গল্পগুজব করচি।"

দুর্গা। এলেন, কুম্ভকর্ণ, এতক্ষণ নিদ্রা গিয়ে, "মার মার খাব খাব" করে আমার ঘাড়ে পড়লেন।

দুর্গাবতীর এতাদৃশ বাক্যে রাজলক্ষ্মীর ক্রোধের উদ্রেক হইল, তিনি আর উত্তর না দিয়া থাকিতে পারিলেন না;

কহিলেন, "আমি কুম্ভকর্ণ, খাব খাব করে উঠিছি, আর তুমি মা দুর্গা, দশমা চণ্ডী মূর্ত্তি ধরে রণ রণ করে উঠেছ। তুমি খুব ভাল, আমরাই মন্দ ; তা হলে ত মনে খুব সুখ হলো ?"

অতঃপর উভয়পক্ষে তুমুল ঝগড়া বাধিল। একপক্ষে রাজলক্ষ্মী, শরৎকুমারী ও সৌদামিনী, এবং অপর পক্ষে দুর্গাবতী একাকিনী। এই ঝগড়ায় উভয়তঃ গালাগালি, ছেলে কাটাকাটি সমস্তই হইল। এই সকল শুনিয়া রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "ছেলে কেটে গালি দিয়ে আমার আর কি করবি ? মাছির মার আবার পুত্রশোক কি ? তোর নিজেরই খোয়ার নিজে করচিস্।"

এই সকল অশ্রুতিসুখকর বাক্য শ্রবণ করিয়া মতিলাল সকলকে ভর্ৎসনা করিলেন, তথাপি বিবাদে কেহই নিরস্ত হইলেন না। হীরালাল বাটী আসিয়া উভয়পক্ষকে তুমুল-সংগ্রামে লিপ্ত দেখিয়া ভর্ৎসনা করিলেন, ও দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, "উপস্থিত বিপদের এই সূত্রপাত। এই প্রকারে বড় বড় গৃহস্থও উৎসন্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও যদি তোমাদের চক্ষু না ফুটিল, তবে আর কিসে ফুটিবে ? উৎসন্নে গেলে আর ফোটা না ফোটা সমান।"

এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে হীরালাল এখন প্রতি

মাসেই চল্লিশটী করিয়া টাকা সংসার খরচের জন্য দিতেছেন, এ নিমিত্ত রাজলক্ষ্মী আর কিল খাইয়া কিল চুরী করিতে ইচ্ছুক হইলেন না ; কাজেই একের কথার প্রতিবাদ অপরে করিলে ক্রমে ঝগড়া গুরুতর হইয়া উঠে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল।

দুর্গাবতী স্বামীর নিকট কোন্দলের পরিচয় দিতে গেলে, মতিলাল তাহা শুনিলেন না। তিনি কহিলেন, "তোমরা ঝগড়া কর, মারামারী কর, আর যাই কর, আমরা ভাই ভাই তাহা কর্ণেও করিব না। তোমাদের যাহা খুসী তাহাই কর গে।" কাজেই দুর্গাবতী চুপ করিয়া রহিলেন।

রাজলক্ষ্মী স্বামীর নিকট বিবাদের কোন পরিচয় দেন নাই এবং হীরালালও তাঁহাকে তদ্বিষয়ে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেন নাই। তিনি জানিতেন রাজলক্ষ্মী ঝগড়া-প্রিয়া নহেন, সুতরাং উভয়ের কেহই বিবাদের কথা উত্থাপন করেন নাই।

ফাল্গুনমাসীয় দোলপূর্ণিমা উপনীত হইল। রাস্তায় রাস্তায় বালকেরা পিচকারী ও আবির লইয়া ছুটাছুটী করিতেছে। মেড়ুয়াবাদিগণ দলে দলে আবিরের রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া ঢোল বাজাইতে বাজাইতে ও তারস্বরে গান করিতে করিতে গমন করিতেছে। আবোল, তাবোল, ও সৌদামিনীর কন্যা লীলাবতী, এই তিন জনে একত্র হইয়া হীরালালের নিকট

পিচকারীর জন্য আবদার করিতে লাগিল। হীরালালও সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে তিনটী পিচ-কারী ও কিছু আবির আনিয়া দিলেন। বালকেরা খেলায় উন্মত্ত হইল। এই সময়ে পাড়ায় একটা হরিসভার অধি বেশন হইয়াছিল। তথায় বালক বালিকাগণকে তৈলভাজা দ্রব্যাদি বিতরণ করা হইতেছিল। আবোল এই সংবাদ পাইয়া তথায় গমনপূর্ব্বক সেই তৈলপক্ব দ্রব্য কিছু ভক্ষণ করিয়া-ছিল। রাত্রিকালে ক্ষুধামান্দ্য বশতঃ আবোল ভাল করিয়া আহার করিল না। রাত্রিতে দুই তিনবার দাস্ত হইয়া প্রাতে ঘোর বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইল। সৌদামিনীর জ্যেষ্ঠপুত্র কিরণকে সংবাদ দেওয়া হইল। কিরণ তখন মেডিকেল কলেজে পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। সে সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া বাড়ী পৌঁছিল। তখন আর দুইজন ডাক্তার আবোলকে দেখিতেছিলেন। কিরণের প্রথানুসারে আবোলের গাত্র ফুঁড়িয়া ঔষধ দেওয়া হইল। নানাপ্রকার চিকিৎসা দ্বারা ভেদ ও বমি থামিয়া গেল বটে, কিন্তু রাত্রি হইতে অচেতন হইয়া পড়িল। প্রাতে দেখা গেল, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া চলিতেছে বটে, কিন্তু আবোল এক্ষণে সংজ্ঞাহীন হইয়া দেবচক্ষু করিয়া পড়িয়া আছে। কিরণ পুনরায় দেহ ফুঁড়িয়া ঔষধ দিতে চাহিল। কিন্তু সকলে একপ্রকার আশাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং রোগী,

বিশেষতঃ বালকের পক্ষে কষ্টকর চিকিৎসা পরিত্যাগপূর্ব্বক, জনৈক হোমিওপ্যাথি ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করা হইল। দুর্গাবতী ও তাঁহার শাশুড়ী আবোলের অবস্থা দেখিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। হীরালাল মনের উদ্বেগ-বশতঃ অদ্য সকালে সকালে বাটী আগমন করিয়াছেন। মাতাকে ও বধূমাতাকে উঠানে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাঁহার দুঃখসিন্ধু উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "তোমাদের কোন ভয় নাই, ক্রন্দন সংবরণ কর ও শীঘ্র শীঘ্র আবোলের গৃহে পূজার স্থান করিয়া দাও। মায়ের প্রসাদে বালক অচিরেই আরোগ্যলাভ করিবে।" হীরালালের মাতা পুত্রের বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইয়া আবোলের গৃহে হীরালালের পূজার স্থান করিয়া দিলেন। দুর্গাবতী তদ্রূপ উঠানে পতিতা রহিলেন। হীরালালের বাক্যে তাঁহার আস্থা হইল না। তিনি কহিলেন, "যে ছেলে দেবচক্ষু হইয়া পড়িয়াছে সে কি আর ফিরে? বাবারে আমার! তুই আমাকে ছাড়িয়া কোথায় চলিলি," বলিয়া যেই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, হীরালাল অমনি তাঁহাকে গর্জ্জন সহকারে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "আবোলের হইয়াছে কি যে, অমন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছ? দৈবে ভক্তি না থাকিলে এইরূপই হইয়া থাকে। এক্ষণে একটু চুপ না করিলে আমিও ত কোন কার্য্যই করিতে পারিব না। তাহা হইলে

কাজেই আশা-ভরসা ত্যাগ করিতে হয়।" হীরালালের ভর্ৎসনাবাক্যে দুর্গাবতী চুপ করিলেন। হীরালাল আবোলের গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বাররুদ্ধ করিলেন, এবং পূজাস্থানে বসিয়া সুমধুর কণ্ঠে চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলেন। দুই অথবা আড়াই ঘণ্টা চণ্ডীপাঠ করিয়া বিরত হইলে কে যেন হীরালালকে কহিল, "তুমি ছেলের নিকট শয়ন করিয়া থাক। তোমার শরীরের তড়িৎবেগ বালকের অঙ্গে সঞ্চারিত হইলে বালকের জ্ঞান সঞ্চারিত হইবে।"

সে দিবস সকলেই বিব্রত থাকায় রন্ধন আরম্ভ হয় নাই, সুতরাং হীরালাল বহির্গত হইয়া আহারীয় চাহিলে মাতা কহিলেন, "অদ্য ত বাবা রন্ধন হয় নাই, কিছু জলখাবার দেব?" হীরালাল কহিলেন "তবে তাহাই দেও, আর দেখ, আমাকে অদ্য ডাকিও না, আমি বালকের নিকটই থাকিব।" হীরালাল অতঃপর কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পুনরায় আবোলের ঘরে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বাররুদ্ধ করিলেন, বলিয়া দিলেন, "কোন কারণেই যেন আমাকে ডাকা না হয়। আমাকে ডাকিলে আর আবোলের প্রাণ পাওয়া যাইবে না। উহাকে রক্ষা করিবার এক উপায় আছে। মা আমাকে তাহা বলিয়া দিয়াছেন, আমি তাহাই করিতে চলিলাম। কিন্তু ইহাতে বিঘ্ন হইলে আর উপায়ান্তর থাকিবে না।"

নবম পরিচ্ছেদ

অতঃপর দ্বাররুদ্ধ করিয়া হীরালাল বালককে বুকের ভিতর করিয়া শয়ন করিলেন। বাটীতে সকলেই নিস্তব্ধ। বহির্ব্বাটীতে কিন্তু হীরালালের আবোলের গৃহে প্রবেশ-মাত্রই এক বৃদ্ধা আসিয়া 'বাবা' সম্বোধনপূর্ব্বক হীরালালের অনুসন্ধান করিতে লাগিল; তাহাকে বাহির হইতেই বিদায় করিয়া দেওয়া হইল। অনন্তর জনৈক সন্ন্যাসী কোন প্রকারেই হীরালালের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া যাইবে না। মতিলাল অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

এই প্রকারে সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। রাত্রিতে হীরালাল আর বহির্গত হইলেন না। গত রাত্রি-কালে কেহই ঘুমাইতে পান নাই, অদ্য যেন ঘুমাইয়া পূর্ব্ব-রাত্রির অনিদ্রার সুদ সমেত পোষাইয়া লইলেন। প্রত্যুষে হীরালাল যেমন স্নানাহ্নিক করিবার জন্য বহির্গত হন, তদ্রূপ গাত্রোত্থান করিলে আবোল কহিল, "জ্যোঠামহাশয়! আমার পিচকারী?" "তোমার মা আসিয়া পিচকারী দিবেন," এই বলিয়া হীরালাল দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। অমনি দুর্গাবতী ও তদীয় শাশুড়ী গৃহপ্রবিষ্ট হইয়া আবোলকে সজ্ঞান নিরীক্ষণপূর্ব্বক মহৎ আনন্দপ্রাপ্ত হইলেন। হীরালালের মাতা হীরালালকে কত যে আশী-র্ব্বাদ করিলেন, তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব।

মতিলাল দাদার ঈদৃশ ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

দেবদেবীর প্রতি ভক্তি তাঁহার মনে স্বতঃই উদিত হইল। দাদার সংসার খরচের জন্য যে দেবী সাহায্য করেন, তাহাতেও আর তাঁহার অবিশ্বাস রহিল না। দাদার প্রতি তাঁহার ভক্তি দ্বিগুণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তিনি আবোলের গৃহে আবোলকে দর্শন করিতে গেলেন। আবোলের প্রশান্ত মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দপূর্ণ হইল। তখন তিনি দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

——:•:——

ভণ্ড-তপস্বী।

আট মাস অতীত হইল। দুর্গাবতী পুনরায় গর্ভবতী হইয়াছেন। গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া অবধি তিনি পিত্রালয়ে যাইবার জন্য কখন মতিলালকে কখন বা শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে অনুনয় বিনয় করিতেছেন। শাশুড়ী ঠাকুরাণী নিজে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া বলিয়া দিলেন, "তুমি মতিলালের মত করাইয়া লও, মতিলালের মত হইলে আমারও মত আছে জানিবে।"

হীরালাল রাজলক্ষ্মীর পীড়ার প্রতিকারার্থে যত্নবান্ হইয়াছেন। এরূপ ম্লেচ্ছ-পীড়াগ্রস্ত হইয়া দেবতার কার্য্য ও অন্নাদি পাক করা প্রশস্ত নহে। তিনি যতই কর্ম্মকাণ্ডে অগ্রসর হইতেছেন, ততই তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সাহায্য আবশ্যক হইতেছে। কিন্তু সহধর্ম্মিণী এতাদৃশ পীড়াগ্রস্ত থাকিলে, তাঁহার সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাঁহার কার্য্যের অন্তরায় হইয়া উঠিতেছেন। অগ্রে তাঁহার কোমরে দুই তিন খানা সিকি প্রমাণ সাদা দাগ হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে

সেই দাগ পদে নামিতেছে। এজন্য রোগটী আর উপেক্ষা করা উচিত নয়, ইহা তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান হইল।

এক দিবস প্রাতঃকালে হীরালাল যেমন গঙ্গাস্নানে বহির্গত হইতেন, তদ্রূপ বহির্গত হইয়া কিঞ্চিদ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময়ে একটী সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইলেন। প্রভাতের অস্পষ্ট আলোকে তাঁহাকে সম্যক্ চিনিতে না পারিয়া তিনি তাঁহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, যে মহা-পুরুষ প্রতি মাসে তাঁহাকে টাকা দিয়া যান, তিনিই গমন করিতেছেন। প্রণামপূর্ব্বক হীরালাল সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার কুশল ত ?"

হীরা। আজ্ঞে আপনার আশীর্ব্বাদে সমস্ত কুশল।

সন্ন্যাসী। আমার আশীর্ব্বাদে কি আসে যায়, সবই মার অনুগ্রহ।

হীরালাল কোন উত্তর করিলেন না। তখন সন্ন্যাসী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রটী ভাল আছে ত ? তাহার যে পীড়া হইয়াছিল, কেবল তোমার জন্য বালক প্রাণ পাইল।"

হীরা। আমার জন্য প্রাণ পাইল কেন বলিতেছেন, ইহাও ত মার অনুগ্রহ ?

সন্ন্যাসী। তা সত্য, মার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু তোমার চণ্ডীপাঠে প্রবৃত্তি হইতেই

ত তাঁহার অনুগ্রহের উদয় হইল। তুমি যদি চণ্ডীপাঠে মনোনিবেশ না করিতে, মা অযাচিত হইয়া কখনই তাহার প্রতি অনুগ্রহ করিতে যাইতেন না।

হীরা। এ সমস্ত সংবাদও কি আপনারা জানিতে পারেন?

সন্ন্যাসী। আমরা না জানিলে কে তোমাকে বালকের নিকট শয়ন করিয়া থাকিতে বলিয়া দিয়াছিল।

হীরা। আমার পরিবারের পীড়ার বিষয় কি কিছু অবগত আছেন?

সন্ন্যাসী। কতবার তোমাকে সে কথা বলিব বলিব করিয়া বলিতে পারি নাই। এক্ষণে বলি, তাঁহাকে লইয়া তোমাকে মেদিনীপুর হরিবাবার নিকট যাইতে হইবে। তথায় তাঁহার নিকটে কিছুদিন থাকিলে তোমার পরিবারের রোগ আরোগ্য হইবে। সেখানে কোন কষ্টই হইবে না। তাঁহারা ছোট একখানি কুটুরীতে বাস করেন।

হীরা। "তাঁহারা" বলিলেন কেন? সেখানে কয়জন সন্ন্যাসী থাকেন?

সন্ন্যাসী। সেখানে তিনি ও তাঁহার ভগ্নী থাকেন। সুতরাং আপনার পরিবার তথায় স্ত্রীলোকের সংস্রবে কোন কষ্টই অনুভব করিবেন না। যত শীঘ্র যান, ততই ভাল; আর যদি মাস ছয় গৌণ করেন, তবে আমার সহিত যাইতে পারেন।

হীরা। বাবা! আমাকে আর অপেক্ষা করিতে বলিবেন না। আপনি অনুমতি দিন, আমি সত্বরই রওয়ানা হইব। পরিবারের অসুখে আমার সকল কর্ম্মের বিঘ্ন হইতেছে।

সন্ন্যাসী। তবে আর গৌণ করিও না। শিব-চতুর্দ্দশীর আর চারি পাঁচ দিন দেরী আছে। তথায় গিয়া উভয়ে যেন শিব-চতুর্দ্দশীর ব্রত পালন করিতে পার।

হীরালাল, "যে আজ্ঞা" বলিয়া সন্ন্যাসীর পদধূলি গ্রহণ-পূর্ব্বক স্নানার্থে গমন করিলেন। শীঘ্র শীঘ্র স্নানাহ্নিক সমাপনপূর্ব্বক তিনি বাটী প্রত্যাগত হইলে, সকলেই বিস্মিত হইলেন। এত শীঘ্র তাঁহার স্নানাহ্নিক কখনই সম্পন্ন হয় না, অদ্য কি হেতু তিনি এত সত্বর বাটী আগমন করিলেন? হীরালাল কোশাকুশি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া মতিলালের অনুসন্ধান লইলেন। মতিলাল আহারে বসিয়াছেন শ্রবণ করিয়া তিনি তৎসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক সেই দিবসই সপরি-বারে মেদিনীপুর যাত্রা করিবার সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন; কহিলেন, "রাজলক্ষ্মীর পীড়া ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। উহার পীড়া আরোগ্য না হইলে ও পরিবার লইয়া আমার কোন কার্য্যই হইবে না, সুতরাং যত সত্বর হয়, রোগটীর প্রতিবিধানে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।"

দাদামহাশয়ের বাক্য শুনিয়া মতিলালের মস্তক ঘুরিয়া

গেল। তাঁহার ইচ্ছা নহে যে হীরালাল তাঁহাদিগকে ফেলিয়া স্থানান্তরে গমন করেন, কিন্তু তিনি তথা হইতে স্থানান্তরে গমনের যে কারণ দর্শাইলেন, তাহাতে তাঁহাকে কি বলিয়াই বা নিষেধ করেন। অবশেষে তিনি কহিলেন, "দাদা মহাশয়! আপনি বাটী হইতে স্থানান্তরে যাইবেন শুনিয়া আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গিয়াছে। আপনি বাটীতে থাকিলে আমি একরূপ নির্ভাবনায় থাকি। আপনি যতদিন না প্রত্যাগত হইবেন, ততদিন আমি উৎকণ্ঠিত থাকিব। সুতরাং আপনার যতদিন আবশ্যক, ততদিন মাত্র বিদেশে থাকিবেন, অর্থাৎ বৌঠাকুরাণী আরোগ্য হইলে আর কাল বিলম্ব করিবেন না। আপনার পাথেয় যাহা আবশ্যক বোধ করিবেন, মাতার নিকট হইতে লইয়া যাইবেন।"

দুর্গাবতী যদিও রাজলক্ষ্মীর সহিত কলহ করিতে ছাড়েন না, তথাপি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভীতা হইলেন। যে পীড়া ডাক্তার কবিরাজে আরোগ্য করিতে অক্ষম, তাহা অনায়াসে মন্ত্রবলে হীরালাল আরোগ্য করিলেন; ইহা কি কম ক্ষমতা? এরূপ লোক বাটী থাকিলে মনে সাহস থাকে, শরীরে বল থাকে, এজন্য হীরালাল সংসার খরচের জন্য টাকা না দিলেও দুর্গাবতী তাঁহার উপর রুষ্টা নহেন, বরং তাঁহার মনের এই প্রকার ভাব হইয়াছে যে, কিছু টাকা লইয়াও তিনি যদি

স্থানান্তরে না যান, দুর্গাবতী তাহাও দিতে প্রস্তুত। এজন্য তিনি রাজলক্ষ্মীর নিকট গিয়া কহিলেন, "দিদি! তোমার সঙ্গে কত ঝগড়া করিয়াছি, ছোট বোনের উপর তজ্জন্য রাগ না করিয়া যত সত্বর পার ফিরিয়া আসিবে। তোমার সন্তানাদি নাই, আবোল তাবোলই তোমার পুত্র; বিশেষ আবোলের উপর আমার ত কোন অধিকারই নাই। সেজ ঠাকুর প্রাণদান না করিলে, সে ত বাঁচিত না, সুতরাং সে তোমারই; তাহাকে ভুলিয়া কোথাও বেশী দিন থাকিও না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তোমার পীড়া শীঘ্র আরোগ্য হউক।"

বেলা ৩টা বাজিল। হীরালাল পূর্ব্ব-হইতেই যে গাড়োয়ানকে বায়না দিয়া রাখিয়াছিলেন, সে গাড়ি লইয়া উপস্থিত হইল। হীরালাল ও রাজলক্ষ্মী প্রথমতঃ মাতার পদধূলি লইয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন। পরে সৌদামিনী ও শরৎকুমারীকে প্রণাম করিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যাইবার সময় দুর্গাবতী কোনরূপ ভয় না করেন ইত্যাদি সান্ত্বনা দিয়া গেলেন। রাজলক্ষ্মী ছোটবধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, দুর্গাবতীও ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। উভয়ে গাড়িতে আরোহণ করিলে গাড়ি বেগে প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁহারা খড়্গাপুরে রেল হইতে

অবরোহণ করিলেন। মেদিনীপুর যাইতে হইলে এই স্থানেই গাড়ি পরিবর্ত্তন করিতে হয়। তাঁহারা নামিয়া মেদিনীপুরের গাড়ি কোথায় দাঁড়ায় ইতস্ততঃ দেখিতেছেন, ইতিমধ্যে জনৈক গৈরিকবসন-পরিহিত দীর্ঘকলেবর পুরুষ রাজলক্ষ্মীর দিকে দুই তিনবার কটাক্ষপাত করিয়া হীরালালকে কহিলেন, "আপনারা কোথায় যাইবেন?"

হীরা। মেদিনীপুরে যাইব।

লোক। মেদিনীপুরে যাইবেন, তাহা অবশ্য আমি বুঝিতে পারিতেছি; মেদিনীপুরে কোথায়, কাহার নিকট যাইবেন?

হীরা। মেদিনীপুরে হরিবাবা আছেন, আমরা তাঁহার নিকট যাইব।

লোক। আপনারা আর কখনও মেদিনীপুরে গিয়াছিলেন?

হীরা। আজ্ঞা না, আমরা এই প্রথম যাইতেছি।

লোক। তবে এই রাত্রিকালে কোথায় যাইবেন? অপরিচিত ব্যক্তিকে কেহ স্থান না দিলে রাত্রিকালে বড়ই কষ্ট পাইবেন, সুতরাং যদি অসুবিধা না হয়, অদ্য আমার আশ্রমে থাকিয়া কল্য মেদিনীপুরে রওনা হইতে পারিবেন।

হীরালাল লোকটীর কথা শুনিয়া ও তাহার অনুগ্রহ পাইয়া বড়ই আপ্যায়িত হইলেন। মনে মনে ভাবিতে

লাগিলেন, ইনি অতি মহাপুরুষ, নতুবা দুই দুই জন লোকের ভার কেহ সহজে লইতে চায় না। সম্মুখ অন্ধকার রাত্রির প্রারম্ভে তিনি ঈদৃশ আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিলেন। পরে তাঁহাকে কহিলেন, "আপনার বাটী কত দূর?"

লোক। আমিও সাধু। আমার আশ্রম এই খড়্গপুরেই। ধরণী অন্ধকারাবৃত হইতে না হইতেই আমরা আশ্রমে পৌঁছিব।

এই কথাবার্ত্তার পর সেই সাধুপুরুষ হীরালাল ও রাজলক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া আপন আশ্রমে যাত্রা করিলেন। আশ্রমে উপনীত হইয়াই সাধুপুরুষ একটী ইঁদারা দেখাইয়া দিলেন। হীরালাল ও রাজলক্ষ্মী কূপ হইতে জল তুলিয়া হস্তপদাদি ধৌত করিয়া সাধুর কুটীরে উপবিষ্ট হইলেন। সাধু কুটীরাভ্যন্তরে প্রদীপ জ্বালিয়া স্বয়ং হস্তপদাদি ধৌত করণার্থ বহিরাগমন করিলেন।

হীরালাল ও রাজলক্ষ্মী যখন কূপ হইতে জল তুলিয়া হস্তপদাদি ধৌত করেন, তখন চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া দেখিলেন, সাধুর দুইখানি কুটীর খোলা মাঠের মধ্যে অবস্থিত। কুটীর দুইখানি পরস্পরের সম্মুখে অবস্থিত, মধ্যে দশ বার হাত ভূমি ব্যবধানমাত্র। লোকালয়শূন্য এই নির্জ্জন প্রান্তর দেখিয়া তাঁহাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল।

তথাপি সঙ্গে অর্থ নাই বলিয়া কথঞ্চিৎ ভয়কে মনোমধ্যে স্থান দিলেন না। উভয়েই পরামর্শ করিলেন, "অর্থই অনর্থের মূল, সেই অর্থই যখন আমাদের নিকট নাই, তখন সাধুপুরুষ ইচ্ছা করিলেও আমাদের আর কি অনিষ্ট করিতে পারেন?"

হীরালাল আসনে উপবিষ্ট হইয়াই সায়ংসন্ধ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন হইল, এমন সময়ে সাধুপুরুষ একটী পত্রনির্ম্মিত পাত্রে কিছু মিষ্টান্ন লইয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। অতঃপর একখানি প্রস্তরপাত্রে মিষ্টান্নগুলি রাখিয়া হীরালাল ও রাজলক্ষ্মীকে আহার করিতে দিলেন। হীরালাল কহিলেন, "আপনি আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিয়া স্থানদান করিয়াছেন, ইহাতে আমরা যথেষ্ট অনুগৃহীত হইয়াছি। এ সকল মিষ্টান্ন আনয়ন করার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি ত বাজারের দ্রব্যাদি আহার করি না, তবে আমার স্ত্রী দুই একখানি আহার করিতে পারে। কিন্তু আপনার এখানে আগমন করিয়া আপনাকে সমূহকষ্টে নিপাতিত করিলাম, তজ্জন্য আমি দুঃখিত হইলাম।"

সাধু। মহাশয়, ওরূপ বলিবেন না। পরের উপকারার্থেই আমাদিগের জীবন। যদি জীবনধারণ করিয়া পরোপকারে কষ্ট অনুভব করিব, তবে এ জীবন-ভার বহন করা পণ্ডশ্রম মাত্র।

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ শিষ্টাচারব্যঞ্জক কথাবার্ত্তার পর সাধু-পুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি নিমিত্ত হরিবাবার আশ্রমে গমন করিতেছেন, যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে ব্যক্ত করিয়া আমার কৌতূহল তৃপ্তি করুন।"

হীরা। তিনিও সাধুপুরুষ, আপনিও সাধুপুরুষ; আমরা যে জন্য তাঁহার নিকট যাইতে উদ্যোগী হইয়াছি, তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করায় কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। আমার স্ত্রীর একটী রোগ আছে, সেই রোগ প্রতীকারের কল্পনায় তাঁহার নিকট গমনোদ্‌যোগী হইয়াছি।

সাধু। কি রোগ, শুনিতে পাই না কি? যদি আমা-দ্বারাই প্রতীকার হয়, তবে সেখানে আর না যাওয়াই ভাল। হরিবাবা ভোজবিদ্যা-বিশারদ। তাঁহার ইন্দ্রজালে পতিত হইয়া কতলোক যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা আর কি বলিব। সাধু এইরূপ বলিতেছেন, আর আড়নয়নে এক একবার রাজলক্ষ্মীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। রাজ-লক্ষ্মী তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সরলহৃদয় হীরালাল তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই।

হীরা। মহাশয় রোগটী ধবল। কোমরের নীচে দুই তিন খানি সিকি প্রমাণ সাদা সাদা দাগ বাহির হইয়াছে।

সাধু। এই ত? আপনার কোন ভাবনা নাই। সম্মুখে শিবরাত্রি, সেই রাত্রে আমি উঁহাকে ঔষধ দিব,

দেখিবেন পাঁচ ছয় দিন ব্যবহার করিলেই আরোগ্য হইবেন।

সাধুর পূজা অর্চনা সন্ধ্যাবন্দনাদিতে যেরূপ ভক্তি, তাহাতে হীরালাল ও রাজলক্ষ্মী উভয়েরই তাঁহার উপর ভক্তি হইয়াছিল। যে কয়দিন তাঁহারা সেখানে ছিলেন, রাজলক্ষ্মী রন্ধন করিতেন। হীরালাল ও সাধুপুরুষ আহার করিলে রাজলক্ষ্মী তাঁহাদেরই প্রসাদ পাইতেন। সাধুপুরুষ বড়ই মিষ্টভাষী ও মেশক ছিলেন। হীরালাল ও রাজলক্ষ্মীর সহিত তাঁহার এই অল্প সময়ের মধ্যে বিলক্ষণ সদ্ভাব জন্মিল। এমন কি তিনি রাজলক্ষ্মীকে "দিদি" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়াই তিনি প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধানপূর্ব্বক বাজারে যাইতেন এবং যাহাতে হীরালাল এবং রাজলক্ষ্মীর মনস্তুষ্টি হয়, এরূপ দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিয়া দিতেন। বিশেষতঃ রাজলক্ষ্মীর মনস্তুষ্টির জন্য তিনি ব্যতিবস্ত থাকিতেন। রাত্রে খড়্গপুরের ময়রার দোকান হইতে প্রচুর খাবার আনিতেন, আনিয়া রাজলক্ষ্মীকে ডাকিয়া সেই ঠোঙ্গা তাঁহার হস্তে দিতেন। রাজলক্ষ্মী সেই খাবারের অধিকাংশই সাধুর রাত্রের আহারের জন্য পাত্রে সাজাইয়া দিতেন। খাবার দ্রব্যাদি তাঁহার সম্মুখে দিতে গেলেই তিনি জিজ্ঞাসিতেন, "দিদি! তোমার জন্য কিঞ্চিৎ রাখিয়াছ ত?" রাজলক্ষ্মী নিজের জন্য কিছু

রাখিয়াছেন শুনিলে, তিনি আহার করিতেন। হীরালাল রাত্রিকালে অন্নই ভক্ষণ করিতেন, সুতরাং রাজলক্ষ্মী তাঁহার জন্য রাত্রিকালে আবার রন্ধন করিতেন।

হীরালাল স্নানার্থে বা কোন প্রয়োজনার্থে গৃহ হইতে অপসৃত হইলেই সাধুপুরুষের স্ফূর্ত্তি হইত এবং তখন তিনি রাজলক্ষ্মীর সহিত একটু কথোপকথন করিতেন। যে কয়দিন রাজলক্ষ্মী তাঁহার গৃহে ছিলেন, সেই কয়দিনই সাধু-পুরুষ তাঁহাকে কহিতেন, "দিদি! তোমার বড় কষ্ট হইতেছে, তোমার অমন মুখখানি যেন শুকাইয়া গিয়াছে, সুতরাং নিজের শরীরের প্রতি একটু যত্ন করিও।" রাজ-লক্ষ্মী এবংবিধ বাক্যে সাধুপুরুষের উপর বিরক্ত হইতেন। তিনি মনে মনে ভাবিতেন, "আমার মুখ শুকাইয়া যাউক আর না যাউক, ইহাতে অপরের মাথাব্যথা কেন?" কিন্তু সম্মুখে শিবরাত্রি, রাজলক্ষ্মী শিবরাত্রি করিবেন এবং সাধু-পুরুষ মন্ত্র পড়াইয়া শিবপূজা পদ্ধতি দেখাইয়া শুনাইয়া দিবেন আশ্বাসদান করিয়াছেন বলিয়া সে বিরক্তিভাব বাহিরে প্রকাশ করেন নাই বা স্বামীকে জানিতে দেন নাই।

শিবরাত্রির পূর্ব্বদিনে বৈকালে হীরালাল বহির্গত হইলেই তিনি পুনরায় রাজলক্ষ্মীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি! তুমি শিবপূজার জন্য প্রস্তুত আছ ত?"

রাজ। ইহার আবার প্রস্তুত অপ্রস্তুত কি, ইঁহার একবার অনুমতি লইতে হইবে।

সাধু। অদ্যই অনুমতি লওয়া আবশ্যক, শিবরাত্রির উপবাস করিলেই হইল না, রাত্রিকালে চারিপ্রহরে চারিবার শিবপূজা করিতে হয় এবং রাত্রে নিদ্রাও যাইতে নাই।

রাজ। তা কেন? আমরা ত সকলেই শিবপূজা করিয়া থাকি, রাত্রি জাগরণ কি সাধারণ কর্ম্ম?

সাধু। তাহা না হইলে বৃথা শিবরাত্রির উপবাস করা। দেখ, আমি তোমার জন্য সমস্ত রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক তোমার নিকটে থাকিয়াই তোমার পূজা করাইয়া দিব।

রাজলক্ষ্মীর এ পরামর্শ বড় ভাল লাগিল না। তিনি কোন উত্তর দিলেন না। এদিকে সন্ধ্যাও সমাগত দেখিয়া সাধু খাবার আনিতে বহির্গত হইলেন। ময়রার দোকান হইতে আলাহিদা ঠোঙ্গায় আর কিছু খাবার রাজলক্ষ্মীর জন্য লইয়া আশ্রমে উপনীত হইলেন। তিনি গৃহপ্রবিষ্ট হইয়াই নিজ খাবার কুটীরের কোন স্থানে রাখিয়া, রাজলক্ষ্মীর ঠোঙ্গাটী লইয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। রাজলক্ষ্মী অন্যান্যদিন যেমন খাবার আনিতে যান, তদ্রূপ তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইয়াই হস্ত পাতিলেন। সাধু ঠোঙ্গাটী দিতে দিতে কহিলেন, "দিদি! এ ঠোঙ্গাটী তোমার। কল্য উপবাস করিবে, তজ্জন্য শেষ রাত্রিতে এই খাবার কয়খানি খাইলে আর

উপবাস তত লাগিবে না।" এই বলিয়া ঠোঙ্গাটী অন্যান্য দিন যেমন তাঁহার হস্তে প্রক্ষেপ করেন, অদ্য আর তাহা না করিয়া তাঁহার হস্তের উপর দিলেন এবং সেই সঙ্গে সাধু দক্ষিণ হস্তদ্বারা রাজলক্ষ্মীর বামহস্তখানি ধরিলেন।

সতী রমণীর গাত্র স্পৃষ্ট হইবামাত্র ক্রোধ, ক্ষোভ, ভয়, বিস্ময় একবারে তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল। তিনি ক্ষণকালমাত্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া ভণ্ডসাধুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। তিনি চকিতের মধ্যে ভণ্ডের বাক্যাবলীর মর্ম্ম অনুধাবন করিলেন। এই জন্য ভণ্ডতপস্বী আমার মুখ বিশুষ্ক দেখিয়াছিল এবং এই অভিপ্রায়েই পাষণ্ড আমাকে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া শিবপূজা করাইতে চাহিয়াছিল। নরাধমের বাক্য স্মরণমাত্র বিজাতীয় ক্রোধে রাজলক্ষ্মী কম্পিতকলেবরা হইলেন, তাঁহার মানসিক বল দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। তখন সজোরে নিজহস্ত ভণ্ডতপস্বীর ধৃতমুষ্টি হইতে বিচ্ছিন্ন করত খাবারের ঠোঙ্গা গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহার সম্মুখ হইতে পলায়নপূর্ব্বক তত্রত্য অপর কক্ষ্যায় প্রবিষ্ট হইয়াই দ্বার রুদ্ধ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

আমি শোধরাব না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, দুর্গাবতী পুনরায় গর্ভবতী হইয়াছেন। তিনি পিত্রালয়ে যাইবার জন্য শাশুড়ী ও স্বামীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছেন, কিন্তু মতিলাল কোন মতেই তাঁহাকে পাঠাইলেন না। রাজলক্ষ্মী এখানে থাকিলে তাঁহার সহিত কলহ বিবাদ করিয়া মনের আগুন নির্ব্বাণ করিতেন। কিন্তু তিনি এক্ষণে এখানে নাই। সৌদামিনী ও শরৎকুমারী প্রথম হইতেই পৃথক্ ছিলেন, যদিও এক্ষণে তাঁহারা মতিলালের বাটীতে আসিয়া বাস করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদের সহিত কলহ বিবাদ করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না, এজন্য এ ক্ষেত্রে তিনি আর কাহাকেও না পাইয়া সময়ে সময়ে শাশুড়ীর সহিত ঝগড়া করিতেন। কখন কখন তিনি নিজে নিজেই সকলকে শুনাইয়া কহিতেন, "মা বেটায় পরামর্শ করিয়া আমাকে কষ্ট দিবার অভিসন্ধি করিয়াছেন। বৌকে ঘরে পূরে রাখ্‌বেন, কিন্তু বৌয়ের সুখ দুঃখের দিকে তাকাইবেন না। কোন জিনিষ কখন

আদর করে হাতে তুলে খেতে দেন না; এমন অবস্থায় আমি ইঁহাদের কাছে কি করিয়া থাকি? আমার আহারে রুচি নাই, নিজেরা দেখে শুনেও ত কিছুই দেবেন না, অথচ আমি যদি কিছু চাই অমনি আগুন লাগিবে এখন! শাশুড়ীর মুখ তোলো হবে, পুত্রকে দশখানা করে লাগিয়ে আমাকে ঝাটা লাথি খাওয়াবেন।" ফলতঃ দুর্গাবতীকে এখানে রাখা হইয়াছে বলিয়া, তিনি মতিলালকে জব্দ করিবার মানসে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন, এবং সেই ছিন্ন কাপড় পরিধানপূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে বেড়াইতেন। পাড়াপ্রতিবেশী যে কেহ বাটীতে আসিতেন, তাঁহাকেই কহিতেন, "আমাকে জোর করে এখানে রাখবেন, কিন্তু আমার কাপড় চোপড় যাহা যাহা দরকার, তাহা দিতে পারিবেন না। আগামী বৎসরে আমার ব্রত আছে, তাহার জন্য একখানা কাপড় প্রয়োজন। আমাকে যদি এখানে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, তবে সে কাপড়ও একখানা আমাকে দিতে হইবে।"

পুত্রবধূর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাঁহাকে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতে দেখিয়া মতিলালের মাতা মতিলালকে বলিয়া দুর্গাবতীর জন্য একজোড়া কাপড় আনাইয়া দিলেন। দুর্গাবতী কাপড় লইয়াই তন্মধ্য হইতে একখান ব্রতের জন্য তুলিয়া রাখিবেন বলিয়া ধোলাই করিতে দিলেন এবং অপর

খানা পরিধান করিতে আরম্ভ করিলেন। দুই তিন দিন অতিবাহিত হইলে রজক কাপড় দিয়া গেল এবং মলিন বস্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান রহিল। সকলে মলিন বস্ত্র ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু দুর্গাবতী কিছুই দিলেন না। শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলে কহিলেন, "আমি কাপড় দিব কেমন করিয়া ? যে কাপড় ধোলাই করিয়া আসিয়াছে তাহাই ছিন্ন, তার পর কাপড় দিয়া কি উলঙ্গ বেড়াইব ?"

শাশুড়ী। উলঙ্গ বেড়াইবে কেন ? তোমাকে সেদিন যে কাপড় জোড়া দিয়াছিল, তাহা কি হইল ? এত কাপড় ছিঁড়িতে গেলে কি গৃহস্থঘরে চলে মা ?

দুর্গা। একজোড়া কাপড় বৈত নয় ? তাও আবার ধোপার দোষে যেরূপ ময়লা হইতেছে, তাহা কয় দিন আস্ত থাকে ?

শাশুড়ী। কেন, তোমার কি ঐ একজোড়া ছাড়া আর কাপড় ছিল না ? পুরাতন কাপড় কি একখানাও নাই ?

দুর্গা। তবে আমি বলিয়া থাকি কি ? আর আপনারাই বা কি শোনেন ? আমি কি এখানে থাকবো বলে এসে-ছিলাম ? আমি পূজা দিতে আসিয়া দুই একদিন থাকিয়া চলিয়া যাইব এই জানিতাম, সুতরাং আমি তখন দুখানি মাত্র কাপড় হাতে করে লয়ে এসেছিলাম। আমার বাক্স,

পেটরা সবই তো আমার বাপের বাড়ী। যে ছুখানা কাপড় এনেছিলাম তাও তো পুরাতন, তাহা নেকড়া হইয়া গিয়াছে।

শাশুড়ী। তাহা হইলেও ত এবারকার ছুখানা লইয়া চারিখানা হইবে? তবে কেন ধোপার বাড়ী কাপড় দিলে না?

ছুর্গা। এবারকার একখানি কাপড় আমি ব্রতের জন্য তুলিয়া রাখিব বলিয়া ধোলাই করিতে দিয়াছি।

শাশুড়ী। তোমার ব্রত কবে?

ছুর্গা। সামনে বৈশাখ মাসে।

শাশুড়ী। এখনও তো কয়েক মাস আছে, তারই সরঞ্জাম তুমি এখন হইতে করিতেছ, সেই কাপড় পর গিয়া। ব্রতের সময় ধোলাই করা কাপড় একখানা আনিয়া দেওয়া যাইবে।

ছুর্গা। তখন সকলে বলবে দোকানে অনেক ধার, এখন কি কাপড় আনা চলে? তা হলেই ত আমার ব্রত মাটী। তদ্ভিন্ন চারিখানা কাপড়ে কি আমাদের চলে? আমাদের প্রতি ধোপে চারিখানা না হলে চলে না।

শাশুড়ী। আচ্ছা, আবার কাপড় আনাইয়া দেওয়া যাইবে, এখন ঐ চারখানাই পর। ব্রতের কাপড় মতি না দেয়, আমি আনাইয়া দিব, প্রতিশ্রুত রহিলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শাশুড়ীর বাক্যে দুর্গাবতী ব্রতের কাপড়খানি লইয়া পরিলেন এবং তাঁহার শাশুড়ী মতিলালকে বলিয়া তাঁহার জন্য আর একজোড়া কাপড় অনাইয়া দিলেন।

দশমাস অতীত হইলে দুর্গাবতী একটী কন্যা প্রসব করিলেন। মতিলালদিগের প্রথা অনুসারে সূতিকাগৃহে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া প্রসূতি ও তনয়াকে সেক তাপ দিতে হয়। দুর্গাবতী তাহা স্বীকার করিলেন না। তিনি হরির নামে এ সকল প্রথা উঠাইয়া দিয়াছেন। প্রসবান্তে স্নান করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। দ্বিতীয় দিবস হইতে কন্যাটীর শ্লেষ্মা ধরিল, তখন মতিলালের মাতা সেক তাপ লইবার জন্য পুত্রবধূকে অনুনয় করিলেন, কিন্তু দুর্গাবতী কিছুতেই অগ্নির সংস্রবে যাইবেন না, তখন কাজেই মতি-লালের মাতা একটী গামলায় করিয়া অগ্নি লইয়া কন্যাটীকে ভাল করিয়া সেকিয়া দিলেন। এইরূপ তিন চারি দিন করিলে কন্যা সুস্থ হইল।

দুর্গাবতী যতদিন সূতিকাগৃহে ছিলেন, ততদিন আবোল তাবোলেরও পৃষ্ঠদেশ সুস্থ হইয়াছিল। তিনি সূতিকাগৃহে আবদ্ধ হওয়া অবধি তাবোলকে লইয়া মতিলাল শয়ন করিতেন। কিন্তু তিনি সূতিকাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেই তাবোল রাত্রিযোগে তাঁহার স্তন্যদুগ্ধ খাইয়া ফেলিত। বলা বাহুল্য তিনি নয় দিন পরে, সূতিকাগৃহ হইতে বহির্গত

হইলেও অন্য এক প্রকোষ্ঠে শয়ন করিতেন। তাবোল মতিলালের নিকট শয়ন করিলেও, রাত্রি দুই প্রহরের পর মতিলালের অজ্ঞাতসারে উত্থান করিয়া দুর্গাবতীর নিকট গিয়া শয়ন করিত। এজন্য তাবোল সময়ে সময়ে প্রহার খাইত। আবোল তাহার ঠাকুরমার নিকট থাকিত, সুতরাং তাহার কোন গোলযোগ ছিল না।

দুর্গাবতী কন্যা প্রসব করিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছেন। তাঁহার সেই পূর্ব্বের শোক পুনরায় উদ্দীপিত হইল। মতিলালের যদিও মাহিনা বৃদ্ধি হইয়াছে, তথাপি গুরুতর সংসারভারে তাঁহাকে ক্লিষ্ট দেখিয়া কন্যার আদরের ত্রুটী হইবে, অর্থাভাবে ভাল ঘরে তাহার বিবাহ হইবে না, এই সকল ভাবিয়া মতিলালের উপর তাঁহার ক্রোধ জন্মিল। কন্যাটী মাস তিনেকের হইল দেখিয়া মতিলাল তাহার জন্য ৬টী জামা কিনিয়া আনিলেন, কিন্তু তাহা দুর্গাবতীর পশন্দ হইল না। সুতরাং দুর্গাবতী একটী একটী করিয়া প্রত্যেকটী ছুড়িয়া ছুড়িয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর তাবোলকে দুর্গাবতীর পিতা যে একটা না দুইটা জামা দিয়াছিলেন, তাহাই অর্দ্ধছিন্ন অবস্থায় তাঁহার নিকট ছিল, তাহাই তিনি বাহির করিয়া কন্যাকে পরাইতে লাগিলেন। ফল কথা, কন্যার জন্য তিনি শ্বশুরালয়ের দ্রব্যাদি যত না লইতে হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি

তাবোলের প্রতি কঠোর আচরণ আরম্ভ করিতে লাগিলেন। তাবোল সর্ব্বদা মাতার প্রহার খাইয়া ভয়ে জড় সড় হইয়া উঠিল।

একদিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে দুর্গাবতী রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাবোল বহির্দ্দেশে গমনপূর্ব্বক শৌচের জন্য মা মা করিয়া ডাকিতেছে। দুর্গাবতী তাহার সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাহাকে যথোচিত ভৎ‍্সনাপূর্ব্বক গালি দিতেছেন। তাঁহার শাশুড়ী কিম্বা অপর কেহ তাহার শৌচার্থে উদ্যোগী হইলে, দুর্গাবতী তাহাকে নিষেধ করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার সহিত বিরোধ করা অপেক্ষা সকলেই সে কার্য্যে ক্ষান্ত হইলেন। সকলকে ক্ষান্ত হইতে দেখিয়াই হউক, অথবা যে কোন কারণেই হউক, দুর্গাবতী পুত্রকে শাসাইতে লাগিলেন, "হতভাগা! এমন সময়ে কে তোমাকে শৌচ করিয়া দিবে? তুমি ঐ অবস্থায়ই থাক, আমার কার্য্য শেষ করিয়া রাত্রি ৮টা বাজিলে তবে জল দিব।" তাবোল ছেলে মানুষ, সে এ শাসনের কি বুঝিবে? কাজেই ক্রন্দন ধরিল। এমন সময়ে মতিলাল গৃহে আগমন করিলেন। সমস্ত দিবস আপিসে পরিশ্রমের পর বাটী আসিয়া কোথায় শান্তিলাভ করিবেন, তৎপরিবর্ত্তে তিনি আসিয়াই তাবোলের এই অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া রাগতস্বরে কহিলেন, "বাড়ীতে কেউ কি নাই, উহাকে শৌচার্থ একটু জল ঢালিয়া দেয়?"

মাতা। থাক্‌বে না কেন? আমাদের জল দিতে দেবে না। আমি দিতে গেলাম, শরৎকুমারী দিতে গেল, সকলকেই বেজারভাবে নিষেধ করিল। কে বাপু উহার সহিত রাত্রিদিন কলহ করিবে? একটু জল দিলেই হয়ত আগুন জ্বলে উঠবে এখন।

মাতার নিকট স্ত্রীর ব্যবহারের কথা শুনিয়া মতিলাল আরও ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং কহিলেন, "আচ্ছা, আমি নিজে জল দিয়া আসিতেছি, দেখি কে কি করে।" এই বলিয়া তিনি কাপড় ছাড়িয়াই তাবোলকে জল দিতে গেলেন। তাহা দেখিয়া দুর্গাবতী আরম্ভ করিলেন, "ওঁকে জল দিতে হবে না বল্‌চি, আমার যখন সময় হবে তখন দিব।"

মতিলাল স্ত্রীর কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি জল দিবার নিমিত্ত কলতলায় উপনীত হইলেন, এমন সময়ে দুর্গাবতী এক টুকরা বংশ লইয়া তাবোলকে মারিতে উদ্যত হইলেন ও বলিতে লাগিলেন, "পোড়ার মুখো ছেলে, আমাকে রোজ এমনি করে জ্বালাতন করবে? তোমাকে আজ মেরে ফেলে তবে আমার আর কাজ।" তথাপি মতিলাল কহিলেন, "ও ছেলে মানুষ, ওর কি জ্ঞান আছে? ওকে অমন করে কষ্ট দেওয়া কেন? ছেলে মানুষকে অকারণে কষ্ট দিলে পাপ হয়।"

দুর্গাবতী শুনিবার পাত্রী নহেন, সেই বংশদণ্ড আস্ফালন-

পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাবোলকে এক ঘা প্রহার দিলেন। প্রহার খাইয়া তাবোল যেই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, অমনি মতিলাল "দেখ্‌বি তবে, দেখ্‌বি তবে" বলিয়া দুর্গাবতীর হস্তস্থিত বংশদণ্ডখানি কাড়িয়া লইয়া প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া নিক্ষেপ করিলেন। দুর্গাবতীও ছুতার ঘায় মূর্চ্ছা যান। তাঁহার হস্ত হইতে বংশদণ্ড ছিন্ন হইল দেখিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে ও গালি দিতে দিতে কহিলেন, "পোড়ার মুখো, আমাকে বাপের বাড়ী না পাঠিয়ে এইখানেই মেরে ফেলবে। বাবা আমাকে এমন পোড়ার মুখো গরুর হাতে ধরে দিয়েছিলেন যে, আমাকে মারিতে উদ্যত হইল! যা বাকী ছিল সবই ত হইল। ঘা কতক দিলেই হত! মা বেটায় পরামর্শ করে মার্ ধরবে ঠিক করেছে। এতে কি ভাল হবে? সব উৎসন্ন হবে, এমন পুরী ক্ষয় হবে, এমন দম্ভ থাকৃবে না।"

দুর্গাবতী রন্ধন ছাড়িলেন না। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে গালি দিতে দিতে রন্ধন করিলেন। তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই, এই ক্রোধেই তাঁহার ক্রন্দন, এই রাগেই তিনি গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আহারের স্থান হইলে মতিলাল আহার করিতেছেন, এমন সময়ে মাতা কহিলেন, "মতি! তুমি উহাকে পিত্রালয়ে

পাঠাইয়া দাও; ঝগড়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল, এ কথা ভাল নয়। ও যখন কিছুতেই নরম হইল না, বংশ তুলিয়া গালি দিতেছে, তখন উহাকে রাখিয়া কি করিবে? একটা তুমুল কাণ্ড হইলে, তখন সর্ব্বনাশ হইবে।"

মতি। বার বার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে ঐরূপ হয়েছে, আর বাপের বাড়ী পাঠাব না। এখানে শরীর মাটি হলে, কি প্রাণসংশয় হলেও আর পিত্রালয়ে পাঠান হবে না। দেখি, ও শোধরায় কি না?

দুর্গাবতী রান্নাঘর হইতে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "আমি শোধরাব না। আমার এমনি করেই যাবে। বরং আরও বাড়াব, দেখি আমার কি করে। আমাকে যত দিন না মারে বা মেরে ফেলে, আমি তত দিন ক্ষান্ত হব না।"

মাতা। ঐ দেখ, শুনলে? ও যাঁহাবাজ মেয়ে বাবা। ও মা'র না খেলে ক্ষান্ত হবে না। ওর সঙ্গে তোমরা পারবে না। হিতে বিপরীত হবে। ওকে পাঠিয়ে দেও, সেখানে যদি ভাল থাকে, তাই থাকুক গে।

মতি। বাপের বাড়ী, বাপের বাড়ী, বাপের বাড়ীর সব সুখ আমি দেখে এসেছি। আমার আর জানতে কিছু বাকী নাই। এতদিন বাপের বাড়ীর গৌরব তোমাদের

সঙ্গে করতো, আমি শুনেও তাতে কথা বলি নি। ভাবতাম ঝগড়া বিবাদ করে ফল কি ? এখন বলি, বাপের বাড়ীর সুখ এমনি যে, আমি গেলেও একটা মশারি জোটে না। বাপের ছোট একটা কালকুটে ঝুলমাখা মশারি, তাই এনে খাটিয়ে দেওয়া হয়। তক্তপোষ এমনি যে, তার উপর শুইলে আমার পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত বাইরে থাকে। তার চেয়ে বড় তক্তপোষ ঘরে আর নাই। বাড়ীতে ভাঙ্গা টীনের একটী পেটরা বই আর পেটরা নাই, তবু এমনি বড় মানুষী যে, আমি অত বড় ইস্পাতের পেটরা ১৩৲ টাকা দিয়ে এনে দিলাম, তা পশন্দ হল না।

মতিলাল যতই বাপের বাড়ীর নিন্দা করিতেছেন, ততই দুর্গাবতী রন্ধন-গৃহমধ্য হইতে গালি দিতেছেন, তাহা শুনিয়া মতিলালের পুনর্ব্বার-ক্রোধোদ্রেক হইল। তখন তিনি কহিলেন, "এখনও চুপ কর বলচি, নইলে ভাল হবে না।"

"ভাল হবে না, ভাল হবে না, ভাল না হয় মন্দ হবে, মূর্খটা! ইচ্ছা করে, এই উননের আগুন তুলে ওর মুখটা পুড়িয়ে দিই।" এই বলিয়া দুর্গাবতী নির্ব্বাণপ্রায় উনন হইতে একহাতা ছাই সহ আঙ্গার তুলিলেন। মতিলাল ইত্যবসরে আচমনপূর্ব্বক আগমন করিতে করিতে তদবস্থায় দুর্গাবতীকে দেখিয়া হস্তের জল ঝাড়া দিয়া

দুর্গাবতীর গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "ঠাণ্ডা হও।" জল নিক্ষেপ করিয়া মতিলাল পশ্চাৎ ফিরিয়া যেমন চলিয়া যাইবেন, ক্রোধান্বিতা দুর্গাবতী সেই হাতাস্থিত ছাই তাহার গাত্রে নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতে মতিলাল প্রকৃতই ক্রুদ্ধ হইলেন। স্ত্রীলোকের এতদুর আস্পর্দ্ধা তাঁহার অসহ্য, একারণ তিনি কটমট দৃষ্টিতে দুর্গাবতীর দিকে তাকাইয়া আছেন দেখিয়া দুর্গাবতী কহিলেন, "মূর্খটা, তাকিয়ে দেখচিস্ কি ? মারবি নাকি ? আয় না।"

মতিলালের ক্রোধ হইয়াছে জানিতে পারিয়া পাছে মতিলাল ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তোলেন, এই ভয়ে ভীত সৌদামিনী, শরৎকুমারী ও মতিলালের মাতা তাঁহাকে ধরিয়া স্থানান্তরিত করিলেন।

মতিলাল ক্রোধান্ধ হইয়া দুর্গাবতীকে প্রহার করিলে দুর্গাবতীর অভীষ্ট সিদ্ধ হইত। তাহা হইলে তিনি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন ও হট্টগোল বাধাইয়া পিত্রালয়ে যাইবার পথ সুবিধা করিয়া লইতে পারিতেন। অভিপ্রেত কার্য্যে প্রতিহত হইয়া, তিনি ক্রোধে, ক্ষোভে, দুঃখে ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া অনবস্থচিত্তে শাশুড়ীর গৃহে উপনীত হইলেন। মানুষ ক্রোধপরতন্ত্র হইলে কি অকার্য্যই না করিতে পারে, এই ভাবিয়া সৌদামিনী ও শরৎকুমারী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। মতিলাল কিছুদিন

একাদশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বে কোন বন্ধুদ্বারা একজোড়া ভোজালী আনাইয়াছিলেন। ভোজালী দুখানি তাঁহার মাতার প্রকোষ্ঠে সরদালের উপর রক্ষিত হইয়াছিল। তাহা দুর্গাবতী প্রভৃতি সকলেই জানিতেন। দুর্গাবতী যখন সেই গৃহে তক্তপোষের উপর উঠিলেন, তখন সৌদামিনী ও শরৎকুমারীর আর দুর্গাবতীর অভিপ্রায় জানিতে বাকী রহিল না। তাঁহারা অমনি তাঁহাকে ধরিয়া নামাইলেন। দুর্গাবতী তক্তপোষের উপর হইতে নামিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াই দালানে উপনীত হইলেন। তথায় থিয়েটারে অভিনেত্রীদিগের ন্যায় হঠাৎ ভূতলশায়ী হইয়া "বাবারে! আমাকে সকলে মারিয়া ফেল্‌রে!" বলিয়া রব করিয়া উঠিলেন। সেই রব শ্রবণ করিয়া মতিলাল পুনরায় বহির্গত হইয়া কহিলেন, "ওরূপ চীৎকার করিবে যদি, তবে রাস্তায় যাউক"; এই বলিয়া তিনিও নামিয়া আসিলেন। এই রবে আকৃষ্ট হইয়া পাড়ার দুই একটী লোকও তাঁহাদের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ব্যাপার কি জানিয়া পাড়ার লোকেরা যে যাহার বাড়ী চলিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

হরিবাবা।

পাঠক! পূর্ব্বাধ্যায়ে অবগত হইয়াছেন যে, রাজলক্ষ্মী সাধু-পুরুষ (কিংবা অসাধুপুরুষ যাহাই বলুন) কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া ক্রোধে ক্ষোভে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া খাবারের ঠোঙ্গা দূরে নিক্ষেপপূর্ব্বক অপর একটী গৃহে প্রবেশানন্তর দ্বার রুদ্ধ করিলেন। সাধুপুরুষ স্ত্রীলোকের এতাদৃশ আচরণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছেন, এমন সময়ে হীরালালের পদধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। হীরালাল গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেই রাজলক্ষ্মী গৃহদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, "তোমার আর আমার চিকিৎসায় প্রয়োজন নাই। তুমি যে চিকিৎসা করিয়াছ তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে মান লইয়া জাতি লইয়া বাটী পৌঁছিলে উদ্ধার হই।" হীরালাল কিছুই অবগত ছিলেন না, এজন্য তিনি আগ্রহসহকারে কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে, রাজলক্ষ্মী

কহিলেন, "আমি এখানে আসা অবধি ঐ বুড়াটাকে বড় ভ্রাতা জ্ঞানে সম্মান করিয়াছি, ওর পূজার স্থান করিয়া দিয়াছি, রন্ধন করিয়া আহার করাইতেছি, তার কি এই ফল হইল! অদ্য একঠোঙ্গা খাবার আনিয়া আমাকে ডাকিয়া ঠোঙ্গাটী হস্তে দিয়াই আমার হস্ত ধারণ করিল! বুড়া ধর্ম্মের ভাণ করিয়া এই কার্য্য করে। নষ্ট দুষ্ট লোক বরং ভাল, কিন্তু ধর্ম্মের ভাণ করিয়া যাহারা এইরূপ আচরণ করে, তাহাদের নিকট তিলার্দ্ধও থাকিতে নাই। তুমি এস, এখনি আমরা এখান হইতে রওনা হইয়া পথে পথে রাত্রি যাপন করিব।" এই বলিয়া রাজলক্ষ্মী অগ্রসর হইলেন। হীরালাল এক-বার মাত্র গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলেন, সাধু ভণ্ড-তপস্বী প্রশান্তমনে পূজায় নিযুক্ত আছেন। রাজলক্ষ্মী অগ্রসর হইয়াছেন জানিয়া তিনি আর তাঁহার সহিত কথা কহিবার অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, এজন্য তাঁহাকে কিছু না বলিয়াই প্রস্থান করিলেন। অনন্তর হীরালাল ও রাজলক্ষ্মী উভয়ে সে রাত্রি ষ্টেসনঘরে অতিবাহিত করিয়া পরদিবস প্রত্যূষেই মেদিনীপুর রওনা হইলেন।

মেদিনীপুর পৌঁছিয়া হরি-বাবার আশ্রম অনুসন্ধান করিয়া লইতে তাঁহাদের অধিক কষ্ট হইল না। হরি-বাবা সন্ন্যাসী হইলেও তিনি সাধারণ সন্ন্যাসীর ন্যায় বৃক্ষ-

তলবাসী নহেন। তিনি কোটা বাড়ীতে বাস করেন। তাঁহার বাড়ীতে চারিটী কুটুরী। এক কুটুরীতে হরিবাবা নিজে থাকেন এবং বাটীর ভিতর কোন প্রকোষ্ঠে তাঁহার ভগ্নী তারাদেবী বাস করেন। বাটীর ভিতর একটী প্রকোষ্ঠ তাঁহাদের ঠাকুর ঘর। এই ঘরে একখানি কৃষ্ণ-প্রস্তরখোদিত সুন্দর কালীমূর্ত্তি, সন্ন্যাসী হরিবাবা ও তাঁহার ভগ্নী এই কালীর উপাসক।

রাজলক্ষ্মী কখন সন্ন্যাসী দেখেন নাই। সন্ন্যাসীদের গুণপণা হীরালালের মুখে শ্রবণ করিয়া ভক্তিপ্রবণহৃদয়া রাজলক্ষ্মীও তাঁহাদের উপর ভক্তি ও বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম সন্ন্যাসীর বাটী আসিয়া ও তাঁহার আচরণ স্বচক্ষে দেখিয়া তাঁহার সন্ন্যাসি-ভক্তি হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। এজন্য হীরালাল বাটী প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া, যখন মেদিনীপুরে হরিবাবার নিকট যাইবার উদ্যোগী হইলেন, তখন তিনি কহিলেন, "কাল চুল যার মস্তকে, তাহাকে কখন বিশ্বাস করিতে নাই। তুমি করিতে হয় করিও, আমি কিন্তু আর একাকী কখন কোন আশ্রমে থাকিব না।"

হীরালাল কহিলেন, "ও বেটার নিকট আমাদের ত যাইবার কথা ছিল না। তবে পথ চল্‌তি রাত্রিকালে কোথায় যাই, ও বেটাও ডাকিল, তাই ওর ওখানে গেলাম।

এখন আমার স্মরণ হইতেছে যে, স্বপ্নে যে দিন মা কালীকে দর্শন করি, সেই দিন তোমার পীড়ার কথা বলিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'তোমার স্ত্রীর পীড়া আমার সেবকের অনুকম্পায় ত্বরায় আরোগ্য হইবে, কিন্তু নষ্ট দুষ্ট ব্যক্তি হইতে সাবধান।' এক্ষণে বোধ হইতেছে এই ভণ্ড-তপস্বীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে জানিয়াই মা আগে হইতেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। প্রকৃত সাধু-পুরুষ দেখিলে আপনা হইতেই মনে ভক্তির উদ্রেক হইবে। তাঁহাদের বাক্য, ব্যবহারে, কার্য্যে ভক্তি স্বয়ং উৎপন্ন হয়। তা তুমি আশ্রমে একাকী না থাকিতে চাও, আমিই তোমার সঙ্গে থাকিব।" তখন রাজলক্ষ্মী সম্মত হইয়া হরিবাবার বাটী আগমন করিলেন।

যখন হীরালাল ও রাজলক্ষ্মী হরিবাবার বাটী পৌঁছিলেন, তখন তিনি বাটী ছিলেন না, এজন্য কিয়ৎক্ষণ তাঁহার গৃহে অপেক্ষা করিলেন। হরিবাবার ভগ্নী বাটীর ভিতর আছেন এবং অন্যান্য শিষ্য চাকরও আছে, কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে কোনও কথা বলিলেন না।

অপেক্ষা করা অপেক্ষা দুরূহ কার্য্য আর নাই। যতক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে, তাহা না করিয়া যদি সেই সময়ের জন্য কোন কার্য্য করিতে হয়, তাহাও বরং ভাল। গৃহের ভিতর কত সময় আমরা অকার্য্যে বসিয়া থাকিয়া সময় অতিবাহিত করি, কত সময় ঘুমাইয়া কাটাই, তজ্জন্য

কোনরূপ কষ্ট অনুভব করি না ; কিন্তু কাহারও প্রত্যাশায় বসিয়া থাকিতে হইলে সময় যেন ফুরায় না। হীরালাল ও রাজলক্ষ্মী হরিবাবার অপেক্ষায় বসিয়া কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন। এক একবার তাঁহারা মনে ভাবিতেছেন, "না হয় ফিরিয়া দেশে চলিয়া যাই, কিন্তু আবার ভাবিতেছেন, এই অল্প সময়ের জন্য এত পায়ের খরচ, এত কষ্ট স্বীকার সকলই অকারণ হইবে।" এই ভাবিয়া আবার অপেক্ষা করিতেছেন। পরিশেষে হরিবাবা আসিলেন। হীরালাল ও রাজলক্ষ্মী উভয়ে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইলেন। উভয়েই দেখিলেন, হরিবাবা আমাদের সাধারণ সন্ন্যাসীর ন্যায় কৌপীনধারী নহেন। তিনি সাধারণ ভদ্রজনোচিত পরিচ্ছদপরিহিত, কিন্তু তাঁহার মুখ ও চক্ষুর জ্যোতিঃ যেন অন্যরূপ। তিনি গৃহপ্রবিষ্ট হইয়াই হীরালাল ও রাজলক্ষ্মীকে দণ্ডায়মান দেখিয়া কহিলেন, "তুমি হীরালাল না?"

হীরা। আজ্ঞা, আমি সেই দাসানুদাস।

হরি। তুমি পত্নীসমভিব্যাহারে আসিবে আমি জানি এবং এক ভণ্ড-তপস্বীর ফাঁদে পতিত হইয়াছিলে তাহাও জানি। সে যদি অন্যকার দিন তোমাদিগকে রাখিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে তোমার স্ত্রীর অসুখ আরোগ্য হইতে অনেক গৌণ হইত। যাহা হউক, সকলই তাঁহারই কৃপা।

এই বলিয়া কহিলেন, "বস বাবা, বস।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

তারাদেবী ইতঃপূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে শিষ্য আসিয়াছে, সুতরাং তিনি তদনুরূপ রন্ধন করাইয়াছেন। হরিবাবা বাটীর ভিতর গমন করিয়া শিষ্যভৃত্যগণকে অতিথির প্রতি যত্ন লইবার আদেশ দিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র কেহ তাঁহাদিগের জন্য তৈল আনিয়া দিল এবং পুষ্করিণী দেখাইয়া দিয়া স্নান করিয়া আসিতে কহিল। তাঁহারা স্নানান্তে আশ্রমে উপনীত হইলে স্বয়ং হরিবাবা তাঁহাদিগকে কহিলেন, "অদ্য শিবরাত্রির উপবাস করিবারই কথা, কিন্তু তোমরা কল্য রাত্রি হইতে কিছুই আহার কর নাই, এজন্য তোমাদিগকে আমি আহার করিবার পরামর্শ দিই। গুরুগৃহে আহার করিলে শিবরাত্রির ব্রত পণ্ড হয় না, আর পণ্ড হইলে আমিও তোমাদিগকে আহার করিতে অনুরোধ করিতাম না; কারণ আমার ঔষধ শিবরাত্রির ব্রত করিয়া সেই রাত্রেই সেবন করিতে হয়।"

হরিবাবার আদেশমত তাঁহারা আহার করিলেন। যদিও হরিবাবা কৌপীনধারী নহেন, তথাপি তাঁহার বাক্যে হীরালাল ও রাজলক্ষ্মী উভয়েরই ভক্তি হইয়াছে। আহারান্তে তাঁহারা বহির্ব্বাটীতে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে হরিবাবা আসিয়া তক্তপোষের উপর উপবিষ্ট হইলেন এবং হীরালাল ও রাজলক্ষ্মীকে উঠিয়া বসিতে কহিলেন। হীরালাল বসিলেন, কিন্তু রাজলক্ষ্মী হরিবাবার সহিত

একাসনে উপবিষ্ট হওয়া অযুক্তিকর জ্ঞান করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ব্রতক্লিষ্টবদন হরিবাবা কহিলেন, "বস না মা, তোমার পীড়া, তোমাকে পরীক্ষা করিতে হইবে, তবে ত ঔষধের ব্যবস্থা হইবে।" কাজেই তখন রাজলক্ষ্মী পতিপার্শ্বে মুখ লুকাইয়া উপবিষ্ট হইলেন।

হরি। তোমরা অনেকদূর হইতে আসিয়াছ, কিন্তু আমি যে ডাক্তার নই, তাহা তোমরা জান ত?

হীরা। আজ্ঞে হাঁ, তা জানি, কলিকাতার জনৈক সন্ন্যাসী আমাকে আপনার নিকট আসিতে আদেশ দিয়াছিলেন, তাই আমার আসা।

হরি। তা বেশ করিয়াছ, আমার কয়েকটী মাত্র গাছ গাছড়া হইতে প্রস্তুত ঔষধ আছে, তদ্দ্বারা আমি উৎকট উৎকট রোগ আরোগ্য করিয়া থাকি।

ঔষধের কথা আরম্ভ হইলে তাঁহাকে মূল্যস্বরূপ কি দিতে হইবে, হীরালাল তদ্বিষয়ে স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিবার জন্য স্ত্রীকে একবার বাহিরে যাইতে বলিয়া তিনিও গাত্রোত্থানের উদ্যম করিতেছেন দেখিয়া হরিবাবা নিষেধ করিয়া বলিলেন, "ঔষধের মূল্য বিষয়ে স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিতে গমন করিতেছ? তোমার যাইতে হইবে না। আমি ঔষধের মূল্য গ্রহণ করি না। তবে আমার এখানে যাহারা আগমন করেন, তাঁহাদের সহিত

কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকিলে আমি চিকিৎসাভার গ্রহণ করি না, আর যদি করিতে বাধ্য হই, তখন কোন না কোন সম্বন্ধ ঘটাইয়া লইতে হয়, তাহাতে অনেক বিলম্বও হইয়া থাকে।”

হরিবাবার এই কথা শুনিয়া হীরালাল স্তম্ভিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, “তবে আমাদের যখন ঔষধি দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন অবশ্য আমাদের সহিত সম্বন্ধ আছে। এ কি প্রকার সম্বন্ধ, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।”

হরিবাবা হীরালালের মনোভাব অবগত হইয়াই যেন কহিলেন, “কি সম্বন্ধ তাহা বুঝাইয়া দিতে অনেক গৌণ হইবে, তবে যদি ইচ্ছা কর, আমি এক্ষণেই প্রমাণ দিতে পারি যে তোমাদের অন্তরাত্মার সহিত আমার অন্তরাত্মার সম্বন্ধ আছে।”

হীরা। কি প্রমাণ, দিন দেখি।

“তবে আমার হাত ধর”, এই বলিয়া হরিবাবা নিজের হস্ত বাড়াইয়া দিলেন এবং কহিলেন, “আমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাক।”

হীরালাল কম্পান্বিতকলেবরে তাহাই করিলেন। তখন তাঁহার বোধ হইল যেন তাঁহার চক্ষু হইতে একটা পরদা সরিয়া গেল। তাঁহার মনও বিশ্বস্ত এবং বিপুল

আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। ক্রমে হীরালালের বোধ হইতে লাগিল যেন হরিবাবার বদনমণ্ডলের অন্তরালে আর একখানি মুখ তাঁহার দিকেই তাকাইয়া আছে। প্রথমতঃ তাঁহার বোধ হইল ও মুখ হরিবাবারই। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলেন তাহা নহে। সে বদন, সে চক্ষু যেন তাঁহার পরিচিত। তিনি কোথায় সেই বদনমণ্ডল দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই যেন স্মৃতিপথে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর তাঁহার স্মৃতির সাহায্যের প্রয়োজন হইল না। তিনি এক্ষণে বুঝিলেন যে, স্বপ্নে তিনি যে মা কালিকামূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, এ বদন যেন সেই মূর্ত্তির। এই মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর আনন্দে পুলকিত হইল। তাঁহার ভার্য্যাও তদীয় অঙ্গ স্পর্শ করিয়া থাকিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। তিনিও এই কমনীয় প্রশান্ত হসিতমূর্ত্তি অবলোকন করিলেন। উভয়েই উল্লসিত হইয়া যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে হরিবাবা হীরালালের হস্ত ছাড়িয়া দিলেন। সেই হৃদয়োন্মাদকারিণী মূর্ত্তিও তৎক্ষণাৎ বিলুপ্ত হইল। হীরালাল বিস্মিতান্তঃকরণে মনে মনে ভাবিলেন, "ইহা কি ?"

ইহা কি, বুঝিতে পারিলে না ? তোমাদের মন ও আমার মন এক উপাস্য দেবতার অধীন। সুতরাং আমাদের পরস্পর সাহায্য করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমি

তোমার জন্য এক্ষণে যাহা করিতেছি, যদি প্রয়োজন হয়, পরে ভবিষ্যতে তুমি আমারও যথেষ্ট উপকার করিতে সমর্থ। সে যাহা হউক, আমাদের মধ্যে সম্বন্ধ কি, তাহা ত বুঝিলে ? এক্ষণে যাবৎ না তোমার স্ত্রী আরোগ্য লাভ করেন, তাবৎ আর আমার নিকট কোন প্রশ্ন করিও না।" এই বলিয়া হরিবাবা একটী পুঁটুলী হইতে বাছিয়া বাছিয়া একটী বড়ী বাহির করিয়া দিয়া কহিলেন, "এই বড়ীটা মাকে একটু জল সহ সেবন করিতে বলিবে। আর একটী কথা, যাবৎ না উনি আরোগ্য হন, অর্থাৎ মাসাবধি অন্ততঃ, আপনাদিগকে এখানে থাকিতে হইবে।"

হীরালালের নিকট এমন অর্থ নাই যে, এই বিদেশে আসিয়া সস্ত্রীক খরচ চালাইয়া মাসাবধি কাল অবস্থান করেন। এজন্য এতদ্বিষয়ে তিনি আপত্তি করিতে যাইবেন, এমন সময়ে হরিবাবা নিজেই কহিলেন, "অবশ্য তোমরা আমার এই খানেই থাকিবে। আমার এক ভগ্নী আছেন, তাঁহাকে আমি স্বার্থপর অধার্ম্মিক বাহিরের স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতে দিই না। তোমার স্ত্রী থাকিলে তাঁহারও বিশেষ সহায়তা হইবে।" হরিবাবা এই কথা বলিবামাত্র হীরালালের প্রত্যুপকারের কথা স্মরণ হইল। এই সামান্য বিষয়ে তিনি যদি অস্বীকার করেন, তবে গুরুতর কোন বিষয়ে সাহায্য প্রার্থনা করিলে হীরালাল

যে তাহা করিবেন, তাহার প্রমাণ কি? সুতরাং হীরালাল আর দ্বিরুক্তি না করিয়া স্বীকৃত হইলেন।

ঔষধ প্রদান করিয়া হরিবাবা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া নিজ ভগ্নীর নিকট গমন করিলেন। হীরালাল ও রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে দেখিয়াই প্রণাম করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গাবতীর স্বপ্ন।

দুর্গাবতী কিয়ৎকাল থিয়েটারে অভিনয় করিয়া কন্যাটী ও তাবোলকে লইয়া অপর এক প্রকোষ্ঠে শয়ন করিলেন। এই অবধি তিনি আর নিম্নে আইসেন না। মতিলালের সহিত আর তাঁহার কথোপকথন নাই। আহার ত্যাগ করিয়া তিনি অনবরত সেই প্রকোষ্ঠেই শুইয়া থাকেন। সকলের আহারাদি হইয়া গেলে কন্যার জন্য একটু দুগ্ধ লইয়া যান। কন্যাকেও আর আহার দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। দিন দুই তিন অনাহারে স্তনের দুগ্ধ শুকাইয়া গেল। তখন আবোলকে দিয়া তিনি প্রত্যহ প্রাতে কন্যাটীকে শাশুড়ীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন। কন্যাটী যখন বড় ক্রন্দন করিত, তখন আবোলকে দিয়া তাঁহার শাশুড়ী উপরে পাঠাইয়া দিতেন, অথবা নিজে গিয়া দিয়া আসিতেন। শাশুড়ীকে দেখিলেই এই অবধি তাঁহার বুলি হইল, "পুরী ক্ষয় হউক।" দুই তিন দিন অতীত হইলে তিনি আবোলকে দিয়া খাবার আনাইয়া ভক্ষণ করিলেন।

দারুণ শীতের সময় তিনি কন্যাটীকে শুদ্ধ মেঝিয়ার উপর ফেলিয়া রাখিতেন। ইহাতে শীতকষ্টে কন্যাটীর নিদ্রা হইত না, সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিয়া কাটাইত। কখন কখন ক্রন্দনের রবে পার্শ্বের গৃহে মতিলালের নিদ্রা হইত না। তিনি অনিদ্রায় কষ্ট বোধ করিলে মাতাকে কিংবা ভ্রাতৃবধূদিগের কাহাকেও ডাকিয়া কন্যা শান্ত করিতে কহিতেন, নতুবা তিনি দুর্গাবতীকে নীচের ঘরে নামাইয়া দিবেন ভয় দেখাইতেন। সেই ভয়েই হউক, অথবা কি কারণে বলিতে পারি না, দুর্গাবতী একবার একবার কন্যাটীকে লইতেন। এই অবকাশে মতিলালের নিদ্রাকর্ষণ হইত। এই প্রকারে মাসেক দুই মাস অতীত হইলে কন্যাটীর মস্তকময় ঘা হইল। বালিস অভাবে শক্ত মেঝিয়ার উপর মস্তক সংঘর্ষণে ক্ষত হইবার বিচিত্রতা কি? এদিকে আবার কন্যাটীকে দুগ্ধ খাওয়াইলেই তুলিয়া ফেলিত। শিশু বালক বালিকারা সর্ব্বদাই দুগ্ধ তুলিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহাতে, এইরূপ প্রবাদ আছে, শিশু দুর্ব্বল না হইয়া বরং সবলই হইয়া থাকে। কিন্তু দুর্গাবতীর কন্যার সেরূপ দুগ্ধতোলা নহে। ইহা প্রকৃতপক্ষে বমন, সেই বমনে এমন দুর্গন্ধ নির্গত হইত যে, আর কেহই তাহাকে ক্রোড়ে করিতে ইচ্ছা করিতেন না। কন্যার এই দুরবস্থা দেখিয়া সকলেই দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এমন সুন্দর কন্যাটী হইয়াছিল,

আহা, ছোট বৌ কেবল অযত্ন করিয়াই মেয়েটীকে বিনাশ করিলেন।" ছোট বৌ তাহাতে কর্ণপাতও করিতেন না। তাঁহার পিত্রালয়ে যাইবার ইচ্ছা পুনরায় বলবতী হইল, এজন্য পিতার নিকট পত্র দিতে লাগিলেন।

একদা রবিবারে হঠাৎ তাঁহার এক ভ্রাতা আসিয়া কহিল, "পিতা বড় পীড়িত, এজন্য একবার দিদিকে দেখিতে চান; যদি অনুমতি হয়, গাড়ি আনিয়া লইয়া যাই।"

মতি-মা। আমি ত পাঠাইবার কর্ত্তা নয়। মতিলাল বাড়ী আছে, তাহাকে গিয়া বল।

দুর্গাবতীর ভ্রাতা মতিলালকে গিয়া অনেক করিয়া বুঝাইলেন, মতিলাল সম্মত হইলেন না। তখন আবার তাঁহার মাতার নিকট আসিয়া কত অনুনয় বিনয় করিলেন, "আপনি হুকুম দিলেই হইল, আপনিই ত এখন বাড়ীর কর্ত্রী, আমরা আর কাহারও কথা মানিব না, আপনার অনুমতি পাইলেই আমাদের যথেষ্ট," ইত্যাদি বাক্যেও যখন মতির মা অনুমতি দিলেন না, তখন তিনি বাটী ফিরিয়া গিয়া পিতার নিকট সমস্ত বলিলেন।

দুর্গাবতীর ভ্রাতা চলিয়া গেলে, দুর্গাবতী বিষন্ন মনে নিজের ঘরে বসিয়া ভাবিতেছেন। পাড়ার দুই একটী গৃহিণী মতিলালের বাটী বেড়াইতে আসিয়াছেন। সকলের সহিত বাক্যালাপ করিয়া তাঁহাদের একজন জিজ্ঞাসা

করিলেন, "হাঁ গা, ছোট বৌ কোথায়, তাঁহাকে যে দেখ্‌তে পাচ্চি না?" দুর্গাবতীর শাশুড়ী উত্তর দিলেন, "তিনি ঝগড়া ঝাটি ছাড়া নহেন, দেখ গিয়া রাগ করে হয়ত নিজের ঘরেই বসে আছেন।" এই কথা শুনিয়া তাঁহারা দুর্গাবতীর গৃহে দুর্গাবতীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। দ্বার খুলিয়াই দেখিলেন, দুর্গাবতী কন্যার পার্শ্বে বসিয়া একাগ্রচিত্তে কি ভাবিতেছেন, তাঁহারা দুই তিন জন যে, সে গৃহে গমন করিয়াছেন, তাহা দুর্গাবতী জানিতে পারেন নাই। তাঁহাদের কথা শুনিয়া দুর্গাবতীর চমক ভাঙ্গিল, তিনি তাঁহাদিগকে দেখিয়াই কহিলেন, "এস এস, বস।"

এক গৃহিণী। তুমি একলা এমন করে এক ঘরে বসে রয়েছ কেন?

দুর্গা। কি করিব মা, শত্রুর মধ্যে বাস, কার সঙ্গে কি বল্‌তে ঝগড়া বেধে উঠবে, তাই একলা একলা বসে আছি।

গৃহিণী। সে কি ছোট বৌ, তোমার শাশুড়ী, তোমার স্বামী, তোমার ছেলে, তোমার জা, এর মধ্যে আবার শত্রু কে হল?

"আছে একজন," এই বলিয়া দুর্গাবতীর নানা ভাবনা জুটিল। তিনি পুনরায় একমনে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন

গৃহিণী। কে তোমার শত্রু হল? রাজলক্ষ্মী?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দুর্গাবতী একটু ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে, রাজলক্ষ্মী তাহার শত্রু হইতে পারে না।

গৃহিণী। তবে কে, সৌদামিনী না শরৎকুমারী?

দুর্গা। তারা কেন, তারা আমার কি কত্তে পারে?

গৃহিণী। তবে কে মতিলাল?

দুর্গা। তাও কি কখন হয়?

গৃহিণী। তবে কি তোমার শাশুড়ী?

দুর্গাবতী নিরুত্তর।

গৃহিণী। কথা কচ্চ না যে? শত্রু কি তোমার শাশুড়ী?

দুর্গা। ঐ ত। ঐ ত আমাকে জ্বালাতন কচ্চে। সকলকে শিখাইয়া দিয়া ঝগড়া বাধাইয়া দেয়। বাপের বাড়ী যাইবার কথা হইলে ওই ত বিঘ্ন বাধিয়ে দেয়।

দুর্গাবতীর কথা শুনিয়া গৃহিণীগণ মনে মনে একটু হাসিলেন। পরে এ ও সে নানা কথা বলিয়া তাঁহারা নীচে আসিয়া, মতিলালের মাতার নিকট তাঁহার পুত্রবধূর মনোভাব ব্যক্ত করিয়া যে যাঁহার বাটী প্রস্থান করিলেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরেই দুর্গাবতীর মধ্যম ভ্রাতা একবারে একখানি গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইলেন। ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া দিদিকে প্রণাম করিয়াই কহিলেন, "চল দিদি! তোমাকে লইতে আসিয়াছি।"

মতিলালের মাতা কহিলেন, "কি রকম লইতে আসি-

য়াছ? মতিলাল কি লইয়া যাইবার অনুমতি দিয়াছে?" তিনি কহিলেন, "হাঁ, তাঁহার অনুমতি পাইয়াছি। আপিস থেকে অনুমতি লইয়া একেবারে গাড়ি লইয়া উপস্থিত হইয়াছি।"

মতি-মা। ভাল রে ভাল, সে রইল বাড়ী, তুমি কেমন করে আপিস থেকে অনুমতি লইলে? এই বলিয়া তিনি মতিলালকে ডাকিয়া দিলেন। মতিলাল উঠিলে দুর্গাবতীর ভ্রাতা একটু অপ্রতিভ হইলেন, তখন মতিলাল কহিলেন, "ও! তোমাদের ব্যবসায় অই! বিবাহের পরই একবার তোমরা পিতার অসুখের দোহাই দিয়া লইয়া গিয়াছিলে, কিন্তু দাদা মহাশয় তৎক্ষণাৎ দেখিয়া আসিলেন, শ্বশুর মহাশয় স্বশরীরে আপিসে বহির্গত হইতেছেন। এ ব্যবসায় তোমাদের নূতন নহে।"

শ্যালক। তা আমি জান্‌বো কেমন করে, আমরা তখন শিশু, সে বোধ হয়, মাতুল মহাশয় লইয়া গিয়া থাকিবেন।

অনন্তর তিনিও মতিলালকে অনেক অনুনয় করিয়া দুর্গাবতীকে পাঠাইবার জন্য বলিলেন; কিন্তু মতিলাল যখন একান্ত অসম্মত, তখন তিনি বিষণ্ণবদনে বাড়ী প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ইহাতেও দুর্গাবতীর পিতা ছাড়িবার পাত্র নহেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মতিলালদিগের পাড়ায় লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন বর্দ্ধিষ্ণু উকীল বাস করেন। মতিলালের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। মতিলালের শ্বশুর, তখন মতিলালের নামে নানা দোষ দিয়া, তাঁহার কন্যাটী যাহাতে মতিলাল পাঠাইয়া দেয়, এই অনুরোধ করিয়া পত্র লিখি-লেন। লালমোহন বাবু বিচক্ষণ লোক ছিলেন। মতি-লালকে তিনি ভাল মানুষ বলিয়াই জানেন, এজন্য সেই পত্র প্রাপ্ত হইয়া মতিলালের পত্রবাহক-শ্যালককে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "তোমার পিতার কি জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে? জামাতার নামে দোষ দিয়া কন্যাকে লইয়া যাইতে চান? কন্যাই বা পাঠাইবে কেন? দুই তিন পুত্রের মা তোমার দিদি, নিত্যই বাড়ী লইয়া যাওয়া কেন?" এই প্রকারে তিরস্কৃত হইয়া মতিলালের শ্বশুর ক্ষান্ত হইলেন বটে, কিন্তু দুর্গাবতীর হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তিনি এখন হইতে আর আবোলকে ক্রোড়ে লন না, কিম্বা তাহাকে লইয়া শয়ন করেন না। কখন কখন বা মতিলালের প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার তামাক খাইবার নল, কখন বা তামাক, কখন বা অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিতেন। মতিলাল দ্রব্যাদি অপহৃত দেখিয়া সকলকে তিরস্কার করিতেন। অবশেষে একদিবস বাটীর পশ্চাদ্ভাগে বনের ভিতর তাঁহার নল ও এক কৌটা তামাক পাইলেন।

মতিলালের কন্যাটীর এদিকে দুগ্ধতোলা বৃদ্ধি পাইল। দুগ্ধ খাওয়াইলেই তাহার গলার ভিতর ঢকর ঢকর শব্দ হইত। এই প্রকারে বমন হইয়া গেলে তবে সেই শব্দের নিবৃত্তি হইত। কন্যার কলেবর কোথায় দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, তাহা না হইয়া সে দিন দিন কৃশা ও ক্ষুদ্রকায়া হইতে লাগিল। মতিলালের মাতা দুর্গাবতীকে কত বুঝাইলেন, "ঝগড়া বিবাদে ক্ষান্ত দাও। কন্যাটীর প্রতি এখনও যত্নবতী হও, এখনও যত্ন লইলে কন্যাটী রক্ষা পাইবে, আর তাহা না করিলে ঈশ্বরের জীবকে বিনাদোষে নষ্ট করা হয় এবং তুমিও ভ্রূণহত্যার পাতকী হইবে।" 'চোরা নাহি শোনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী।' দুর্গাবতীর তাহাই হইল। শাশুড়ী যতই হিতবাক্য বলিলেন, তিনি তাহা কর্ণেও শুনিলেন না বরং কহিলেন "ওর সঙ্গে আর জন্মেও আমার সদ্ভাব হইবে না। এত কাণ্ড যখন হইয়া গেল, তখন আবার ভয় কি? বরং আমি প্রার্থনা করি, শীঘ্রই আমার হাতের খাড়ু নামুক," এই বলিয়া হস্তের আয়ত চিহ্ন লৌহ, শাশুড়ীর সমক্ষেই খুলিয়া ফেলিলেন। শাশুড়ী এই মাত্র কহিলেন, "মা! ওতে আমার কিছুই হবে না, খেড়ের শাপে কখন গাঙ্ শুকায় না। তবে তোমার শীল তুমিই প্রকাশ করিতেছ।"

এইরূপে আরও মাসাতীত হইল। একদা রাত্রিকালে

দুর্গাবতী স্বপ্ন দেখিলেন, যেন একজন জটাধারী পুরুষ আসিয়া তাঁহাকে কহিতেছেন, "দুর্গাবতি! তোমার ত বড় স্পর্দ্ধা, এই কন্যাটী প্রথমেই একবার তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তুমি তাহাকে অযত্ন দ্বারা দূরীভূত করিয়া দিয়াছিলে। এই খেদে সে তোমার দুই পুত্রের জন্মের পর পুনরায় তোমার গর্ভে আসিয়া উপস্থিত হয়। এবারও তুমি তাহাকে যথেষ্ট কষ্ট দিতেছ, তাহার ক্রন্দনে দেবগণ পর্য্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তোমার কি পুত্রনাশের ভয় নাই? ও যদি এবার তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে সে আর একাকী যাইবে না। সে তোমার পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনুধাবন করিয়া একটী অথবা উভয় পুত্রকেই লইয়া যাইবে। সুতরাং সাবধান। যদি পুত্রের প্রতি মায়া থাকে, তবে কন্যাটীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিও।" এই বলিয়াই জটাধারী পুরুষ অন্তর্হিত হইলেন। দুর্গাবতী একাকিনী একগৃহে শয়ন করিতেন, সুতরাং ঈদৃশ স্বপ্নদর্শনে তাঁহার মনে ভীতির সঞ্চার হইল। রাত্রি কোন প্রকারে অতিবাহিত করিয়া, প্রাতঃকালেই তিনি এই স্বপ্নবৃত্তান্ত সৌদামিনী ও শরৎকুমারীকে কহিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে ক্রমশঃ মতিলাল, ও তাঁহার মাতা শ্রবণ করিলেন।

এই সময় হইতে দুর্গাবতী কন্যার জীবনের জন্য লালায়িত

হইলেন। স্ত্রীকে কন্যার প্রতি যত্নমানা লক্ষ্য করিয়া মতি-লালও ডাক্তার ডাকিয়া দেখাইলেন। ডাক্তার দেখিয়া ঔষধাদি ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, কিন্তু এ অবস্থা হইতে কন্যার ফিরিবার আর আশা রহিল না। ডাক্তার সেক, তাপ, প্রভৃতি যে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, পুত্রনাশ-ভয়ে দুর্গাবতী সমস্ত অনুসরণ করিলেন। কন্যার প্রতি যত্ন লওয়ায় দুর্গাবতী এক্ষণে কন্যার মুখে কখন হাস্য, কখন ক্রন্দন লক্ষ্য করিয়া মায়াকৃষ্টা হইলেন।

মায়ার কি মহিমা! অপরের পুত্র প্রতিপালন করিয়া তৎপ্রতি যত্ন শ্রদ্ধা করিলে তাহারই উপর মায়া জন্মে। আবার নিজের পুত্র হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে কয়েক দিবস যত্ন শ্রদ্ধা না করিলে আর তৎপ্রতি মমত্ব জন্মে না। পরমযোগী নিষ্ঠাবান্ রাজা ভরত এক হরিণ-শিশুকে প্রতিপালন করিয়া এরূপ মমত্বাকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, তজ্জন্য তাঁহাকেও হরিণ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

এই প্রকার উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া, দুর্গাবতী অব্য-বস্থিতচিত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কন্যা লইয়া এক্ষণে উপরেই থাকেন। উপরে যে গৃহে থাকেন, সেই গৃহের সম্মুখেই দালান এবং সেই দালানের সম্মুখেই নীচের রোয়াক। এই রোয়াকে মতিলালের জন কয়েক বন্ধু সর্ব্বদা উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেন। বিশেষ

বৈকালে প্রায়ই এই রোয়াকে লোক থাকে। দুর্গাবতী ঝিনুক বা বাটী ধুইবার প্রয়োজন হইলে তাহা ধুইয়া সেই ধৌত জল নিম্নে প্রক্ষেপ করিতেন। এক দিবস ঐরূপ প্রক্ষেপ করিলে সকলে কি জল পড়িল জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। লোক উপরে পাঠাইয়া দিলে জানা গেল, দুর্গাবতী না জানিয়াই উপর হইতে সেই জল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

আর এক দিবস স্ত্রীগণ আহারাদি করিতেছেন। বলা বাহুল্য, সৌদামিনী ও শরৎকুমারী বিধবা ছিলেন বলিয়া আহার করিতে করিতে উঠিতেন না, এবং কোন কারণ বশতঃ উঠিতে বাধ্য হইলে, আর সে দিবস খাওয়া হইত না। দুর্গাবতী অগ্রেই খাইয়া উঠিয়াছেন। এমন সময়ে একটী লোক বিকট রব করিয়া ভিক্ষা চাহিতেছিল। বাহিরের দরজা খোলা ছিল বলিয়া পাছে কেহ কিছু চুরি করিয়া লইয়া যায়, এই ভয়ে তাঁহারা দুর্গাবতীকে দ্বার রোধ করিতে কহিলেন। দ্বার রুদ্ধ করিতে গিয়া কোন কারণ বশতঃ কপাটদ্বয় ভালরূপে পড়িতেছে না, এজন্য অর্গল বন্ধ করিতে পারিতেছেন না। ইত্যবসরে জুতা পায়ে দিয়া একজন ডাকপিওন বারাণ্ডায় উঠিয়া দ্বারের পার্শ্বস্থিত জানালা দিয়া একখানি খবরের কাগজ ফেলিয়া দিল। তক্তপোষের উপর ভাঁজ করা কাগজ খানি পতিত হইবা

মাত্র একটু শব্দ হইল, অমনি দুর্গাবতী, "বাবারে, কে এল", বলিয়া বেগে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। দুর্গাবতীর ঈদৃশ ভয়সূচক রব শুনিয়া, সৌদামিনী তাঁহার সাহায্যার্থে উত্থানপূর্ব্বক ব্যাপার অজ্ঞাত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। আর আর সকলে তাঁহার আহার হইল না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অবনীনাথ।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে হরিবাবা, হীরালাল ও রাজলক্ষ্মীকে লইয়া বাটীর ভিতর গমন করিলেন, এবং তাঁহার ভগ্নী তারাসুন্দরীকে দেখাইয়া দিয়া রাজলক্ষ্মীকে তাঁহার সহিত অবস্থান করিতে আদেশ দিলেন। হীরালাল ও হরিবাবা তথা হইতে চলিয়া আসিলে তারাসুন্দরীই প্রথম রাজলক্ষ্মীকে কহিলেন, "তুমি কি আমার ভ্রাতার নিকট চিকিৎসার্থী হইয়া আসিয়াছ? তাহা যদি হয়, আমি তোমাকে ভাগ্যবতী মনে করি; কারণ, আমি আমার ভ্রাতার ক্ষমতা জানি।"

রাজ। আপনি যাহা ভাবিয়াছেন, তাহাই সত্য; আমি চিকিৎসার্থী হইয়াই আসিয়াছি। আমার যে রোগ, এ রোগ থাকিতে আমি স্বামীর কোন কার্য্যেই লাগিব না।

তারা। তা সত্য, শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যতিরেকে যেমন সঙ্গীত-শ্রবণ, চক্ষু ব্যতিরেকে যেমন সুদৃশ্য দর্শন অসম্ভব, সেইরূপ স্ত্রী ব্যতিরেকে পুরুষের ধর্ম্ম কর্ম্ম অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এই বলিয়া তিনি রাজলক্ষ্মীর প্রশান্ত বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিলেন তাহার সরল দৃষ্টিতে খল কপটতার চিহ্নমাত্রও লক্ষিত হইল না। তখন তিনি স্নেহপূর্ণহৃদয়ে রাজলক্ষ্মীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, "তুমি আসিবে তাহা দাদা কল্য আমাকে বলিয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ সাংসারিক খলকপটতাময় স্বার্থপর স্ত্রীলোকগণের সহিত আমাকে মিশিতে দেন না। তিনি বোধ হয় তোমার অন্তর জানিয়াছেন, নতুবা তোমাকে কখনই আমার নিকট আনিতেন না। তুমি আমার এই নির্জ্জন গৃহের সঙ্গী হইলে। তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার মন তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, তোমার প্রতি ভালবাসা হইয়াছে। তোমার মন কিরূপ বোধ কর?"

তারাসুন্দরীর বীণাবিনিন্দিত সুমধুর স্বরে আকৃষ্ট হইয়া রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "ভাই, তোমার মন যখন আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে, আমার মন কি তোমার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারে? তোমাকে দর্শন করিবামাত্র আমার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছে। ভাই, আমার একটী প্রার্থনা আছে, তাহার উত্তরদানে আমার হৃদয়ের শান্তি দান কর।"

তারা। বল, তোমার কোন্ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

রাজ। ভাই, তোমার সকলই আমি সুন্দর দেখি-

তেছি, তুমি পদ্মদলেক্ষণা, পদ্মোদর-সুন্দরকান্তি, তোমার অধর প্রবালবিনিন্দিত, তোমার দশনরাজি মুক্তাপংক্তিবৎ, তোমার বয়সও নবীন, তবে কি নিমিত্ত তোমার সিঁথিতে সিন্দূর নাই, তুমি কি উপযুক্ত পাত্রে অর্পিত হও নাই, অথবা হইয়াও তুমি ভাগ্যদোষে স্বামী সহবাসে বঞ্চিত হইয়াছ?

তারাসুন্দরী রাজলক্ষ্মীর এই অমিয়জড়িত কথাগুলি শ্রবণ করিয়া, তাহার বদনমণ্ডলে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, "আমার বয়ঃক্রম কত তুমি বিবেচনা কর?"

রাজ। তোমার বয়স আন্দাজ ১৬ বৎসর হইবে।

তারা। সে কি! আমার বয়ঃক্রম যে এই ৩৮ বৎসর হইল।

রাজ। তাহা কখনই হইতে পারে না; তোমার অকুঞ্চিত আরক্ত-দুগ্ধফেননিভ গণ্ডস্থল, তোমার লাবণ্য ও তোমার অঙ্গমার্দ্দব দেখিলে কে তোমাকে ১৭ বৎসরের অধিক মনে করিবে?

তারা। কিন্তু আমার এই ৩৮ বৎসর বয়ঃক্রম, শরীর আমার দাদার কৃপায় সুস্থ থাকা বশতঃই, আমাকে যুবতী বলিয়া বোধ হয়। যখন জীবনের অর্দ্ধাংশ কাটাইয়া দিয়াছি, তখন আর বিবাহ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

রাজ। তোমার হইয়াছে কি যে, তুমি বিবাহ অযুক্তিকর মনে কর?

তারা। তোমার যদি একান্তই শুনিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে শুন, 'এ জগতে কোন আত্মাই পূর্ণ নয়। যেমন সকল জীব জন্তু ও পদার্থ স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে দুই প্রকার, আমাদের আত্মাও তদ্রূপ। ইহা সম্পূর্ণ একটী দীপজ্বালার অর্দ্ধাংশের মত। এই অর্দ্ধাংশ অপর অর্দ্ধাংশকে অন্বেষণ করে এবং যে পর্য্যন্ত না তাহাকে প্রাপ্ত হয়, তাবৎ ইহারা অস্থির ভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে। প্রেমিকেরা পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলে মনে করে, তাহাদের আত্মার সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে। হাজারের মধ্যে যদি একটী পরস্পরের অর্দ্ধাংশ আত্মার সহিত মিলিত হয়। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, তাহারা এইরূপ দৈহিক মিলনেই আপনাদিগকে সুখী মনে করে, কিন্তু আত্মার মিলনের দিকে তাহারা লক্ষ্য করে না। আবার এমন লোক আছে, যাহাদিগের অর্দ্ধাংশ আত্মা এ জগতে নাই। সে আত্মা আর মনুষ্য-শরীরে আবদ্ধ নাই। আমার ও আমার, দাদার আত্মার অর্দ্ধাংশ এ জগতে নাই। মনুষ্য-শরীরে যে তড়িৎ বিদ্যমান আছে, তাহারই বলে তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার অর্দ্ধাংশ আত্মা এ জগতে না থাকিলেও তাঁহারই নিকট বিদ্যমান আছে ও তাঁহার আজ্ঞাবহ; কিন্তু আমার তদ্রূপ নহে। আমি আমার সেই আত্মার্দ্ধের বশবর্ত্তী, সুতরাং আমি উহা পাইয়াই সন্তুষ্ট আছি, আর বিবাহের প্রয়োজন নাই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে হরিবাবার কুকুর সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইল। কুকুর দেখিবামাত্র রাজলক্ষ্মী ভয়ে তাড়াতাড়ি তক্তপোষের উপর উঠিয়া বসিলেন। আমাদের গৃহস্থ বাটীতে স্ত্রীলোকেরা কুকুর স্পর্শ করেন না; কুকুর স্পর্শ করিলে তাঁহারা অস্নাত আর কোন দ্রব্যাদি স্পর্শ করেন না। এতদ্ব্যতীত কুকুরে কামড়াইবে এই ত্রাস সকল গৃহস্থ স্ত্রীলোকের মনে আছেই। আমাদিগের রাজলক্ষ্মীও সাধারণ গৃহস্থ স্ত্রীলোক, সুতরাং কুকুর স্পর্শ তাঁহার সহ্য হইবার কথা নহে। কুকুর দেখিয়া রাজলক্ষ্মী ভয়ে তক্তপোষের উপর উঠিয়া বসিলেন। তাহা দেখিয়া তারাসুন্দরী কহিলেন, "ভয় নাই, ও কুকুর কামড়াইবে না। ও অনেক শিক্ষিত যুবক অপেক্ষা ধীর এবং নম্র। তুমি এখানে দিন কয়েক থাকিলে আমার এ কথার সত্যতার প্রমাণ পাইবে।"

রাজ। বটে? কুকুর কেমন করে এমন ধীর ও নম্র হইল?

তারা। কুকুরটীকে শিশু অবস্থায় দাদা পাইয়াছিলেন। ইহাকে পাইয়া তাঁহার তড়িৎবল পরীক্ষার বড় সুবিধা হইল। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ঐ পরীক্ষা আমার উপর দিয়াই হইত। কুকুরটী পাওয়া অবধি সেই পরীক্ষা ইহার উপরই হইতে লাগিল। একদিন দাদা মনোযোগসহকারে তড়িৎ বিষয়ের প্রবন্ধ পাঠ করিতেছেন, কুকুরটী একটা ছেঁড়া জুতা লইয়া

লম্ফ ঝম্ফ প্রদানপূর্ব্বক সেই জুতাটীকে কামড়াইতে ও ছিঁড়িতে লাগিল। দাদা পাঠে ক্ষান্ত দিয়া কটমট দৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইলেন। সে অমনি জুতা ছাড়িয়া নিরীহ মেষশাবকের মত দাদার তক্তপোষের নীচে গিয়া শুইয়া রহিল। দাদা যতক্ষণ পাঠ করিতেছিলেন, ততক্ষণ আর সে শব্দমাত্রও করে নাই। সেই অবধি দাদা তড়িৎবল উহার উপরই পরীক্ষা করিতেন। ক্রমে ক্রমে ও এমন শিক্ষিত হইল যে, মনুষ্যকে বলিয়া দিলে মানুষ যে কার্য্য সাধনে অক্ষম হয়, ও অনায়াসেই তাহা করে। শুধু বাড়ীর মধ্যে নহে, দূরতর স্থানে পত্রাদি প্রেরণ করিতে হইলে, উহাকে দিয়াই করিয়া থাকেন। অবশ্য তখন উহার গলায় কৌটা লাগান একটা গলাবন্ধ পরাইয়া দিতে হয়। আমরা পত্র লিখিয়া সেই কৌটার মধ্যে পুরিয়া দিলাম। অতঃপর যেখানে যাইতে হইবে দাদা উহাকে বলিয়া দিলেই সে নির্ব্বিঘ্নে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পত্র প্রদান করে। আবার তাহারা জবাব লিখিয়া দিলে তাহা লইয়া স্বচ্ছন্দে দাদার নিকট আসিয়া পৌছে। পথে কোন কুকুর কি মনুষ্য সেই পত্র উহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে না।

রাজ। কুকুরের এমন গুণ, তাহা ত কখন শুনি নাই। কুকুর প্রভুভক্ত তাহাই জানি, কিন্তু মনুষ্যের কথামত কাজ বুঝিয়া করে ইহা ত দেখিও নাই, শুনিও নাই।

তারা। উহার ক্ষমতা দেখিবে? আচ্ছা কোন বস্তু আনিবার কথা তুমি আমার কর্ণে কর্ণে বল। দেখ আমি উহাকে ইসারা করিয়া দিলেই ও তোমার সেই দ্রব্যটী লইয়া আসিবেই।

রাজলক্ষ্মী একটী কৌটায় করিয়া পান আনিয়াছিলেন। সেই কৌটাটী তাঁহার সঙ্গেই ছিল। হরিবাবার সহিত বাহিরে কথা বার্ত্তার পর যখন তিনি তাঁহাকে তারাসুন্দরীর নিকট লইয়া আইসেন, তখন ভুলক্রমে কৌটাটী বাহির ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। রাজলক্ষ্মী তারাসুন্দরীর কাণে কাণে সেই কৌটাটী আনয়নের কথা বলিয়া দিলেন। অমনি তারাসুন্দরী কুকুরটাকে ডাকিয়া তাঁহার দুই হস্তদ্বারা তাহার মুখখানি ধারণপূর্ব্বক চক্ষুদ্বারা কি ইঙ্গিত করিলেন। কুকুর আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বহিঃপ্রকোষ্ঠে গমনপূর্ব্বক সেই কৌটাটী লইয়া তারাসুন্দরীকে আনিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী কুকুরের শিক্ষা দেখিয়া অবাক্ হইলেন।

রাজ। মানুষকেও কি এইরূপ আজ্ঞাবহ করা যায়?

তারা। যায়, তবে তাহাতে অনেক কষ্ট আছে। আবার সকল লোককে সমান ভাবে পারা যায় না। ইহার অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তুমি থাকিতে থাকিতে ক্রমে জানিতে পারিবে।

ক্রমে সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া, তারাসুন্দরী তাঁহার নিজের প্রকোষ্ঠের পার্শ্বের প্রকোষ্ঠ রাজলক্ষ্মীর জন্ম ছাড়িয়া দিলেন। অনন্তর এ-ঘর ও-ঘর হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আনয়নপূর্ব্বক, রাজলক্ষ্মীর গৃহ সজ্জিত করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, রাজলক্ষ্মীও তারাসুন্দরীর রূপে গুণে মুগ্ধা হইয়া তাঁহারই অনুসরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। ঠাকুরঘর দিয়া গমনকালে, তারাসুন্দরী রাজলক্ষ্মীকে দেখাইয়া কহিলেন, "এই আমাদের দেবালয় বল, আর পূজাগৃহই বল, আমাদের ঠাকুর জাগ্রত। ইঁহার করুণায় আমাদের কোন অভাব নাই।"

রাজলক্ষ্মী এই ঠাকুরঘরে পৌছিয়া ও দেবী-প্রতিমা দেখিয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইলেন। যে মূর্ত্তি তিনি হরিবাবার পশ্চাতে দেখিয়াছিলেন এবং যে দেবতার উপাসক বলিয়া তিনি নিজে ও হীরালাল ও রাজলক্ষ্মীর মধ্যে সম্বন্ধের প্রমাণ করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি এই পূজাগৃহে দেখিবামাত্র তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ভূমিলুণ্ঠিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে সেই দেবীমূর্ত্তিকে প্রণাম করিলেন।

এই অবধি রাজলক্ষ্মী তারাসুন্দরীর সঙ্গের সাথী হইলেন। সময়ে সময়ে হরিবাবা বহির্গমন করিলে হীরালাল, রাজলক্ষ্মী ও তারাসুন্দরীর সহিত কথাবার্ত্তায় যোগদান করিতেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পুরুষমানুষ-শিষ্যসহ কথাবার্ত্তা কহিতে তারাসুন্দরীর প্রতি হরিবাবার নিষেধ ছিল না। হরিবাবা তারাসুন্দরীর প্রকৃতি বিলক্ষণ জানিতেন। এই গ্রামের প্রধান জমীদার সীতানাথ বাবুর পুত্র অবনীনাথ কিছুদিন তারাসুন্দরীর পাণিগ্রহণেচ্ছু হইয়া লোকদ্বারা হরিবাবাকে উপরোধ করেন। হরিবাবা তাহাতে উত্তর করিয়াছিলেন, "আমার কোন আপত্তি নাই, তোমরা বর্দ্ধিষ্ণু জমীদার, তোমাদের গৃহে আমার ভগ্নী যায়, তাহা ত আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। আর অবনীনাথও দেখিতে রূপবান্ এবং বেশ শিক্ষিত, তাঁহাকে ভগ্নীদান করিতে আমার কোন আপত্তি নাই। আমি কতস্থানে পাত্র দেখিয়া তাহার বিবাহার্থে উদ্যোগী হইয়াছিলাম, কিন্তু ভগ্নী বিবাহ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় বিবাহ হয় নাই। আপনি অবনী বাবুকে আমার এখানে পাঠাইয়া দিবেন। তিনি তারাসুন্দরীর সহিত কথাবার্ত্তাদ্বারা তাহাকে বিবাহে সম্মত করাইতে পারিলে, তিনি স্বচ্ছন্দে বিবাহ করিতে পারেন। ভগ্নী আমাদের গলগ্রহ হইয়া থাকে ইহাও আমার অভিপ্রেত নয়।"

হরিবাবার বাক্যাবলী লোক গিয়া অবনী বাবুকে বলিল। তদবধি অবনী বাবু হরিবাবার আশ্রমে যাতায়াত করেন এবং তারাসুন্দরীকে নানাপ্রকার কাকুতি মিনতি, প্রণয় সম্ভাষণ ও প্রলোভনদ্বারা তাঁহাকে তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইবার অনুরোধ

করেন। তারাসুন্দরী স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং অবনীনাথের বাক্‌চাতুরীদ্বারা তাঁহার মন টলিল না। কিন্তু তাহা বলিয়া অবনীনাথ এখনও হতাশ্বাস হয়েন নাই। এই অবনীনাথকে লক্ষ্য করিয়া তিনি রাজলক্ষ্মীকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের কুকুরটী অনেক শিক্ষিত যুবক অপেক্ষা ধীর ও নম্র।

রাত্রি সমাগত হইলে হীরালাল ও রাজলক্ষ্মী আহার না করিয়া শয়ন করিলেন; কারণ সে রাত্রি শিবরাত্রি। রাত্রি-যোগে রাজলক্ষ্মী কেবল হরিবাবার প্রদত্ত ঔষধটী হরিবাবার আদেশমত খাইয়া শয়ন করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

তড়িৎ চক্র।

এই অবধি হীরালাল ও রাজলক্ষ্মী হরিবাবার বাটীতে রহিলেন। হরিবাবা ও তারাসুন্দরী তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ যত্ন করেন। তাহারা হরিবাবার ও তারাদেবীর শিষ্টাচারে ও সদালাপে বড়ই বাধ্য হইয়া উঠিয়াছেন। তারাসুন্দরী সর্ব্বদাই রাজলক্ষ্মীর নিকট আছেন; একত্র ভোজন, একত্র শয়ন, একত্র কথাবার্ত্তা, একত্র আমোদ-প্রমোদ। ফলতঃ হীরালাল ও রাজলক্ষ্মী বাটী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া এখানে কোনই অসুবিধা বোধ করিলেন না।

রাজলক্ষ্মী প্রতিদিন রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে হরিবাবা-প্রদত্ত একটী ঔষধের বড়ী সেবন করিতেন, ও প্রতিদিন প্রাতে হরিবাবার লোক জল তুলিয়া দিত; সেই তোলা জলে হরিবাবাপ্রদত্ত ঔষধ ঢালিয়া সেই জলে স্নান করিতেন। ইহাতে তাঁহার সুনিদ্রা হইত, উত্তমরূপ ক্ষুধা হইত এবং পূর্ব্বাপেক্ষা শরীরের বলও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

মাঝে মাঝে অবনীনাথ হরিবাবার আশ্রমে আগমন করিতেন। এই অবনীনাথ মেদিনীপুরের কোন জমীদারের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনি প্রভূত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া তারাসুন্দরীর অনুপম রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং রূপবান্ ছিলেন ; এজন্য তাঁহার মনে ধারণা ছিল যে, তারাসুন্দরী তাঁহার অর্থলোভে তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত না হইলেও তাঁহার রূপে মুগ্ধা হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি প্রথমে হরিবাবার সহিত বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু হরিবাবা তাঁহাকে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে, তারাদেবী তাঁহাকে বিবাহ করিতে রাজি হইলেই তিনি তাহা অনুমোদন করিবেন। হরিবাবা তারাদেবীর তড়িৎবল অবগত ছিলেন, সুতরাং ঐরূপ বলিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন। অবনীনাথ হরিবাবার আদেশমত তারাদেবীর নিকট নিজের ঐশ্বর্য্য, শিক্ষা, সম্মান ও আভিজাত্য প্রভৃতির পরিচয় দিয়া, তাঁহার প্রণয়প্রার্থী হইয়াছিলেন। তারাদেবী তাঁহাকে আত্মার্দ্ধের পরিচয় দিয়া স্পষ্টই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, তাঁহার সহিত অবনীনাথের বিবাহ হইতে পারে না। তথাপি তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এবং ইংরাজী পুস্তকে বিবাহ প্রস্তাবে (**courtship**) কথা পাঠ করিয়া তাঁহার এই ধারণা হইয়াছিল যে, স্ত্রীলোক কখন প্রথমেই কোন বিবাহ-

প্রস্তাবে রাজি হয় না। বার বার অনুরুদ্ধ হইয়া পরে স্বীকার করিয়া থাকে। এটী স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। এই হেতু তিনি মাঝে মাঝে হরিবাবার বাড়ীতে আগমন করিয়া হরিবাবার তড়িৎসম্বন্ধীয় মতামত শ্রবণ করিতেন, ফলতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য তারাদেবীকে দর্শন দিয়া তাঁহার সহিত পুনঃপুনঃ বিবাহ প্রস্তাব করা।

এক দিবস বৈকালে অবনীনাথ হরিবাবার আশ্রমে আসিয়াছেন, সুতরাং ধুমধাম-সহকারে ভোজের উদ্যোগ হইয়াছে। হরিবাবা তাঁহার স্বাভাবিক প্রথানুসারে হীরালাল, রাজলক্ষ্মী, তারাদেবী সকলকে একত্র করিয়া নিজের তড়িৎ-চক্রের মত প্রকাশ করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই গোলাকার, যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, তাহাও গোল, সোম, মঙ্গল, বুধ নক্ষত্রাদি সূর্য্যমণ্ডলকে যে পথে প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া, মনুষ্যের চক্ষু এবং তদপেক্ষাও ক্ষুদ্রতম শিশিরবিন্দুচয়ও গোল। আমরাও তদ্রূপ গোলাকার তড়িৎচক্র পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রমণ করিয়া থাকি। এই তড়িৎ আমাদিগের জীবন-ধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। রক্ত যেমন হৃৎপিণ্ডের, বিশুদ্ধ বায়ু যেমন ফুসফুস-যন্ত্রের, এই তড়িৎও তেমনি আমাদিগের জীবনীশক্তি। এই তড়িৎ দুই প্রকার— বাহ্যিক ও আন্তরিক। আন্তরিক তড়িৎ আত্মার বীজস্বরূপ।

মনুষ্য ইহাকে যত্নদ্বারা বৃদ্ধি পাওয়াইতে পারে। কিন্তু অযত্ন করিলে এই তড়িৎ হীনতেজ হইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় মনুষ্যদেহে বিরাজিত থাকে। এই তড়িৎ বীজস্বরূপ মনুষ্য দেহে নিহিত থাকে, পরে মনুষ্য পরলোকগত হইলে, এই অবিনশ্বর বীজ বৃদ্ধি কামনায় অন্য জীব-দেহে প্রস্থান করে। কিন্তু আবার মনুষ্যযত্নে এই বীজ পরিপুষ্ট হইলে, ইহা দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিলে প্রভূত ক্ষমতাশালী ভৌতিক প্রাণী হইয়া উঠে। বাহিক তড়িৎ আমাদের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আমাদিগকে কতকগুলি নিয়মের বশবর্ত্তী করিয়া ফেলে। আমরা প্রত্যেকেই এই তড়িৎ চক্রদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া পৃথিবীতে ভ্রমণ করিয়া থাকি। এই চক্র অদৃশ্য, এবং মনুষ্য-ক্ষমতানুযায়ী বৃহৎ ও ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। কখন কখন আমাদিগের এই চক্র মিশিয়া এক হয়, সুতরাং ইহাদের মধ্যে পরস্পরের ভালবাসা ও বিশ্বাস স্থাপিত হয়; এবং এই চক্র যখন পরস্পরে মিলিত হইলে ভাঙ্গিয়া যায়, তখনই মনুষ্যের মধ্যে বিরোধ ও শত্রু ভাব উপস্থিত হয়। এইরূপ যাহাদের চক্র পরস্পর মিলিত হইলে এক হয় না, তাহারা স্ত্রী পুরুষ হইলে সতর্ক হওয়া উচিত যে, তাহাদের মিলন কখন সুখাবহ হইবে না। আমার এই পরামর্শের অনুসরণ করিলে কত অসুখের বিবাহ স্থগিত করা যাইতে পারে।"

হরিবাবা এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, এমন সময়ে আহারের

স্থান হইল। হরিবাবা, হীরালাল, অবনীনাথ একত্র বসিয়া ভোজন করিলেন। ভোজনান্তে অবনী নিজ বাটী প্রস্থান করিলেন। হীরালাল ও হরিবাবা শয়ন করিলেন। তারা-দেবী ও রাজলক্ষ্মী অতঃপর আহারান্তে যে যাহার শয়নঘরে শয়ন করিলেন।

প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজলক্ষ্মী ও তারাদেবী প্রাতঃক্রিয়াসমাপনান্তে ও সাংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া পূর্ব্ব রাত্রির হরিবাবার কথিত উপদেশের সূত্র ধারণ করিয়া বাক্য আরম্ভ করিলেন।

তারাদেবী কহিলেন, "দাদা কল্য বাহ্য তড়িতের কথা বলিতে বলিতে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। এই বাহ্যিক তড়িৎ দুই প্রকার। এক প্রকার প্রাণসংহারক ও আর এক প্রকার প্রাণদায়ক। এই প্রাণদায়ক তড়িৎ চিকিৎসার কারণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই দুই প্রকার তড়িৎ-প্রয়োগ আমরা সচরাচর দেখিতে পাই। এক প্রকার 'ব্যাটারী' দ্বারা রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে এবং সাংঘাতিক তড়িৎ আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যশরীরে পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কিন্তু দেহাভ্যন্তরিক তড়িৎ দ্বারা মনুষ্য মনুষ্যের উপর আধিপত্য করিতে পারে। সকলেরই দেহাভ্যন্তরে কিছু কিছু তড়িৎ আছে; কাহারও কম, কাহারও বেশী। আবার কাহারও চর্চ্চাদ্বারাও এই

শক্তি বৃদ্ধি পায়। চর্চ্চাদ্বারা আমার দাদার সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা তড়িৎশক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। এই তড়িৎশক্তির দ্বারা তিনি মনুষ্যদেহ হইতে প্রাণ বিযুক্ত করিয়া দিতে পারেন। তীক্ষ্ণ তরবারি যেমন এক অঙ্গকে অপর অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, এই তড়িৎ দ্বারাও এরূপ আঘাত দেওয়া যায়, যে তদ্দ্বারা দেহ ও আত্মা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া যায়। তখন আত্মা ঊর্দ্ধতন প্রদেশে উড্ডীন হয় এবং দেহ অচল অপদার্থ ভাবে পড়িয়া থাকে। তৎপরে প্রকৃত মনুষ্য অর্থাৎ আত্মা পুনরায় দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ হইলে আবার দেহ শক্তিসম্পন্ন হয়।

রাজ। এইরূপে আত্মা দেহ-বিশ্লিষ্ট হইলে কি পুনরায় দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে?

তারা। তা করে বই কি দিদি; কারণ পৃথিবীতে যাহাকে যতদিন আসিতে হইবে, ঈশ্বর তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। ঈশ্বরের বিধি কেহ খণ্ডনে সমর্থ নহে। আমার দাদা ক্ষণৈকের জন্য মাত্র আত্মাকে দেহবিশ্লিষ্ট করিতে পারেন। এরূপ বিশ্লিষ্ট করিলেও মনুষ্যকে দেহাভ্যন্তরে অনিচ্ছা সত্বেও ফিরিয়া আসিতে হইবে। মৃত্যুদ্বারাই কেবল চিরমুক্ত হওয়া যায়, এবং মৃত্যু কিছু জোর করিয়া ঘটান যায় না।

রাজ। তবে আত্মহত্যা লোকে কি প্রকারে করে?

সে ত জোরপূর্ব্বক আত্মাকে দেহ হইতে বিশ্লিষ্ট করা বই আর কিছু নয়?

তারাসুন্দরী একটু ভাবিয়া কহিলেন, "আত্মহত্যাকারীর আত্মা থাকে না। সে আত্মশরীর ধ্বংস করে এবং তদ্দ্বারা এই প্রমাণ দেয় যে, অবিনশ্বর আত্মার যাহা কিছু বীজ তাহার দেহাভ্যন্তরে ছিল, তাহাও বাসস্থানের অনুপযুক্ত দেহ-পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিয়া অন্যত্র পরিপুষ্ট হইবার মানসে গমন করিয়াছে। আমার মতে আত্মহত্যাকারী অপেক্ষাও প্রাণিগণের আত্মা তাহাদের দেহে সুখে বাস করে। শিকারী জন্তুগণ ক্ষুধানিবৃত্তি জন্য অথবা আত্মরক্ষার্থে পরস্পরে পরস্পরকে নিহত করিলেও তাহারা কখন আপনাকে আপনি হনন করে না। এই হিসাবে মনুষ্য পশু অপেক্ষাও হীন।" এই বলিয়া তারাসুন্দরী রাজলক্ষ্মীর হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "তোমার স্বামীকে বলিয়া দিও যেন আমার দাদাকে বলিয়া তিনি দেহ বিমুক্ত হয়েন।"

ক্রমে বেলা হইয়া উঠিল। হরিবাবা ও হীরালাল আহার করিয়া গিয়াছেন দেখিয়া তাঁহারাও আহার করিতে গেলেন। আহারান্তে হীরালালের সহিত রাজলক্ষ্মী এই সকল কথা যেমন শ্রবণ করিয়াছিলেন, আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিলেন, এবং পরিশেষে তারাদেবীর অনুরোধমত তাঁহাকে দেহ-বিমুক্ত হইবার অনুনয় করিলেন।

হীরালাল সমস্ত শ্রবণ করিয়া এক দিবস হরিবাবার নিকট সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। হরিবাবা তাঁহাকে কয়েক দিন ধরিয়া সমস্ত ব্যাখ্যা করিলে, তিনি দেহবিমুক্ত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। হরিবাবা তাহা শুনিয়া কট-মট দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ভীত হইবে না?"

হীরা। দেহবিমুক্ত হইতে হইলে কোন কষ্ট অনুভূত হয় কি?

হরি। না, বিশেষ কষ্ট হয় না। তবে আত্মা পুনরায় দেহমধ্যে আগমন করিলে কিয়ৎক্ষণ শরীরটা একটু ঝিম ঝিম করে।

হীরা। তাহাতে আমি ভীত নই, তবে আমার প্রতি আপনার তড়িৎ-শক্তির পরীক্ষা একবার করিয়া, দেখুন।

হরিবাবা অনন্তর হীরালালের নাড়ী টিপিয়া দেখিলেন, পরে কহিলেন "এই খানে আর কয়েক দিবস অবস্থানের পর দেখা যাইবে, আপাততঃ তোমাকে একটী ঔষধ দিব। তুমি প্রত্যহ তাহাই সেবন কর। শরীরটা একটু সবল হইলে তখন পরীক্ষার উপযুক্ত হইবে।"

এক দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজলক্ষ্মী নিজ প্রকোষ্ঠে গমন করিতেছেন। তিনি ভ্রমবশতঃই যেন হরিবাবার ঠাকুর ঘরে প্রবিষ্ট হইলেন। গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াই এক

অভূতপূর্ব্ব সুমনোহর শ্রবণতৃপ্তিকর স্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। কোথা হইতে এমন সুমধুর স্বর উত্থিত হইতেছে জানিবার জন্য তিনি এদিক্ ওদিক্ তাকাইলেন। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, প্রস্তর-খোদিত এই সুন্দর কালিকা মূর্ত্তির অভ্যন্তর হইতেই শব্দটী উত্থিত হইতেছে। সেই দিকে দৃষ্টি সংলগ্ন করিবামাত্র তিনি দেখিলেন, কালী মূর্ত্তির মধুর অধরে প্রফুল্ল হাসি, তাঁহার চক্ষুত্রয় দিয়া যেন দিব্য জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে। এই অপরূপ দৃশ্যাবলোকন করিয়া রাজলক্ষ্মী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার স্মরণ হইল, তাঁহার স্বামী সর্ব্বস্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক কালীমন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়াছেন। স্বামীকে মা কালীর এতাদৃশ প্রভা না দেখাইলে ও তাঁহার এমন সুস্বরলহরী না শুনাইলে ভাল হয় না। এজন্য দৌড়িয়া বহির্ব্বাটী গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে ডাকিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়মধ্যে এতাদৃশ আনন্দের তড়িৎপ্রবাহ ছুটিতেছে যে, তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। অথচ এ দৃশ্য তাঁহাকে না দেখাইলে নয়, এজন্য তিনি হীরালালের পরিধেয় বসন ধারণপূর্ব্বক টানিয়া ঠাকুর ঘরে আনিলেন। গৃহপ্রবিষ্ট হইবামাত্র সেই সুধামাখা সুস্বরলহরী তাঁহার শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি সেই স্বরের অনুসন্ধানে এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া সেই কালীমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি যেন আনন্দের তড়িৎ

প্রবাহ তাঁহার শরীরের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল। অপার অব্যক্ত আনন্দে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তিনি দেখিলেন, এই মূর্ত্তিটী যেন ঠিক তাঁহারই সেই স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তি। মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী হইলেও তাঁহার নিকট অতি মধুর বলিয়া বোধ হইল। তিনি ও রাজলক্ষ্মী সাষ্টাঙ্গে সেই মূর্ত্তিকে প্রণাম করিলেন। করযোড়ে ভূমিতে নতজানু হইয়া বসিলে যেন সেই মূর্ত্তি মধুর রবে মনুষ্যবাক্যে কহিল, "আমার সেবকের গৃহেই তোমরা বিরাজ করিতেছ। সেবকের অনুগ্রহে তোমার স্ত্রীর পীড়া আরোগ্য হইয়াছে। এক্ষণে সেবকের আদেশমত কার্য্য করিলে তোমার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল হইবে, এতদ্ভিন্ন তোমাদ্বারা দুরূহ কার্য্যও সাধিত হইবে।" এই বলিয়াই সমস্ত নিস্তব্ধ হইল। হীরালাল ও রাজলক্ষ্মী পুনরায় দেবীকে প্রণাম করিয়া যথাস্থানে গমন করিলেন।

—o—

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ভয়ানক স্বপ্ন।

দুর্গাবতী কন্যাটীকে বাঁচাইবার জন্য যতই প্রয়াস পাইতে লাগিলেন, কন্যাটী ততই দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। দুর্গাবতী দেখিয়া শুনিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্বপ্ন-কথা স্মরণ হওয়ায় হৃদয় উদ্বেলিত হইতে লাগিল। তিনি পুত্রদিগের অকল্যাণভয়ে ভীত হইয়া দেবতাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হীরালাল যেন শীঘ্র বাটী ফিরিয়া আইসেন। প্রায় ছয়মাস অতীত হইল, শীঘ্রই আসিবেন প্রতিশ্রুত হইয়া তিনি সস্ত্রীক বিদেশ গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের পত্রাদিও একখানি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সুতরাং তাঁহারা জীবিত আছেন কিনা এই সন্দেহ দুর্গাবতীর মনে উদিত হইতে লাগিল। এক্ষণে কন্যাটীকে কাতরভাবে রোদন করিতে দেখিলে দুর্গাবতী বলিতেন, "মা রে! আর তোমার কষ্ট আমি দেখ্‌তে পারি না। ডাক্তারের ঔষধে যখন ফল দর্শিল না, এবং সেজ ঠাকুরেরও যখন কোন সংবাদ

পাওয়া গেল না, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম, আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে।”

দুর্গাবতীর শাশুড়ী দুর্গাবতীকে ক্রন্দন করিতে দেখিলে অমনি বলিতেন, “মা! তুমি বৃথা রাগারাগী বকাবকী করে এই ভ্রূণহত্যার পাতকী হইলে। এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। তাহার উপর প্রতিদিন ‘পুরীক্ষয় হউক’ বলিয়া অভিসম্পাত দিয়াছিলে। এখন বুঝিয়া দেখ দেখি, মা, আমার পুরীক্ষয় হইলে তোমার কি কিছুই নয়?”

শাশুড়ীর এতাদৃশ বাক্য শুনিলে দুর্গাবতী আর ক্রন্দন করিতেন না বরং বলিতেন, “রাগের সময় কত লোক কত কথা বলে গালি দেয়, আমার যে সেই গুলি খাটিয়া যাইবে তাহা আর কিরূপে জানিব।”

শাশুড়ী। কাজেত মা তাই হচ্চে। তাহা যদি নাই হইবে, তবে তুমি ওরূপ স্বপ্ন দেখিলে কেন?

এই সময়ে বাটীর সকলের ছেলে পিলের ভয়ানক সর্দ্দি সহকারে জ্বর হইয়া হাম দেখা দিল। যে যাহার পুত্র কন্যা লইয়া ব্যস্ত হইল। এবারকার হামের এই এক প্রবল লক্ষণ দেখা দিল যে, সর্দ্দির সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষুদুটি রক্তবর্ণ হইয়া উঠে এবং কাশীর সহিত ভয়ানক হাঁপের আবির্ভাব হয়। দুইটী বালকের হাম হইয়া সারিয়া উঠিল। তৎপরে আবোলের সর্দ্দিসহ জ্বর দেখা দিল। অপর ছেলের অপেক্ষা

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

আবোলের জ্বর প্রবলতর হইয়াছিল। আবোল গৌরবর্ণ ছিল, তদুপরি প্রবল জ্বরসহ মুখমণ্ডল ভার ও রক্তবর্ণ হইল। তৎপর দিবস মতিলালের কন্যাটীর অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিল। সকলে তাহাকে লইয়াই ব্যতিব্যস্ত হইল। তাহার উপর বাটীতে অহরহ দাঁড়কাকের ডাক ও হুলা বিড়ালের শব্দে সকলেই কন্যার ভাগ্য বুঝিয়া লইল। বেলা চারিটা বাজিতে বাজিতে কন্যাটী মাতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া অশ্রু প্রবাহ মোচন করিতে লাগিল। দুর্গাবতী তদ্দর্শনে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। অগৌণে বালিকার জীবলীলা সাঙ্গ হইল। মতিলাল দুই একজন বন্ধু সমভি-ব্যাহারে মৃত কন্যাটীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

আবোলের জ্বর অতিশয় প্রবল দেখিয়া মতিলাল একজন ডাক্তার ও একজন কবিরাজ নিযুক্ত করিলেন। উভয়েই কহিলেন, "হামের লক্ষণত কিছুই দেখা যাইতেছে না, তথাপি জ্বর যখন এত প্রবল তখন কোন ঔষধ প্রয়োগ না করা যুক্তিযুক্ত নহে।" বিশেষ ডাক্তার বাবু কহিলেন, "যদিও হাম বাহির হয়, তথাপি ঔষধে কোন অপকার করিবে না। যে হাম লাট খায়, তাহা পূর্ব্ব হইতেই লাট খাইয়া দুই একটী বাহির হয় মাত্র; ঔষধ প্রয়োগে কখন লাট খায় না।" সুতরাং ঔষধ চলিতে লাগিল। প্রবল সর্দ্দির সহিত হাঁপের টান দেখা দিল বলিয়া বুক ও পৃষ্ঠদেশ

ঔষধ মালিস করিয়া তুলা দ্বারা জড়ান হইল। চতুর্থ দিবস হইতে আবোলের আর জ্ঞান রহিল না। আবোল ছেলে মানুষ, বিশেষ পিতা মাতা ও ঠাকুরমার বড় বাধ্য ছিল। কখন তাঁহাদের কথায় আপত্তি করিত না। এমন কি অতি তিক্ত কুইনাইন সেবন করিতেও আবোল কখনও আপত্তি উত্থাপন করে নাই।

শরৎকুমারী ও সৌদামিনী যে প্রকোষ্ঠে শয়ন করিতেন তাহার উত্তর ধারে কতকটা খোলা জমি পতিত ছিল। সেই জমির উপর যেন তাঁহারা প্রতি রাত্রিকালে ছোট শিশুর ক্রন্দন শুনিতে পাইতেন। বিড়াল মনে করিয়া তাঁহারা কতবার উঠিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু কোন প্রাণীই তাঁহাদের নয়নপথে পতিত হয় নাই। তাঁহাদের ধারণা হইল মতি-লালের বালিকাটীই প্রতিরাত্রে ঐরূপ ক্রন্দন করিয়া বেড়ায়। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "আহা বাছার এবাটী ত্যাগ করিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। আমাদিগকে দেখিতে পাইলে কত হাসিত। ক্রোড়ে লইবার জন্য যেন হাত পা বাড়াইয়া দিত। পূর্ব্ব হইতে একটু যত্ন করিলেই বাছা রক্ষা পাইত। এক্ষণে আবোলের জন্য আমাদের বড় ভাবনা হইতেছে। আবোল ভালয় ভালয় সারিয়া উঠিলে বাঁচি।" দুই এক দিবস পরে দুর্গাবতী স্বয়ং রাত্রি ১১টার পর পাইখানা যাইবার কালে ঐরূপ ক্রন্দন শুনিয়াছিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

এইরূপে চৌদ্দদিন কাটিয়া গেল। জ্বর বিচ্ছেদে আবোল জ্ঞান লাভ করিল। তখন আবোল, বড় জ্যেঠাই মা কোথায়, মেজ জ্যেঠাই মা কোথায় ইত্যাদি অনুসন্ধানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের দেখা পাইলেই ক্রোড়ে লইতে বলিত। ঠাকুর মা, মা, বাবা সকলের ক্রোড়ে পর্য্যায়ক্রমে উঠিতে লাগিল। অষ্টাদশ দিবসে আবোলের চক্ষু লাল হইয়া নূতন সর্দ্দিসহ আবার একটু জ্বর দেখা দিল। জ্বর সামান্য হইলেও হাঁপের টান প্রবলভাব ধারণ করিল। হাঁপানির কষ্টে রুগ্ন শীর্ণ শিশু উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া মতিলাল কহিলেন, "বাবা, দুর্ব্বল শরীরে উঠিতে পারিবে না।" অমনি শিশু হাঁপের সমস্ত কষ্ট সহ্য করিয়াও শয়ন করিয়া রহিল। রাত্রিযোগে এই হাঁপের টান বৃদ্ধি পাইল এবং রাত্রিশেষে আবোল হতচৈতন্য হইয়া পড়িল। গলায় ঘড় ঘড় শব্দ হইতে লাগিল। মতিলাল তদ্দর্শনে প্রত্যুষে ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তার দেখিয়া আর বাঙ্-নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে বেলা ১০ টার সময় সকলকে কাঁদাইয়া মতিলাল ও মতিলালের মাতার আদরের ধন আবোল ইহ সংসার ত্যাগ করিল। সেই অবধি আর বালিকারও ক্রন্দন শব্দ শ্রুতিগোচর হয় নাই। বালকের মৃত্যুতে তাহার পিতা ও পিতামহীর যে কষ্ট হইয়াছিল, এত কষ্ট আর কাহারও হয় নাই। বালক

চৌদ্দ দিবসের পীড়ার পর জ্ঞান লাভ করিয়া একটু ইক্ষু ও একটী সন্দেশ খাইতে চাহিয়াছিল, তাহা দেওয়া হয় নাই বলিয়া তাহার পিতামহীর আর দুঃখের সীমা রহিল না। দুর্গাবতীর স্নেহ তাবোলের উপরই ছিল। তিনি আবোলকে প্রতিপালন করেন নাই, আবোল তাঁহার নিকট বড় একটা যাইত না, এতদ্ব্যতিরেকে তিনি আবোলকে শাশুড়ীর নিকট রাখিয়া পিত্রালয়ে গিয়া কখন ছয়মাস, কখন বা বৎসরাবধি থাকিতেন, সুতরাং কনিষ্ঠ তাবোলের প্রতি তাঁহার যে স্নেহ ছিল, সে স্নেহ তাহার প্রতি কখনই হইতে পারে না।

আবোল পীড়ার সময় কখন কখন রাত্রিকালে বিছানায় মলমূত্রাদি ত্যাগ করিত। দুর্গাবতী তাহা পরিষ্কার করিবার সময় ঠাণ্ডা জল আবোলের গাত্রে দিতেন। মতিলাল তাহা দেখিয়া কহিয়াছিলেন, "পীড়িত বালকের গাত্রে রাত্রিকালে ঠাণ্ডা জল দিলে তাহার বাঁচিবার আর কোন সম্ভাবনা থাকে না"।

দুর্গা। তুমি কি করিতে বল ?

মতি। একটু জল গরম ক'রে সেই জলে উহার গাত্রটা পুঁছাইয়া দেওয়া উচিত।

ইহাতে দুর্গাবতী অত্যন্ত রাগত হইয়া কহিয়াছিলেন, "যাহা হইতেছে তাহাই যথেষ্ট, ইহার উপর আর বেশী

করিবার আমার ক্ষমতা নাই, ইহাতে পুত্র বাঁচুক ভাল, আর মরুক ভাল।” মতিলাল ও তাঁহার মাতা শুনিয়া অবাক হইলেন। যে পুত্রের জীবন সংশয়, যাহার জন্য প্রত্যহ দুই তিন বার ডাক্তার কবিরাজ আসিতেছে, সেই পুত্র ‘বাঁচুক বা মরুক’ এতাদৃশ নৃশংস বাক্য দুর্গাবতীর মুখ হইতে বহির্গত হইল শ্রবণ করিয়া তাঁহারা আর দুর্গাবতীকে পুত্রের নিকট থাকিতে দিবেন না মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকাভাব বশতঃ তাহা করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু পুত্রের জন্য রাত্রি জাগরণ করিতে হয় বলিয়া দুর্গাবতী এই অবধি রাত্রে অন্নাহার ত্যাগ করিয়া মতিলালের সঙ্গে লুচি আহার ধরিলেন। বলা বাহুল্য, পাঠকবর্গ জানিয়াছেন যে, দুর্গাবতী পূর্ব্বে পূর্ব্বে অপ্রকাশভাবে লুচি গ্রহণ করিতেন; এই অবধি তিনি প্রকাশ্যভাবে গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

পাঠক, অদ্য অষ্টাহ হইল আবোলের মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং এখানে আর কান্নাকাটী ব্যতিরেকে নূতন কিছুই নাই; এজন্য চলুন একবার হরিবাবার বাটী গমন করি। তথায় আহারান্তে রাজলক্ষ্মী নিজ প্রকোষ্ঠে নিদ্রিত আছেন। বেলা আন্দাজ ৩টা হইয়াছে। এমন সময়ে রাজলক্ষ্মী স্বপ্ন দেখিলেন, আবোল তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল, “জেঠাই মা, আপনারা কবে বাড়ী যাইবেন? বাবা যে বড় পীড়িত, আপনারা কি সংবাদ পান নাই?”

রাজ। কে, আবোল? তুই কেমন করে এতদূর চিনে এলি?

আবোল। আমি আর এখন ছেলে মানুষ নই, তবে কেন চিনে আসিতে পারিব না?

রাজ। আমি ত তোমাকে সেই ছেলে মানুষই দেখিতেছি, বিশেষ আমরা এই পাঁচ ছয় মাস আসিয়াছি, এর মধ্যে আর তুমি কত বড় হবে?

আবোল। পাছে তুমি আমাকে দেখিয়া ভয় পাও, তাই আমি ছোট মূর্ত্তিতেই আসিলাম।

রাজ। সে কি আবোল?

আবোল। আমি আর তোমাদের আবোল নই। আমি ত সে দেহ ত্যাগ করিয়াছি।

রাজ। কেন, তোমার কি হয়েছিল?

আবোল। আমার জ্বর হইয়াছিল। জ্যাঠা মহাশয় থাকিলে হয় ত আমাকে ছাড়িতেন না। তিনিও চলে এসেছেন, আমিও এই কয়েক মাস বাদে, অদ্য অষ্টাহ হইল, দেহত্যাগ করিয়াছি। আমার পিতা এক্ষণে আমার শোকে পীড়িত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছেন। মা কাঁদিয়া কাটিয়া পাগলের ন্যায় হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে নিদ্রাবস্থায় অনেক প্রবোধ দিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে জ্যাঠা মহাশয় না হইলে তাঁহার রক্ষা নাই। বাবার মৃত্যু হইলে মাও বাঁচি[illegible]।

রাজ। তোমার জ্যাঠামহাশয় ত এখানে। অস্ত্র বাহির হইলে কল্য গিয়া সেখানে পৌঁছিবেন। তা তোমার জ্যাঠামহাশয় কি রকম করে তাঁকে রক্ষা কর্‌বেন?

আবোল। এখান হইতে গেলে আর হইবে না। এক্ষণে দৈব দরকার। তিনি যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে আরাম ক'রবেন, সে অপেক্ষা সহিবে না। তিনি দেহবিমুক্ত হই-বার প্রস্তাব করিয়াছেন, হরিবাবাকে বলিয়া অদ্যই দেহমুক্ত হইলে পিতার উদ্ধারের উপায় জানিতে পারিবেন। আমিই বলিয়া দিব।

ভয়ে ভাবনায় রাজলক্ষ্মীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক দেখিলেন, তারাদেবী তাঁহার সম্মুখে। তারাদেবীকে দেখিয়াই তাঁহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। তদ্দর্শনে তারাদেবী কহিলেন, তুমি কাঁদিতেছ কেন, রাজলক্ষ্মি? আমি আগমন করায় তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল বলিয়া কি দুঃখিত হইলে?

রাজ। না ভাই, বড় বি স্বপ্ন দেখিলাম। তাই প্রাণটা বড় কেঁদে উঠ্‌চে।

তারা। এমন কি স্বপ্ন?

রাজলক্ষ্মী স্বপ্ন কথা সমস্ত বিবৃত করিয়া বলিলেন, "ভাই, এমন স্বপ্ন দেখিলাম কেন? সত্য সত্যই কি তবে

আমার দেবর পীড়িত ও আমার দেবরপুত্র প্রাণত্যাগ করিয়াছে ?

তারা। উহার উত্তর আমি হঠাৎ দিতে সমর্থ নই। তুমি আমার দাদার নিকট যাও, তাহা হইলে সব জানিতে পারিবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গ্রেপ্তারের উদ্যোগ।

আবোল পীড়িত হইয়া ঠাকুরমার শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। মতিলাল তাহাকে উপরে নিজের প্রকোষ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য কত বলিয়াছিলেন, কিন্তু আবোল তাহা শুনে নাই। পীড়া ক্রমশঃ প্রবল হইলে আর তাহার জ্ঞান ছিল না, কিন্তু তাহার অভিমত নয় বলিয়াই সে অবস্থাতেও মতিলাল তাহাকে নিজশয়নকক্ষে লইয়া যান নাই। পরে যখন অষ্টাদশ দিবসে বেলা ১০টার সময় আবোলের চক্ষুতে জাল পড়িয়া আসিল, তখন মতিলাল মন দৃঢ় করিয়া বিছানা হইতে তাহাকে দুই হস্তের উপর গ্রহণ করিয়া সেই গৃহের মেঝিয়ার উপর শয়ন করাইলেন। আবোলের তখন সমস্ত স্থির হইয়া আসিয়াছে। কেবলমাত্র একবার শ্বাসত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই জীবনবায়ু বহির্গত হইল। মতিলাল ক্রন্দন করিতে করিতে কেবল এই মাত্র কহিলেন, "আবোল রে! তুই আমাকে মারিয়া গেলি?" অনন্তর স্বয়ং মতিলাল, জনৈক কায়স্থ বন্ধু সঙ্গে লইয়া আবোলের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। মতিলাল যদিও আর ক্রন্দন করেন

নাই, কিন্তু তাঁহার মনে সুখ ছিল না। সর্ব্বদাই উন্মনা থাকিতেন। দুই দিবস আপিস বহির্গত হইয়াই মতিলাল স্বয়ং পীড়িত হইলেন। প্রথম দুই তিন দিবস দুর্গাবতীই তাঁহার শুশ্রূষা করিতেন। কিন্তু ক্রমে যখন জ্বর প্রবল হইল, তখন মতিলালের মাতা দুর্গাবতীর সহিত শুশ্রূষায় যোগদান করিলেন। কিরণ (জ্যোতিলালের পুত্র) এখানে থাকিলে ভালরূপ শুশ্রূষা করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি আবোলের ভেদ বমি রোগের পরই, পরীক্ষায় ভালরূপে উত্তীর্ণ হইয়া, গভর্ণমেণ্টের কার্য্য লইয়া বিদেশে গিয়াছেন। ডাক্তার কবিরাজ ডাকিতে হইলে কিশোরীলালের পুত্র ব্যতিরেকে আর কেহই নাই। ডাক্তার কবিরাজ এক্ষণে দুই বেলা আসিতেছে। মতিলালের মাতা মণিলালকে কহিলেন, (মণিলাল কিশোরীলালের পুত্র) "টাকার দুখ-দরদ করিও না, যত টাকা ডাক্তার লয় লউক, আমার মতিকে যেন আরোগ্য করিয়া দেয়।" ডাক্তার কবিরাজ এজন্য দুবেলা আসিয়া দেখিতেছেন, কিন্তু রোগের উপশম না হইয়া শ্রীবৃদ্ধিই হইতে লাগিল। ষষ্টি বৎসরের বৃদ্ধা মতিলালের মাতা ঘোমটা না দিয়া কখন আত্মীয় কুটুম্ব অথবা ডাক্তার কবিরাজের নিকট যাইতেন না, কিন্তু মতি-লালের পীড়ার উপশম না দেখিয়া তিনি সে লজ্জা ত্যাগ করিয়াছেন। ডাক্তারবাবু দুই বেলা যেরূপ দেখেন, এক্ষণে

তাঁহার নিকট পরিচয় না দিয়া যাইতে পারেন না। অদ্য সপ্তম দিবস হইল। এতাবৎ ডাক্তারবাবু বলিয়া গিয়াছেন সাত দিনের দিন হইতে পীড়া উপশম হইতে থাকিবে, কিন্তু অদ্য তাহা না হইয়া বরং বৃদ্ধি দেখা গেল। এজন্য ডাক্তারবাবু কহিলেন, "মা! সাত দিনেই কম পড়িবে ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা না হইয়া বরং জ্বর বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে রকম দেখিতেছি, তাহাতে শঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। যদি সাহেব ডাক্তার আনাইতে ইচ্ছা করেন, তবে এই বেলা আনয়ন করাই কর্ত্তব্য।" ডাক্তারের কথা শুনিয়া মতিলালের মাতার প্রাণ উড়িয়া গেল। জ্যোতি ও কিশোরী এই প্রকারে ডাক্তার কবিরাজের চিকিৎসা ব্যর্থ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মতিরও সেই প্রকার অবস্থা দর্শনে তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া মেঝের উপর পড়িয়া রহিলেন। বাটীর সকলেই ভাবনাগ্রস্ত। কাহারও মুখে উচ্চ কথাটী নাই।

দ্বিপ্রহরে আহারাদি সমাপন করিয়া সৌদামিনী ও শরৎকুমারী শাশুড়ীকে অনেক করিয়া একটু দুগ্ধ সেবন করাইলেন। তিনি অনাহারে প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্পা হইয়াছিলেন। সৌদামিনী ও শরৎকুমারী তাঁহাকে দুগ্ধসেবন করাইয়া নিম্নে আসিয়াছেন, এমন সময়ে একজন পাহারাওয়ালা সমভিব্যাহারে জন দুই বাবু আসিয়া বহির্ব্বাটী প্রবিষ্ট হইলেন। মণিলাল কাকার নিকট বসিয়াছিলেন।

বাহিরে লোক জনের রব শুনিয়া সৌদামিনী তাহাকে ডাকিয়া বহির্ব্বাটী পাঠাইলেন। মণিলালকে দেখিয়াই এক জন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মতিলাল বাবু কি তোমার পিতা ?"

মণি। আজ্ঞা না, আমার খুড়া।

বাবু। তিনি কোথায় ?

মণি। তিনি উপরে, আপনাদের কি প্রয়োজন ?

বাবু। প্রয়োজন বড় গুরুতর, আমরা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছি।

মণি। তিনি ত আট দশ দিন পীড়িত। এ অবস্থায় কি দুষ্কর্ম্ম করিলেন, যে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছেন ?

বাবু। তুমি ছেলে মানুষ, তোমাকে কি বলিব ? তিনি আপিসের টাকা ভেঙ্গেছেন, সেই জন্য গভর্ণমেণ্টের হুকুম, তাঁহাকে হাজতে লইয়া যাইতে হইবে।

মণি। তিনি ত পীড়িত, উঠিতে পারেন না, তাঁহাকে হাজতে কেমন করিয়া লইয়া যাইবেন ?

বাবু। আমাদের দেখিলেই পীড়া আরোগ্য হইয়া যাইবে। আচ্ছা চল দেখি, তাঁহাকে একবার দেখিয়া আসি। এই বলিয়া সকলে উঠিলেন।

মণি। একটু অপেক্ষা করুন, বাটীতে সংবাদ দি।

মনিলাল বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে সতর্ক করিয়া

তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মতিলালের প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। পাহারাওয়ালা সঙ্গে বাবুদ্বয়কে দেখিয়া মতিলালের মাতা স্তম্ভিত হইয়া তাহাদিগের কার্য্য কলাপ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাহারা মতিলালের বিছানার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া 'মতি বাবু, মতি বাবু' বলিয়া ডাকিলেন। কোন উত্তর না পাইয়া গাত্র নাড়া দিয়া পুনরায় তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। মতিলাল মুদ্রিত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কি বিড় বিড় করিয়া বলিলেন।

বাবু। মতি বাবু, কেমন আছেন?

মতি। বুধবার।

বাবু। আমরা আপনাকে দেখ্‌তে এসেছি, আপনি কেমন আছেন?

মতিলাল 'এই আজ আট দিন' বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন।

মণি। উঁহার বড় পুত্রটী আজ আট দিন মারা পড়েছে, তাই বোধ হয় বল্‌চেন।

বাবু। উঁহার বড় পুত্র বুঝি মারা গেছে? ওঃ সেই জন্য ক দিন আপিস কামাই হয়েছিল। কিন্তু তার পরও ত আপিসে গিয়েছিলেন?

মণি। হাঁ গিয়াছিলেন, সেই দু-দিন বেরুয়েই পীড়িত হলেন।

বাবু। তবে চলুন, আমরা গিয়ে পীড়ার কথা রিপোর্ট করি।

সকলে বাহিরে যাইবার জন্য উত্থিত হইলেন দেখিয়া মতিলালের মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা! কেমন দেখ্‌লে আমার ছেলেকে?" তাঁহারা কহিলেন, "আমরা ডাক্তার নই মা! আমরা দেখে গেলাম, গিয়ে সাহেব ডাক্তার পাঠিয়ে দেব।" এই বলিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। আপিসে গিয়া তাঁহারা তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট দিলেন। তাঁহারা মতিলালের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার জীবনে নিরাশ হইয়াছিলেন। সুতরাং গৌণ করিলে পাছে ঝুকি তাঁহাদের উপর পড়ে, এজন্য তৎক্ষণাৎ কালেক্টর সাহেবকে রিপোর্ট দিয়া মৌখিক সমস্ত হাল অবগত করাইলেন।

পাঠক! কনষ্টেবল সহ দুটী বাবু কি নিমিত্ত মতিলালকে দেখিতে আসিয়াছেন, তাহা বোধ হয়, বুঝিতে পারেন নাই। আবোলের মৃত্যুর পর মতিলাল বড় বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অবস্থায় তিনি দুই দিবস আপিস করেন। সুযোগ বুঝিয়া একজন কণ্ট্রাক্টর পঁচিশ হাজার টাকার একখানা বিল পাশ করাইয়া টাকা লইয়া প্রস্থান করে। বিলখানিতে ইঞ্জিনিয়ারের সই ছিল না। যত টাকার বিল হয়, তাহার বেশী টাকার কার্য্য না হইলে, ইঞ্জিনিয়ার কখন সে বিলে সই করেন না। কণ্ট্রাক্টর ঘুষ দিয়া নিম্ন কর্ম্মচারী-

দিগের সই লইয়াছেন। মতিলালের মনের অবস্থা জানিতেন বলিয়াই কণ্ট্রাক্টর এরূপ কার্য্যে সাহস পাইয়াছিলেন, নতুবা এতাদৃশ বিল মতিলালের নিকট আসিলে তিনি ফিরাইয়া দিতেন। মতিলাল চিরকালই সাবধান ছিলেন। একারণ এতাবৎ বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েন নাই। আবোলের মৃত্যুতে তিনি এক প্রকার উন্মনা হইয়াছিলেন, একারণ ইঞ্জিনিয়ারের সই না করাইয়া যে কণ্ট্রাক্টর বিল দাখিল করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। বিশেষতঃ যে কণ্ট্রাক্টর কার্য্য করিয়া দুই তিন বার বিল করিয়া টাকা লইয়াছে, সে যে এবার চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে, তাহা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। কণ্ট্রাক্টর টাকা লইয়া পলায়ন করিলে, ইঞ্জিনিয়ারের রিপোর্টে কালেক্টর সাহেব ব্যাপার অবগত হইলেন, এবং হেড ক্লার্ক ঘুষ লইয়াই এই কার্য্য করিয়াছে, এবং পাছে ধরা পড়িলে শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন, এই ভয়ে তিনিও পলায়ন করিয়াছেন, এই ভাবিয়া কনষ্টেবল সহ দুইজন কর্ম্মচারীকে তাঁহার বাড়ী তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পাঠাইয়া ছিলেন।

কর্ম্মচারিদ্বয় মতিলালের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার জীবন-সংশয় জ্ঞানে এবং পাছে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে সেই দাবী তাঁহাদের উপর নিপতিত হয়, এই ভয়ে তাঁহারা আপিসে গিয়াই কলেক্টর সাহেবকে সকল বিষয় জানাইলেন।

কালেক্টর সাহেবও, পাছে তাঁহার ত্রুটীতে তিনিই দায়ী হয়েন, এই ভয়ে ডিষ্ট্রীক্টের সিবিল সার্জ্জনকে মতি বাবুর বাটী চিকিৎসার্থ প্রেরণ করিলেন। সিবিলসার্জ্জন সেই দিবস সন্ধ্যার পূর্ব্বে মতি বাবুকে দেখিয়া এই বলিয়া রিপোর্ট দিলেন যে, "তাঁহার জীবনের কোন আশা নাই, এবং রোগী অদ্য রাত্রেই হউক, অথবা কল্য প্রাতঃকালেই হউক, মানবলীলা সংবরণ করিবে এবং রোগী মনুষ্য-চিকিৎসার বহির্ভূত হইয়াছে।"

গবর্ণমেণ্ট প্রেরিত সিবিলসার্জ্জন চলিয়া গেলেই মতিলালের চিকিৎসা-নিযুক্ত ডাক্তার বাবু আর একজন সিবিলসার্জ্জন সহ উপনীত হইলেন। ডাক্তার সাহেব বিশিষ্টরূপ পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গেলেন "রোগীর জীবন বায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। এক্ষণে ঔষধ সেবন করাইয়া আর কোন ফল হইবে না, তবে গা চিরিয়া ঔষধ দেওয়া যাইতে পারে।"

মণিলাল জিজ্ঞাসিলেন, "গা চিরিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিলে কি কোন উপকার হইতে পারে?"

ডাঃ সাহেব। উপকার স্থান বিশেষে হয়, রোগীর জীবনী শক্তি নাই, সুতরাং ইহার যে উপকার হইবে, সে আশা করা যাইতে পারে না। এই বলিয়া ডাক্তার সাহেব ১৬টী ও ডাক্তার বাবু দুটী টাকা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তারগণের বাক্যে মণিলাল বিভীষিকা দেখিলেন।

রাত্রিকালে কখন কি হয় ভাবিয়া তিনি প্রতিবেশী দুইজন আত্মীয়কে বহির্ব্বাটীতে শয়ন করিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আহারান্তে বহির্ব্বাটী শয়ন করিলে, মণিলাল খুড়া মহাশয়ের রাত্রের শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

মতিলাল একভাবেই শয়ন করিয়া আছেন। বৈকালে ডাক্তারগণের আগমনের পর হইতে আর তাঁহার প্রলাপও নাই। হতচৈতন্য হইয়া এক অবস্থাতেই পড়িয়া আছেন। দুর্গাবতী প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোন কথাই বলিলেন না, তিনি মতিলালের পদের পার্শ্বে শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার শাশুড়ী সেই মেঝের উপর শোকে তাপে এক প্রকার সংজ্ঞাহারা হইয়া পড়িয়া আছেন। অন্ধকার রাত্রি। সর্ব্বত্রই নিস্তব্ধ। মণিলাল একাকী জাগিয়া বসিয়া আছেন। তিন জনের নিশ্বাস পতিত হইতেছে, তাহা মণিলাল বুঝিতে পারিতেছেন। মতিলালের ঘরে ঘড়িতে ১১টা বাজিল। বাজনার শব্দও থামিল, অমনি সেই প্রকোষ্ঠের দক্ষিণদিকের একটী খড়খড়ী যেন নড়িয়া উঠিল। মণিলাল চমকিত হইয়া সেই দিকে দেখিলেন কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তবে ঠাকুর মা এই সময়ে যেন সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া ভূমিশয্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক মতিলালের যে পার্শ্বে মণিলাল ছিলেন তাহার অপর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। অমনি মতিলাল হস্তদ্বারা কাহাকেও যেন নিবারণ করিতে করিতে

"খাব না, খাব না" বলিয়া উঠিলেন। এবং পরক্ষণেই থু থু থু বলিয়া যেন থুথু ফেলিতে লাগিলেন। মাতা জিজ্ঞাসিলেন "কেন বাবা, অমন করছো?"

মতি। বড় তিতো।

মাতা। কি তিতো? তুমি ত কিছুই খাও নাই।

মতি। ঐ যে কে, ঔষধ খাওয়াইয়া দিল, থু থু, বড় তিতো।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আমার ক্ষমতা কি।

রাজলক্ষ্মী স্বপ্ন দেখিয়া বড়ই উন্মনা হইলেন। তারা সুন্দরীকে তাঁহার স্বপ্ন কথা বলিলে, তিনি তাহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তিনি হরিবাবার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "বাবা, আমি দিনমানে নিদ্রিত হইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। সেই স্বপ্ন দেখিয়া আমি বড়ই উতলা হইয়াছি।"—হরিবাবা স্বপ্ন কথা শুনিবামাত্রই কহিলেন, "হাঁ আমি জানি, তোমার দেবরপুত্রের সহিত স্বপ্নে কথা কহিয়াই তুমি এরূপ উন্মনা হইয়াছ। তোমার দেবরপুত্র আবোল আর নাই। অষ্টাহ হইল, সে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছে। তোমার দেবরও সাংঘাতিক পীড়িত। সাহেব ডাক্তার আসিয়া জবাব দিয়া গিয়াছে।"

রাজ। বাবা, তাহা হইলে উপায় কি হইবে? দেবরের এমন তেমন হইলে আমরা আর কোথায় যাইব। তাঁহারই ইচ্ছায় আমরা একরূপ মাথা গুঁজিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাও গেলে শুধু আমরা কেন, অনেকগুলি অবলা ও বালকবালিকা আশ্রয়শূন্য হইবে। বাবা, আপনার ক্ষমতায় যদি তাহার রক্ষা সাধন হয় তবে আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহা করুন।

হরি। আমার ক্ষমতা কি মা? আমার কোনই ক্ষমতা নাই। ক্ষমতা ঐ মা'র, তাঁহাকে গিয়া বল।

রাজলক্ষ্মী বুঝিলেন, হরিবাবা তাঁহার গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী কালীমাতাকেই লক্ষ্য করিয়া কহিলেন। এজন্য তিনি স্বামীকে ডাকিয়া স্বপ্নকথা সমস্ত বলিলেন ও তৎসম্বন্ধে হরিবাবা যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সমস্তই বিবৃত করিয়া কহিলেন। তদনন্তর তাঁহারা হরিবাবার আদেশ মত সন্ধ্যা-কালে দেবীর আরত্রিক করিলেন। আরত্রিক করিবার সময় দেবীর অঙ্গ হইতে যেন অদ্ভুত জ্যোতিঃ বহির্গত হইতেছে, তাঁহারা নিরীক্ষণ করিলেন। সেই জ্যোতির মধ্যে যেন তাঁহারা আবোলের মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। অতঃপর শ্রবণ করিলেন, যেন আবোল তাঁহাদিগকে পুনরায় পিতার উদ্ধারের জন্য মিনতি করিতেছে।

হীরালাল এই বিস্ময়কর ব্যাপারে স্তব্ধীভূত হইয়াছিলেন। আবোলের বাক্য শুনিয়া তাঁহার সাহস আসিল। এজন্য তিনি করযোড়ে মাতাকে নিবেদন করিলেন, "মা, আমরা নশ্বর জীব, আমাদের কোন ক্ষমতাই নাই। তুমি উপায় দেখাইয়া দাও। তুমি যেরূপ আদেশ করিবে, আমি তাহা করিতে কুণ্ঠিত হইব না। মা, এতগুলি লোককে প্রাণে মারিবেন না।" হীরালাল এই বাক্য বলিবামাত্র যেন কেহ তাঁহাকে বলিয়া দিল, "আমার সেবক হইতেই

তোমার মঙ্গল সাধিত হইবে। এই বাক্য আমি তোমাকে প্রথম দর্শন দিয়াই ত বলিয়াছিলাম। এক্ষণে উঠ, উঠিয়া হরিবাবার নিকট গমন করিলে তিনি স্বয়ং তোমার কার্য্য-সাধনে তৎপর হইবেন।”

মাতার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া হীরালাল বহির্ব্বাটীতে হরি-বাবার নিকট গমন করিলেন ও রাজলক্ষ্মী তারাসুন্দরীর নিকট গেলেন। হীরালালকে দেখিয়া হরিবাবা কহিলেন, “মাতার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ ?” তিনি কহিলেন, “বাবা, আপনিই ত সব, আপনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে।”

হরি। আচ্ছা, এখনও রাত্রি অধিক হয় নাই। এই আটটা বাজিল। তুমি একটু বিশ্রাম কর। রাত্রি দশটার সময় যাহা করিতে হয়, করা যাইবে। আমিও একবার মা মাগীর সঙ্গে দেখা করি। এই বলিয়া হরিবাবা উত্থানপূর্ব্বক ঠাকুর গৃহে গমন করিলেন এবং চতুর্দ্দিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করিলেন।

হীরালাল ভাবনায় চিন্তায় একান্ত অধীর হইয়া পড়িয়া-ছেন। এজন্য তিনি গৃহের বাহিরে প্রাঙ্গণে সুশীতল বায়ু সেবন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এক্ষণে এক এক মিনিট তাঁহার নিকট বৎসর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা দেবীর রোষেই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি নিজে ও তাঁহার প্রাণের কনিষ্ঠ

ভ্রাতা মতিলাল ব্যতিরেকে আর কেহই নাই। এক মতিলালের উপার্জ্জনেই তাঁহাদের বৃহৎ সংসার একরূপ চলিতেছে। তাঁহার অভাবে সকলেই তাঁহার স্কন্ধে নিহিত হইবে। এতদ্ভিন্ন অতি বৃদ্ধা মাতারই বা উপায় কি হইবে? পতিহীনা হইয়াও তিনি পুত্রগণকে লইয়া কোনপ্রকারে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। তাহার মধ্য হইতে মা দুইটীকে তুলিয়া লইলেন। অন্ধের যষ্টি মতিলালের যত্নে তিনি কেবল প্রাণবিযুক্ত হয়েন নাই। সেই মতিলালকে যদি এক্ষণে দেবী লয়েন, তবে বৃদ্ধার কি হইবে? মনের আবেগে হীরালাল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "মা, মতিকে যদি লও, তবে আমার বৃদ্ধা মাতাকে অগ্রে গ্রহণ কর। আর আমি ত তোমার নিকট কোন অপরাধী নহি, তবে কেন নির্দ্দয় হইয়া এই বৃহৎ পরিবারের ভার আমার স্কন্ধে দিতেছ? অবশ্য আহার দিবে তুমি, সকলই করিবে তুমি, আমি কেবল উপলক্ষ মাত্র হইব। কিন্তু মা, আমাকে এই বিপত্তিজালে ফেলিলে আমি কি আর তোমার চরণধ্যান করিতে পাইব? তুমি কি আমাকে ত্যাগ করিবার জন্য এই বিপদ্জালে জড়ীভূত করিতেছ?"

হীরালাল মনের দুঃখে এতদূর বলিয়াছেন, এমন সময়ে আকাশমণ্ডলে এক দিব্য জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

হীরালাল একদৃষ্টে সেই জ্যোতিঃপুঞ্জের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া আছেন, সহসা যেন হরিবাবার দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি তিনি তন্মধ্যে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার বোধ হইল যেন হরিবাবা তাঁহারই দিকে তাকাইয়া অনুগ্রহসূচক হাস্য করিতেছেন। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া হীরালালের মনে শান্তির উদয় হইল। তিনি প্রাঙ্গণ হইতে গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন হরিবাবার ঘড়িতে দশটা বাজিল। তাঁহাকে আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। তিনিও গৃহাভ্যন্তরে তক্তপোষের উপর উপবিষ্ট হইয়াছেন, হরিবাবাও অমনি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। হীরালাল দেখিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল দিব্য জ্যোতির্বিশিষ্ট। একটু পূর্ব্বে তিনি আকাশমণ্ডলে হরিবাবার যেরূপ কান্তিময়ী লাবণ্যবিশিষ্টা জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, হরিবাবার এক্ষণকার মূর্ত্তি তদ্রূপই হইয়াছে। তিনি বিস্মিতান্তঃকরণে এক দৃষ্টে তাঁহার মুখমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া আছেন, এমন সময়ে হরিবাবা তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "বাচ্ছা! তুমি প্রস্তুত?"

হীরা। আজ্ঞা হাঁ, এক্ষণে আপনার অনুগ্রহ।

হরি। আবার ঐ কথা? আমি কে? আমার ক্ষমতা কি? আমিও যা, তুমিও তা, ক্ষমতা সেই মাগীর।

হীরালাল অবনতমস্তকে চুপ করিয়া রহিলেন। হরি-

বাবা একটী পুঁটুলি হইতে একটী বড়ী লইয়া তাহা জল দ্বারা গুলিয়া হীরালালকে পান করিতে দিলেন। হীরালাল মতিলালের জন্য উৎকণ্ঠাপূর্ণ হইলেও নিজের প্রাণের মমতায় একবারমাত্র কণ্টকিত-কলেবর হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সেই ঔষধি পান করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে হীরালালের বোধ হইতে লাগিল, যেন তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হইতেছে। জগৎসংসার তাঁহার নিকট ঘূর্ণায়মান বলিয়া বোধ হইল। নিমেষ মধ্যে মনে হইল যেন তিনি ঊর্দ্ধে উঠিতেছেন, তখন কেবল হরিবাবার স্বর তাঁহার শ্রুতি-গোচর হইল। হরিবাবা যেন বলিতেছেন, "অরুণ, অরুণ! এই আত্মাটীকে লইয়া বায়ুসমুদ্রের মধ্য দিয়া পথপ্রদর্শক হও। ইঁহার যে বিষয়ে সাহায্য প্রয়োজন হইবে, তত্তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবে। তোমারই বলে বলীয়ান হইয়া, আমি এই আত্মাকে মুক্ত করিলাম। তুমি ইহার সর্ব্ববিষয়ে সাহায্যকারী হইয়া শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করাইবে।"

হীরালালের দেহ সেই তক্তপোষের উপর পতিত রহিয়াছে। এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা অতীত হইল, তথাপি হীরালালের আত্মা ফিরিয়া আসিল না দেখিয়া, হরিবাবা ভীত হইলেন। দেখিতে দেখিতে হীরালালের দেহ নড়িয়া উঠিল। ক্রমে জ্ঞানের সঞ্চার হইলে তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

হরি। শরীর কেমন বুঝ?

হীরা। শরীর একটু ঝিম ঝিম করিতেছে মাত্র।

হরি। তোমার কি কি হইল ও কি কি করিলে আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা কর। এই বলিয়া তিনি তারা ও রাজলক্ষ্মীকে ডাকিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইলে হীরালাল বলিতে লাগিলেন, "আপনার ঔষধটা খাইবামাত্র আমার শরীর ঝিম ঝিম করিতে লাগিল ও কেমন যেন সংজ্ঞালোপ হইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সংজ্ঞালোপের সঙ্গে সঙ্গে দেহ অসাড় হইয়া আসিল, তখন যেন আপনার কথা আমি শুনিতে পাইলাম, আপনি যেন বলিতেছেন, 'অরুণ, অরুণ! এই আত্মাটীকে লইয়া বায়ুসমুদ্রের মধ্য দিয়া পথপ্রদর্শক হও। ইঁহার যে বিষয়ে সাহায্য প্রয়োজন হইবে, তত্তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবে। তোমারই বলে বলীয়ান হইয়া আমি এই আত্মাকে মুক্ত করিলাম। তুমি ইহার সর্ব্ব বিষয়ে সাহায্যকারী হইয়া শীঘ্রই প্রত্যাবর্ত্তন করাইবে।' তৎপরে আমার বোধ হইল যেন আমি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছি। পরক্ষণেই দেখিলাম, অসীম বায়ু সমুদ্রে আমি সন্তরণ দিতেছি। আপনি যাঁহাকে বলিয়া দিলেন, তিনিই আমার একমাত্র সঙ্গী হইলেন, এমন সময়ে দেখিলাম, আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আবোল আসিয়া আমার পথরোধ করিল। সে আমাকে দেখিয়াই কহিল, 'জ্যেঠা

মহাশয়! আমার পিতা বড় পীড়িত, আপনার সাহায্য ব্যতিরেকে তাঁহার উদ্ধার নাই। এই দেখুন, আপনি ছিলেন না বলিয়া আমি তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া পলাইয়াছি। আমার শোকেই পিতার এই দশা। আমার মাতা শয্যা-শায়িনী। পুত্রের মৃত্যু আর তাঁহার সহ্য হইবে না। বাবার মৃত্যু হইলে, তাঁহারও মৃত্যু অবধারিত। এজন্য আপনি ইহার উপায় বিধান করুন।' অরুণ এই ব্যাপার শ্রবণমাত্র কহিলেন, 'তুমি অগ্রগামী হও, তোমার ঠাকুর-মাতাকে আশ্বাস দান কর। আমি উহাঁকে লইয়া সত্বর গমন করিতেছি।' অরুণের বাক্যে প্রবোধিত হইয়া আবোল চলিয়া গেল। অনন্তর অরুণ আমাকে লইয়া এক নিবিড় বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তথায় এগাছ ওগাছ করিয়া অনেক গাছ পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক একটী লতা হইতে গুটীকতক পাতা লইয়া আমাকে দিয়া কহিলেন, 'ইহার রস তোমার ভ্রাতাকে কয়েক ফোটা খাওয়াইয়া দিলে, তাঁহার রোগ আরোগ্য হইবে। যে আত্মা তাঁহার দেহ-পিঞ্জর হইতে পলায়নপ্রয়াসী হইয়াছে, সে আবার সুস্থির ভাবে সেই পিঞ্জরেই অবস্থান করিবে।' পাতা কয়েকটী লইয়া হস্তে রগড়াইতে রগড়াইতে অরুণের সঙ্গে কলিকাতায় আগমন করিলাম, এবং আমাদের সেই বাটী প্রবিষ্ট হইয়াই মতি-লালের প্রকোষ্ঠে গমন করিলাম। দেখিলাম মাতাঠাকুরাণী

ও আমার এক ভ্রাতুষ্পুত্র মতিলালের নিকট বসিয়া আছেন। মাতাঠাকুরাণী শয্যাগতই ছিলেন, আবোলের মুখে শুনিলাম, তিনি আবোলেরই আশ্বাসে আশ্বাসিত হইয়া গাত্রোত্থান করিয়াছেন। মাতার সেই বিষণ্ণ চিন্তানলদগ্ধ হৃদয়ের দর্পনস্বরূপ মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া আমি একটু হাস্য করিলাম। ভাবিলাম এই অসার দেহের জন্য এত মনঃকষ্ট, এত চিত্ত মালিন্য, এত বিষাদ। ইতিমধ্যে অরুণ আমাকে সত্বর কার্য্য সমাধা করিয়া লইতে কহিলেন। আমি কি করি, তিনি যখন পথপ্রদর্শক, তাঁহারই কথামত মতিলালের খট্টাঙ্কের নিকট অগ্রসর হইয়া সেই পাতার রস তাহার মুখমধ্যে প্রদান করিলাম। মতিলাল কিছুতেই দিতে দিবে না, তথাপি আমি জোর পূর্ব্বক তাহাকে খাওয়াইয়া দিলে সে থু থু বড় তিত প্রভৃতি বাক্যে নিজের অভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। মাতা তাহাকে 'অমন কর কেন বাছা', ইত্যাদি নানা প্রকার বাক্য বলিতে লাগিলেন। অতঃপর অরুণ আমাকে কহিলেন, 'আর তোমার অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার ভ্রাতা এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন।' ইহা শুনিয়া আমি আবোলকে বলিয়া কহিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম।

পথিমধ্যে অরুণ আমাকে কহিলেন, 'তোমাকে মনুষ্যের অগম্য অনেক স্থানে লইয়া যাইতাম এবং তাহাদিগের ও

যোগিগণেরও অদৃশ্য অনেক দ্রব্য দেখাইতাম, কিন্তু আর ত সময় নাই। আমি যদি তোমাকে লইয়া পরিভ্রমণ করি, তাহা হইলে হরিবাবা আবার তোমার প্রত্যাবর্ত্তন বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবেন।” আমি শুনিয়া তাঁহাকে তাদৃশ কর্ম্ম হইতে বিরত হইতে কহিলাম; সুতরাং তিনি আমাকে লইয়া পুনরায় এই দেহের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। আমি কেমন অনন্তমাত্রে স্ফূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছিলাম, কেমন মনের আনন্দে ছিলাম, দুঃখ কাহাকে বলে কিয়ৎ-কালের জন্য আমার জ্ঞানই ছিল না, কিন্তু এই মাংসপিণ্ড মধ্যে আগমন করিবামাত্র সেই পূর্ব্বকার মানসিক বৃত্তিনিচয়, পূর্ব্বেকার স্নেহ, মমতা, দয়া, দুঃখ সবই দেখা দিয়াছে।”

হীরালালের বিবরণ শুনিয়া রাজলক্ষ্মী বিস্ময়ান্বিত হইলেন। পরে রাত্রিকাল নিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া হীরালাল প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সকলই যেন স্বপ্ন-দর্শনের ন্যায় অনুমান করিতে লাগিলেন। ভ্রাতার চিন্তায় তাঁহার মন বিষাদ-জড়িত রহিয়াছে। এই জন্য তিনি প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধানান্তে হরিবাবার নিকটে গিয়া কহিলেন, “বাবা, ভ্রাতার অবস্থা কল্য যাহা দেখিয়াছি, তাহা স্বপ্নদর্শনের ন্যায় অনুমান হইতেছে। তাহাকে সুস্থ না দেখিলে হৃদয় আর প্রবোধ মানিতেছে না। এজন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে

বিদায় দিন। আমি বাটীগমন পূর্ব্বক স্বচক্ষে তাহাকে দেখিয়া চিন্তার নিরাকরণ করিব।

হরি। দেখিয়া আর কি চিন্তার নিরাকরণ করিবে? তোমার ভ্রাতা প্রাণপ্রাপ্ত হইয়া আরও বিপদজড়িত হইলেন, তাহা হইতে মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ কর।

হীরা। আমি ত আপনার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

হরি। তুমি না বলিতে যে, তোমার ভ্রাতার চাকুরী বিপজ্জনক? তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইলেও তুমি এক সময় বলিয়াছিলে, উহাতে আমি খুসি হইলাম না কারণ ও চাকুরীতে ঝুঁকি অনেক।

হীরা। হাঁ, তা ত বলিয়াছিলাম।

হরি। এক্ষণে, তোমার ভ্রাতা পুত্রের মৃত্যুর পর দুই দিবস আপিস করেন। এক বেটা জুয়াচোর কণ্ট্রাক্টর ইঞ্জিনিয়রের সহি না করাইয়া বিল দাখিল করে। তোমার ভ্রাতা তাহা না দেখিয়া বিল পাশ করিয়া পঁচিশ হাজার টাকার চেক দিয়াছিলেন। তিনি যখন ঘোর পীড়িত, তখন তাঁহার গ্রেপ্তারি পরওয়ানা বাহির হয়। তাঁহাকে পীড়িত দেখিয়া পুলিস রিপোর্ট দেয়। তৎপরে গভর্ণমেণ্ট হইতে তাহার চিকিৎসার্থ সিবিল সার্জ্জন প্রেরিত হয়। সে সিবিল সার্জ্জনও তোমার ভ্রাতার মৃত্যু অবধারিত বলিয়া রিপোর্ট

দিয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে আরোগ্য হইয়াছেন জানিতে পারিলেই তোমার ভ্রাতার ফাটক হইবে।

হীরালাল শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন, কিয়ৎক্ষণ তাঁহার মুখ দিয়া বাক্য নিঃসৃত হইল না। পরে কহিলেন, "বাবা প্রাণদান যখন দিলেন, তখন বিপদ হইতে সে যাহাতে নিষ্কৃতি পায়, তাহার উপায় করুন।

হরি। আমার ভগ্নী তোমার স্ত্রীকে আপাততঃ ছাড়িয়া দিতে চাহে না। আবার তোমার ভ্রাতাকে বিপন্মুক্ত করিতে হইলেও, তোমার আরও কিছুদিন এখানে অবস্থান করা আবশ্যক; তোমার পীড়িত ভ্রাতার জন্য অবশ্য উদ্বিগ্ন হইবার কথা।

এই বলিয়া হরিবাবা হীরালালের গাত্র স্পর্শ করিলেন। হীরালাল অমনি দিব্যচক্ষে দেখিলেন, তাঁহাদের কলিকাতার বাটীতে মতিলালের প্রকোষ্ঠে মতিলাল পালঙ্কের উপর উপবিষ্ট হইয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেছেন। তাহার বদন-মণ্ডল দারুণ পীড়াক্রান্ত হওয়ায় ক্লিষ্ট ও বিবর্ণ হইয়াছে। মুখধৌত-জল মণিলালের হস্তস্থিত পিকদানীতে নিক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহার মাতা তাঁহার হস্তে জল ঢালিয়া দিতেছেন। সৌদামিনী, শরৎকুমারী প্রভৃতি চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান আছেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

তারা ও অবনীনাথ।

পাঠক! ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন যে, তারাদেবী রাজলক্ষ্মীকে এত শীঘ্র বিদায় দিতে অনিচ্ছুক। রাজলক্ষ্মী স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া যখন তারাদেবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গেলেন, তখন তারাদেবী তাঁহাকে দেখিয়াই মৃদু মধুর অমৃতায়মান বাক্যে কহিলেন, "কি ভগ্নি! তোমার কি কোন কথা আছে?"

রাজ। হাঁ ভাই, অদ্য স্বামীর সহিত বাটী যাইব মনে করিয়াছি। তোমাদের অনুগ্রহে আমার পীড়া ত সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে, তবে আর কেন এখানে বসিয়া সময় ক্ষেপণ করি। দেবরের বড় অসুখ তাহাও শুনিয়াছ, এখন সেখানে গমন করিলে তাঁহাদের অনেক উৎসাহ হইবে। তাই তোমার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।

তারা। সে কি কথা ভাই? তুমি এর মধ্যে কি জন্য যাইবে? সত্য তোমার দেবরের অসুখ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি ত আরোগ্যলাভ করিয়াছেন, তাহা কল্যই ত জানিতে

পারিয়াছ। তিনি আরোগ্যলাভ করিলেও তোমাদের আর কিছুদিন এখানে থাকা কর্ত্তব্য। সে সমুদায় তোমার স্বামীর নিকট সংবাদ পাইবে। এক্ষণে আমার একটী নিবেদন আছে সেটী এই যে, তুমি এত সত্বর আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে পাইবে না। তোমার সহিত আমার এই প্রথম দেখা ও আমার এই শেষ দেখা।

রাজ। বালাই, শেষ দেখা কেন হইবে?

তারা। হাঁ ভাই, আমি সত্য সত্যই বলিতেছি। আমি বেশ বুঝিতেছি, আমি আর অধিক দিন এ জগতে থাকিব না।

এই সময় হীরালালের আগমনে ইঁহাদের কথা বন্ধ হইল। হীরালাল রাজলক্ষ্মীকে ডাকিয়া হরিবাবা যাহা যাহা বলিয়াছেন, সমস্ত বিবৃত করিলেন এবং কি প্রকারেই বা তিনি তাঁহার ভ্রাতার অদর্শন জনিত ক্ষোভ মিটাইয়াছেন তাহাও বর্ণনা করিলেন।

রাজলক্ষ্মী শুনিয়া বিস্ময়াভিভূতা হইয়া কহিলেন, "তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমার আর এখানে থাকিবার আপত্তি কি? তুমি যেখানে, আমিও ত সেইখানেই আছি। সুতরাং তোমার মতেই আমার মত।

হীরা। দৈবে যেন মতিকে প্রাণদান দিল কিন্তু, তাহার স্কন্ধে যে মকর্দ্দমা ঝুলিতেছে তাহার উপায় কি হইবে!

আমরা যেন তাহাকে দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়া সত্বর গেলাম, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার কোন উপায় ত হইবে না। এখানে বাবা বলিয়াছেন, তিনি একটা উপায় করিয়া দিবেন। তখন আর ব্যস্ত সমস্ত হইয়া যাওয়ায় কোন ফলোদয় হইবে না। বরং তাহাতে মতিলালের অনিষ্টেরই সম্ভাবনা।

রাজ। আমি তাহাতে গররাজি নই। এখানে কোন কষ্টই নাই। দুই বেলা রন্ধিত অন্ন খাইতেছি, আর তারার সহিত গল্প করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেছি। তারা আমাকে যথেষ্ট ভালবাসে। এবং তারার প্রতি আমারও এমনি ভালবাসা হইয়াছে যে, তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে মনে হইলেই কষ্ট অনুভূত হয়।

এইরূপ জল্পনা করিয়া স্থিরীকৃত হইল, যাবৎ না মতিলাল গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে রক্ষা পান, তাবৎ তাঁহারা এই খানেই থাকিবেন। তারাদেবী শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।

একদিবস বৈকালে আবার অবনীনাথ আসিলেন। তিনি প্রভূত ধনের ঈশ্বর ছিলেন, অভাব কাহাকে বলে জানিতেন না, এবং সর্ব্বদাই আমোদপ্রিয় ছিলেন। অভাবের মধ্যে তাঁহার এক পত্নীর অভাব। যৌবনে পদার্পণ করিয়াই তিনি তারাদেবীর করুণামাখা লাবণ্যময় মুখশ্রী দর্শন করিয়া অবধি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তারাদেবী ভিন্ন তিনি আর

কাহাকেও পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন না। এই উদ্দেশ্যে তিনি সদা সর্ব্বদা হরিবাবার বাটীতে আসিতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, হরিবাবার এই বিবাহে কোন আপত্তি ছিল না, তবে তারাদেবী স্বীকৃত হইলেই হইল। অবনীনাথকে যে কারণেই হউক হরিবাবা বড় ভাল বাসিতেন, এবং অবনীনাথ আসিলে তাঁহার নিকট তাঁহার তড়িৎ সংক্রান্ত বক্তৃতা আরম্ভ করিতেন। অবনীনাথের আগমনে যথারীতি ভোজের আয়োজন হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী এক্ষণে বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন যে, অবনীনাথের এই প্রয়াস বিফল। তিনি অর্থবান আমোদপ্রিয় সরলহৃদয় প্রফুল্লচিত্ত হইলেও তারাদেবী তাঁহার প্রতি অনুরক্ত নহেন। আবার সম্প্রতি তারাদেবী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "আমি অচিরেই এ জগত পরিত্যাগ করিয়া যাইব।" তাই যদি তারাদেবী জানিতে পারিয়া থাকেন, তবে কি জন্যই সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবে? অন্যান্য বার তারাদেবী ভ্রাতার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে বহির্ব্বাটী গমন করিতেন। এবার কিন্তু তিনি নিজের প্রকোষ্ঠে বসিয়া আছেন।

আহারের স্থান হইলে হরিবাবা, হীরালাল ও অবনীনাথ একত্র আহার করিলেন। আহারান্তে সকলে উঠিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী আহারের জন্য তারাদেবীর অনুসন্ধানে গমন করিলেন। তারাদেবীর গৃহে প্রবিষ্ট হইতে না হইতেই তিনি তারাদেবীর কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি বলিতেলাগিলেন,

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

"আমি তোমাকে বার বার বলিয়াছি, তোমার এই প্রস্তাব অসম্বদ্ধ। তুমি আশার ছলনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। আমাকে বিবাহ করিলে তুমি অতৃপ্তবাসনা পত্নী প্রাপ্ত হইবে। তুমি সবল সুস্থকায়, তোমার নিকট জাগতিক সকল দ্রব্যই মধুর। কিন্তু আমার নিকট তাহা নহে। তুমি বলিতেছ, তুমি আমাকে সুখী করিবে, হইতে পারে, তুমি তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, তোমার ঐশ্বর্য্য, তোমার প্রভুত্ব, তোমার প্রিয়দর্শন মধুরাকৃতি, তোমার কোমল স্বভাব প্রভৃতি গুণে বশীভূত হইয়া অধিকাংশ স্ত্রীলোকেই সুখী হইতে পারে। কিন্তু আমি তোমার হীরা মুক্ত আদি ঐশ্বর্য্যে তৃপ্তা নহি। তোমার আশা ভরসা সবই আছে, আমার তাহা কিছুই নাই। সমাজের নামে আমার মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। পার্থিব বিবাহের বিষয় ভাবিলে আমার মন উত্তেজিত হয়। আত্মার মিলন না হইয়া দৈহিক মিলনে আমি তুষ্টা নহি। সুতরাং তুমি আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া বৃথা সময় অতিবাহিত করিতেছ।"

অবনী। তারা! একটী দীপশিখা আর একটী দীপ-শিখাকে প্রজ্বলিত করিয়া থাকে, সূর্য্যরশ্মির বরফ দ্রবকারী ক্ষমতা আছে, আর আমার এই ভালবাসার কি কোন পুরস্কার নাই। আমি তোমার দাদার নিকট শুনিয়াছি ভাল-বাসারও আকর্ষণী-শক্তি আছে। তবে আমার কি এরূপ আশা

করা অসঙ্গত যে, এই প্রকৃষ্ট মহতী ভালবাসা স্বীয় আকর্ষণ-বলে আমার জীবন-তারাকে আকৃষ্ট করিয়া আমার আয়ত্ত করিয়া দিবে, আমি তখন তাহাকে আমার বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিব ?

তারা। তুমি মূর্খের ন্যায় কথা বলিতেছ। দাদার বক্তৃতা শুনিয়া, আমার বোধ হইতেছে, তোমার কোন জ্ঞানই হয় নাই। যাহা তোমার আয়ত্বের বহির্ভূত, তুমি কেমন করিয়া তাহাকে আকর্ষণ করিতে পার। তোমার এ আবদার বালকের চন্দ্র প্রাপ্তির ন্যায়।

অবনী তারাদেবীর কথায় রাগত হইয়া উত্তর দিলেন, "সুন্দরি, তোমার যাহা ইচ্ছা বলিতে পার, কিন্তু আমি তাহাতে ভিজিব কেন ? আমার ইচ্ছা আকাশকুসুম নহে। আমি তোমার দাদার ন্যায় হাতুড়ে বৈদ্য নহি। তোমার দাদা তড়িৎ যোগে একটা কুকুরের উপর প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ভাবেন, তিনি মনুষ্যের উপরও তাহাই পারিবেন। সুতরাং অপরিণামদর্শীর ন্যায় তাঁহার ভগ্নীর উপর উহার পরীক্ষা করিতে চাহেন। তোমার আকার প্রকার দর্শনে বোধ হইতেছে, তুমি আমার উপর রাগত হইতেছ, কিন্তু আমি সত্য কথাই বলিতেছি। তোমার দাদা হয়ত বলিবেন, আমার শরীরে তড়িতাণু নাই, কিন্তু তাহা না থাকিলেও আমার বিবেচনা শক্তি আছে। আমি বুঝিতে পারিতেছি,

তুমি তোমার দাদার পরীক্ষার পাত্র হইয়া জীবন নষ্ট করিতেছ, সুতরাং আমি তোমাকে উদ্ধার করিব।"

অবনীনাথ কথা বলিতে বলিতে যতই অগ্রসর হইতে-ছেন, তারাদেবী ততই পশ্চাৎ সরিতেছেন। যে ব্যক্তি ভগ্নীর সমক্ষে প্রিয়তম ভ্রাতার নিন্দা করে সে কখন সেই ভগ্নীর শ্রদ্ধাভাজন বা প্রণয়ভাজন হইতে পারে না, বরং ক্রোধ-ভাজনই হইয়া থাকে। তারাসুন্দরী অবনীনাথের মুখ হইতে ভ্রাতৃনিন্দা শ্রবণপূর্ব্বক ক্রোধ সহকারে বলিতে লাগিলেন, "অবনীনাথ! তুমি জমীদারের পুত্র, তাহা আমি জানি, তথাপি তুমি আমার ভ্রাতার প্রতি যে অবজ্ঞা-সূচক বাক্যপ্রয়োগ করিয়াছ, তাহার প্রতিশোধ আমি লইতাম। কিন্তু তুমি সামান্য নর, অজ্ঞতাবশতঃ এই ভ্রমে পতিত হইয়াছ বলিয়া তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তুমি এই অজ্ঞতাবশতঃ আমার অনুকম্পা ও ঘৃণার পাত্র হইয়াছ! তুমি নিজকে সাদাসিদা লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলে। বাস্তবিক তুমি তাহাই। নতুবা বন্ধুভাবে যাহার আতিথ্য-গ্রহণ করিতেছ, পরোক্ষে তাহারই নিন্দা করিতেছ। বাটীর ভিতর আগমনপূর্ব্বক তাহার ভগ্নীর অবমাননা করিতেছ। তোমরা যে সমাজে বাস কর, এ সকল কার্য্য সেই সমাজে-রই অনুমোদিত।" এইরূপ বলিতে বলিতে তারা রাজ-লক্ষ্মীর গৃহদ্বারের দিকে গমন করিতেছেন দেখিয়া অবনী

অগ্রেই সেই দ্বারে পৌঁছিয়া রুদ্ধ কপাট ঠেস্ দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তারাদেবী দেখিলেন, ও পথ যখন রুদ্ধ হইল, তিনি অপর দ্বার দিয়া বহির্গমন করিবেন স্থির করিলেন। অবনীনাথ তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "তারা! তুমি পলাইতে পারিবে না। আমি মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, তথাপি তুমি আমার হইবে।" এই বলিয়া প্রসারিত হস্তে তিনি তাঁহাকে ধরিতে গেলেন। তারা ইহাতে অধিকতর অপমানিত হইয়া ক্রোধের সহিত কহিলেন, "তুই নির্লজ্জ, কুলাঙ্গার, এই হেতুই তোর এত বড় সাহস। আমি তোকে এখনও সতর্ক করিতেছি, আমার গাত্র স্পর্শ করিস না। যদি তোর বাঁচিবার সাধ থাকে, এখনও সময় থাকিতে অপসৃত হ।"

এই সময়ে তারার মূর্ত্তি দেখিয়া রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে প্রকৃতই দশমহাবিদ্যার অন্যতমা তারামূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞান করিলেন। তাঁহার ক্রোধরক্ত নেত্রযুগল, কম্পিতাধর, ভ্রূকুটীকুটিলানন দর্শন করিয়া রাজলক্ষ্মী সম্বিৎহারা হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। এদিকে অবনীনাথ তারাদেবীকে পলায়নপর অবলোকনপূর্ব্বক সহসা অগ্রসর হইয়া তাহার হস্তদ্বয় ধারণ করিলেন। এই ঘটনা দর্শনে রাজলক্ষ্মীর মন দুরু দুরু করিয়া উঠিল। তিনি তারাদেবীর সাহায্যার্থে অগ্রসর হইবেন, এমন সময়ে অবনীনাথকে হতজ্ঞান হইয়া ভূপতিত

হইতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, অবনীনাথ আর উত্থিত হইলেন না, তখন তিনি সত্বর গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই কহিলেন, "তারা তারা! এ কি করিলে?"

তারা রাজলক্ষ্মীর দিকে তাকাইলেন। তাঁহার তরল নিষ্প্রভ চক্ষুদিয়া বারিধারা প্রবাহিত হইতেছিল না। তবে তাহা বারিপূর্ণ ছিল। ক্রোধ, ক্ষোভ প্রভৃতি হৃদয়-বিকারের লক্ষণ সকল তাঁহার বদন-চন্দ্রমা হইতে তিরোহিত হইয়াছে। তিনি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে রাজলক্ষ্মীকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "কোন ভয় নাই, উহার মৃত্যু হয় নাই।"

রাজলক্ষ্মী তখন অবনীর দেহপার্শ্বে থাকিয়া পরীক্ষা করিলেন, অবনী জীবিত কি মৃত। তিনি দেখিলেন, তাহার ওষ্ঠদ্বয় নীলবর্ণ হইয়াছে, চক্ষু অর্দ্ধ-মুদ্রিত, নাসিকাদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসের কোন লক্ষণই বোধ হইল না। তখন রাজলক্ষ্মী বিস্ময় সহকারে তারার দিকে তাকাইলেন। তারা মস্তক নাড়িয়া কহিলেন, "ও মরে নাই, মরে নাই। আমি দাদাকে ডাকিয়া আনিতেছি।"

রাজ। তুমি ঠিক জান মরে নাই? তবে কেন এ এমন ভাবে পড়িয়া গেল? আমি বাহির হইতে সমস্তই দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি।

তারা। বেশ করিয়াছ, আমিও জানিতাম, তুমি দেখিতেছ ও শুনিতেছ।

রাজ। ইহা কি কোন ফিট, তাহা না হইলে হঠাৎ এ এমন অজ্ঞান হইবে কেন? ইনি কি প্রাণ পাইবেন বলিয়া তোমার বোধ হয়?

তারা। তোমার কোন ভয় নাই। উনি আরোগ্য হইবেন। আমি দাদাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। তিনি এক্ষণেই উঁহাকে আরাম করিবেন।

রাজলক্ষ্মী পুনরায় তারার মুখের দিকে তাকাইলেন। তাঁহার নির্ম্মল বালক চক্ষুর ন্যায় চলচলে চক্ষু দুটী, তাঁহার খোলাপ্রাণে মধুর হাসি, তাঁহার উন্নত দন্তপ্রকাশক শরীর-যষ্টি, ইহারাই যেন রাজলক্ষ্মীকে বলিয়া দিল যে, বালিকা-হৃদয়ে কুভাব স্থান পায় নাই। রাজলক্ষ্মী বুঝিলেন, তারা যেমন সুন্দরী, তেমনি পাপশূন্যা সরলা। দেখিতে দেখিতে পদশব্দ দ্বারা রাজলক্ষ্মী জানিতে পারিলেন যে, হরিবাবা আগমন করিতেছেন। তিনি গৃহ প্রবিষ্ট হইয়াই প্রথমতঃ নিস্পন্দ ও নিশ্চেষ্টদেহ অবনীনাথের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন, তৎপরে তারা এবং সর্ব্বশেষে রাজলক্ষ্মীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এপ্রকার অবস্থা কি অনেকক্ষণ ধরিয়া হইয়াছে?"

তারা। পাঁচ মিনিটের উপর হইবে না।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

হরিবাবা তাহার নিকটে উপবিষ্ট হইয়া নিজহস্ত তাহার বক্ষঃস্থলে দিলেন এবং কহিলেন, "তারা, আঘাতটা একটু গুরুতর হইয়াছে।"

তারা। ও যে আপনার নিন্দামন্দ করিয়া কথা বলিতেছিল।

হরি। তা অবশ্য করেছিল, এবং এরূপ করাত ইহার স্বভাব সিদ্ধগুণ। আমি কি উহার মনের ভাব তোমাকে বলি নাই যে, ও আমাকে হাতুড়ে বৈদ্য জ্ঞান করে? কিন্তু তথাপি আমি কি উহাকে সম্মান দেখাইতে ত্রুটী করিয়াছি? ও তো পৃথিবীর লোক, সুতরাং পৃথিবীর লোকের ন্যায় আচরণ করিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? জ্ঞানোদয় একেবারেই হয় না।

এইরূপে তারাকে একটু ভর্ৎসনা করিয়া হরিবাবা কহিলেন, "ইহার মৃত্যু ঘটিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতঃপর তিনি তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "তারা! তুমি এ প্রকোষ্ঠ হইতে অন্যত্র গমন কর। ইনি জাগরিত হইলে প্রথমেই যেন তোমার উপর দৃষ্টি না পতিত হয়।"

এই কথা শুনিয়া তারা তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজলক্ষ্মী ও তারার সঙ্গে অন্যত্র গমনোদ্যোগী হইতেছিলেন দেখিয়া হরিবাবা ইসারা দ্বারা কহিলেন, " তুমি এখানে থাক।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মতিলাল হাজতে।

মতিলালকে খট্টাঙ্কে উপবেশন করিতে দেখিয়া মতিলালের মাতার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার যে পুত্রকে ডাক্তারে আরাম করিতে পারে নাই, সাহেব ডাক্তারেও যাহাকে জবাব দিয়া গিয়াছে, সে পুত্র আবোলের যত্নে আরোগ্য লাভ করিল। এমন হিতকারী পুত্র যে জীবন বিসর্জ্জন করিল, সেই দুঃখেই মতিলালের মাতা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মতিলাল সাংঘাতিক পীড়িত শ্রবণ করিয়া পাড়ার গৃহিণীরা তাঁহাকে দেখিতে আসিল। মতিলালের মাতা সকলের নিকট পৌত্রের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দুর্গাবতীর কিন্তু তজ্জন্য দুঃখ নাই, তাহার দুঃখ, মতিলাল তাঁহাকে পিত্রালয়ে যাইতে দেন নাই। যত দিন অতীত হইতে লাগিল, মতিলালও ততই শরীরে বল পাইতে লাগিলেন এবং দুর্গাবতীরও তত পিত্রালয়ে যাইবার জন্য আগ্রহ বাড়িতে লাগিল। তাঁহাকে যখন পিত্রালয়ে পাঠান মত হইল না, তখন তিনি শাশুড়ীকে

বলিতে লাগিলেন, "মা, আবোলের মৃত্যুতে আমার মন বড় খারাপ হইয়াছে, আমাকে এখানে আটকাইয়া রাখিলে আমি পাগল হইয়া যাইব। আমাকে পিত্রালয়ে যদি একান্তই না যাইতে দেন, তবে এই নিকটে আমার ছেলে বেলার খেলার সাথি আসিয়া বাস করিয়াছে, মাঝে মাঝে আমাকে তাহারই নিকট যাইতে দিন।"

মাতা। সে কে এবং কোথায়ই বা আছে?

দুর্গা। সে এই পাড়ায় বাড়ী ভাড়া লইয়াছে, এক্ষণে তাহার বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামীর সঙ্গে এই পাড়ায় এসে বাস কর্‌চে।

মাতা। সেখানে যাইবার কথাও আমি কিছু বলিতে পারি না। তুমি মতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাইও। আর সেখানে যাইতে হইলেও ত গাড়িভাড়া চাই, তাহাই বা কোথা হইতে আসিবে?

দুর্গা। আমার ভাই আমাকে দুটো টাকা পাঠিয়ে দিয়াছিল, তাহাই ভাঙ্গাইয়া গাড়িভাড়া হইবে।

মাতা। ভাই যত দেয়, তা জানাই আছে।

মতিলালের সহিত ঝগড়া হইয়া অবধি দুর্গাবতী আর মতিলালের নিকট হইতে অর্থাদি চাহিতেন না। এদিকে তাঁহার খরচ পত্রও আছে। তজ্জন্য দুর্গাবতী মতিলালের পকেট খুঁজিয়া সিকিটা দুয়ানিটা যাহাই পাইতেন, আত্মসাৎ

করিতেন। সৌদামিনী কি শরৎকুমারী যদি ভুলিয়া পয়সা কিম্বা দুয়ানি প্রভৃতি যাহা কিছু কোনস্থানে ফেলিতেন তাহা আর তাঁহারা পাইতেন না। দুর্গাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "আমার ভাই সেদিন একটা টাকা দিয়া গিয়াছিল, তাহাই খরচ করিয়া অবশিষ্ট দুই আনা আছে মাত্র।

শাশুড়ীর বাক্যে দুর্গাবতীর ক্রোধ জন্মিল। মতিলাল এখনও প্রকৃতিস্থ হয়েন নাই, তাঁহাকে এ বিষয় লইয়া বিরক্ত করা যুক্তিযুক্ত জ্ঞান করিলেন না। তিনি ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া মনের ক্রোধ মনেই রাখিয়া সংসারের দ্রব্যাদি অপচয় করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বেকার ন্যায় বাজারের পয়সা রাখিয়া কোন দিন বা একটী হাঁড়ি, কোন দিন বা ধামা কোন দিন বা চাঙ্গারি ইত্যাদি ক্রয় করিতে দিতেন। ইহাতে সৌদামিনী, শরৎকুমারী ও মতিলালের মাতার আহারের বড় অসুবিধা ঘটিল। বিধবা স্ত্রীলোক, একবেলা আহার করিবেন, তাহারও যদি এই দশা ঘটিল তখন, সৌদামিনী ও শরৎকুমারী পরামর্শ করিলেন, "কেন, উহারই বা এত প্রভুত্ব কেন? ও যদি আমাদের খাইতে না দিয়া মারিবার মতলব করিয়া থাকে, তবে আমরা তাহাতে চুপ করিয়া থাকিব কেন? আমরা এই অবধি মাতার নিকট হইতে পয়সা লইয়া বাজার আনাইব, দেখি ও কি করে?"

বিংশ পরিচ্ছেদ

পরদিবস শাশুড়ীর নিকট পয়সা লইয়া শরৎকুমারী বাজার করিতে দিলেন। দুর্গাবতীর তাহা সহ্য হইবে কেন? তিনি আসিয়া অনেক ফরমাইস করিলেন, তখন শরৎকুমারী কহিলেন, "তোমার ঐ সকল ফরমাইস কুলাইতে গেলে, আর লোকে যে খেতে পায় না, তা দেখ কি?"

দুর্গা। খেয়ে খেয়ে আর মনের আশ মিটে না। একটাকে খাই খাই করে খেয়েচে, আর একটাকে খেতে বসেছিল।

শরৎ। আমরা ও খাব কেন? ও খাওয়া তোমার অভ্যাস, তুমি একটা দুটা নয়, তিনটা তিনটা খেয়ে বসে আছ। নররক্তের স্বাদ পেয়ে, স্বামীকেও খেতে বসেছিলে।

দুর্গাবতী একবারে তেলে বেগুণে জ্বলিয়া উঠিলেন এজন্য চীৎকার করিয়া কহিলেন, "আমি খাব কেন? খাস তুই, তোর আশ মিটে নাই, এই নে, ধর, এটাকেও খেয়ে ফেল।" এই বলিয়া তাবোলকে ধরিয়া শরৎকুমারীর মুখের নিকট ধরিলেন।

শরৎ। আমি খেতে যাব কেন, আমার ত আর খাওয়া অভ্যাস নাই। তুই তিনটে খেয়েছিস্, তুইত রাক্ষসী, তুই এটাকেও খাইয়া ফেল।" এই বলিয়া তাবোলকে ঠেলিয়া দিলেন। ছেলে মানুষ তাবোল, দুই দিকে ঠেলা খাইয়া, কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

দুর্গাবতী স্নান করিতে করিতে মতিলালের উপর গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন, "মূর্খটা মরিতে মরিতে মরিল না, এমন পরমায়ু দেখি নাই, অন্য কেহ হইলে কি এমন ব্যায়রাম থেকে ফেরে? মরে গেলে আমার পাপ কেটে যেত, তাহা হইলে আর এ রাস্তায় আসিতে হইত না।"

অনন্তর দুর্গাবতী কাপড় কাচিয়া স্নান করিয়া উপরে উঠিলেন। আহারের সময় হইয়াছে, সকলে আহার করিতে বসিবে জানিয়া তিনি আহার করিবেন না বলিয়া গেলেন। শরৎকুমারী দুর্গাবতীকর্ত্তৃক এইরূপ ব্যবহৃত হইয়া মাতাকে বলিতে লাগিলেন, "মা! এমন করিলে কেমন করিয়া টিকিব। এই রকম ও অনবরত করিবে, তাহা হইলে ত পাগল করিয়া দিবে। ঠাকুরপো ওকে কেন জড়িয়ে রেখেছে বলিতে পারি না। হয় আপনি ঠাকুরপোকে বলিয়া ওকে পাঠাইয়া দিন, না হয় দিন কতক আমাদিগকে সরাইয়া দিন।" মতিলালের মাতা শুনিলেন বটে, কিন্তু কোন উত্তর করিলেন না। তিনি দুর্গাবতীকে আহারার্থ ডাকিলেন। দুর্গাবতী কহিলেন, "আমার ক্ষুধা নাই, আমি খাইব না।"

শাশু। কেন খাইবে না, ভাত ত উহাদের নয়, ভাত ত মতিলালের, তবে তুমি খাইবে না কেন? ঝগড়া কল্লে তুমি আর শরৎকুমারী, কিন্তু শরৎকুমারী ত সোনা হেন মুখ করে খেতে বসলো?

দুর্গা। ভাত দেওয়ার শ্রী কি? রাশীকৃত বেড়ে দুম দাম করে এসে ঝনাৎ করে কোলের সাম্‌নে ধরে দেয়। অমন ভাত খেতে ইচ্ছা করে না।

শাশু। তা কেন, তুমি নিজে বেড়ে নেও না? ওদের দেওয়ার তোয়াক্কা তুমি রাখ্‌বে কেন?

দুর্গা। না ওরা রেঁদেচে, আবার খোঁটা দেবে। ওরা খেয়ে দেয়ে উঠলে আমি ও বেলার রান্না রেঁদে, খাব এখন।

শাশু। সে কি কখন হয়, একবেলা উপবাস করে থাক্‌বে।

দুর্গা। আচ্ছা, আপনি বলচেন যখন, আমি খাব এখন।

শাশু। এখন কেন? এক্ষণেই এস, তুমি নিজে বেড়ে নেও, কোন কথা থাক্‌বে না।

দুর্গা। আচ্ছা, আমি যাচ্চি।

দুর্গাবতী অনেকদিন ঝগড়া করিয়াছেন। যেদিন নিজে রন্ধন করিতেন সে দিন ঝগড়ার পরও কিঞ্চিৎ আহার করিতেন। কিন্তু যে দিন নিজে না রন্ধন করিতেন, সে দিন আর তিনি কোন ক্রমেই আহার করিতেন না। হয়ত সে দিন হইতে আরম্ভ করিয়া কোন কোন সময়ে একাদিক্রমে পাঁচ ছয় দিন কাটিয়া যাইত। তখন দুর্গাবতী রন্ধন করিতেন না ও খাইতেন না। কোন কোন সময়ে বা এক বেলা উপবাস করিয়া অন্য বেলায় রন্ধনাদি করিয়া খাইতেন।

অন্য দুর্গাবতী এরূপ ঝগড়া করিয়া কখনই খাইতেন না; শাশুড়ী কেন, স্বয়ং গুরুদেব আসিয়া খোসামোদ করিলেও খাইতেন না। অদ্য কি হইল বলিতে পারি না। বোধ হয় অদ্য দুর্গাবতী জঠরানলে দহ্যমানা হইয়াছিলেন, তাহাতেই শাশুড়ীর বাক্য গুরুবাক্য বলিয়া জ্ঞান করিলেন।

মতিলাল ক্রমশঃ বল পাইতেছেন। দুর্গাবতীর ঝগড়ার দরুণ মধ্যে মধ্যে তাঁহার হৃদয়ে যে বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত, তজ্জন্য তাঁহার অনেক রক্ত বিশুষ্ক হইয়া যাইত, নতুবা তিনি এই সময়ের অনেক পূর্ব্বে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিতেন। দ্বিপ্রহরে আহার করিয়া পাছে মতি ঘুমাইয়া পড়ে, এজন্য পুত্রবৎসলা মাতা মতির নিকট গিয়া তাঁহার পীড়ার কথা বিবৃত করিতেন। তাঁহার পুত্র আবোল মৃত হইয়াও তাঁহার প্রাণদানের জন্য এত যত্ন করিয়াছিল। ঠাকুরমাকে আশ্বাস দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে স্বপ্ন দেখাইত প্রভৃতি কথা শ্রবণ করিয়া মতিলালের চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রু পতিত হইত। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, "এমন সুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র আর হইবে না। মতিলালের মাও সেই সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়া ফেলিতেন, তাঁহার দুঃখ এই যে মতিলাল আরোগ্য হওয়া অবধি সে আর তাহাকে স্বপ্নে দর্শন দেয় নাই। দুর্গাবতীর কথা উঠিলে ও তাহাকে ঝগড়ার জন্য পিত্রালয়ে পাঠাইবার কথা হইলে

মতিলাল কহিতেন, "মা, ওকথা আমাকে বলিবেন না। ওর হাড় এখানে কালি করে ছাড়বো, মরে যায়, দূর করে টান মেরে ফেলে দেব।"

শেষ দিনকার ঝগড়া শুনিয়া মতিলালের রক্ত গরম হইয়া উঠিল। বাড়ী বসিয়া এরূপ ঝগড়া বিবাদ শ্রবণ করা অপেক্ষা আপিসে গিয়া ধীরে সুস্থে কাজকর্ম্ম করিলে বরং শরীর ভাল থাকিবে। মতিলাল যে বেতন পাইতেন এই বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিয়া তাহা হইতে বড় কিছু জমাইতে পারিতেন না। তথাপি যতদূর সাধ্য কৃপণতা করিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইত, তৎসমুদয় মাতার নিকট রাখিয়া দিতেন। সে টাকা সমস্তই তাঁহার ও আবোলের পীড়ায় খরচ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে কর্জ্জ করিয়া সংসার চালান অপেক্ষা আপিসে গিয়া ধীরে সুস্থে কার্য্য করিলে শরীরও সুস্থ থাকিবে আর বেতনও পাওয়া যাইবে, মতিলাল এইরূপই ভাবিয়া লইলেন। কিন্তু তাঁহার নামে যে গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে, এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বাটীতে যে পাহারাওয়ালা আসিয়াছিল, সে কথা সকলে তাঁহাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। মতি-লালের মাতার তখন এক প্রকার জ্ঞান চৈতন্য ছিল না। তিনি সুতরাং সে কথা মতিলালকে বলেন নাই। তাঁহার ভ্রাতৃবধূরা জানিতেন বটে, কিন্তু শাশুড়ী অবশ্য পুত্রকে

সংবাদ দিয়া থাকিবেন, এই ভাবিয়া তাঁহারাও আর মতি-লালের সাক্ষাতে সে কথার উচ্চবাচ্য করেন নাই। মণি-লালও জানিত, সে কাকার পীড়ার সময় সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া সেবাশুশ্রূষা করিত। কিন্তু কাকা আরোগ্যলাভ করিলে সে আর তাঁহার নিকটে বড় যাইত না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে. সে কাকাকে বড় ভয় করিত, সুতরাং বালক হইয়া কাকার সমক্ষে কথা বলা যুক্তি যুক্ত মনে করে নাই, সে ভাবিয়াছিল ঠাকুর মা অনবরত কাকার নিকটে থাকেন, তিনি অবশ্যই সে কথা বলিয়া থাকিবেন। ফলতঃ মতিলালের নামে যে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ওয়ারেণ্ট বাহির করা হইয়াছে, তাহার তিনি বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই। তিনি দুর্গাবতীর বাক্যযন্ত্রণা ও ঝগড়া সহ্য করিতে না পারিয়া সেই দিবসেই আপিস গমন করিলেন।

মতিলাল বহুদিন পরে আফিসে গিয়াছেন। তিনি হেড ক্লার্ক। সুতরাং নিম্ন কর্ম্মচারীদিগের তাহার সহিত দেখা করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এতদ্ভিন্ন আফিসে প্রচার যে, মতিলাল কণ্ট্রাক্টরের সঙ্গে যোগ সাজসে পঁচিশ হাজার টাকা চুরি করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে কি মতলব খাটাইয়া আপিসে আগমন করিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য ঔৎসুক্য বশতঃই অনেকে

তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সকলেই দেখা করিয়া কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সর্ব্বশেষে টাকা চুরীর কথা উত্থাপন করিলে মতিলাল কহিলেন, "আমিত কিছুই জানি না। তবে মনে হইতেছে, একজন কণ্ট্রাক্টর পঁচিশ হাজার টাকা লইয়াছিল বটে, সে বিল দাখিল করিলে তাহা পাশ করিয়া তাহার নামে চেক দিয়া ছিলাম। ইহা ব্যতিরেকে আমি আর কিছুই জানি না।"

এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া মতিলালের মন বড়ই খারাপ হইয়া উঠিল। তিনি কার্য্যে আর মনোনিবেশ করিতে পারিলেন না। এজন্য কালেক্টর সাহেব আগমন করিলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্যাপার অবগত হইলেন। সাহেব কহিলেন, "কোন একজন কণ্ট্রাক্টর ইঞ্জিনিয়রের সহি বিরহিত একখানি বিল দাখিল করিয়াছিল। তুমি তাহা না দেখিয়াই বিল পাশ করিয়া চেক দিয়াছ। ঐ টাকা প্রাপ্ত হইয়া কণ্ট্রাক্টর পলাতক হইয়াছে। কণ্ট্রাক্টর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তোমার উপর কোন ঝুঁকি থাকিত না। সে যখন পলাইয়াছে, সে টাকা তোমাকেই দিতে হইবে, অথবা সেই কণ্ট্রাক্টরকে হাজির করান আবশ্যক। তোমার ভ্রম বশতঃ গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে না। তুমিও তাহার পর অনুপস্থিত হইলে,

তুমি তাহার সহিত যোগে এই কার্য্য করিয়াছ, এই ধারণায় তোমার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া তোমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য লোক তোমার বাটী প্রেরিত হয়। তোমাকে ভয়ানক পীড়িত দেখিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে। যাহা হউক তোমাকে আপাতত হাজতে রাখা হইবে। তোমার আত্মীয় কেহ যদি থাকে, সংবাদ পাঠাইয়া দেও, যেন উক্ত টাকা যোগাড় করিয়া দেয় অথবা সেই কণ্ট্রাক্টরের সন্ধান করিয়া সংবাদ দান করে।” এই বলিয়া কলেক্টর সাহেব মতিলালকে হাজতে পাঠাইলেন।

মতিলাল কালেক্টর সাহেবের নিকট ১৫ মিনিটের সময় চাহিলেন, কিন্তু তিনি কহিলেন, এ সমস্ত ব্যাপারে আমাদিগের সময় দিবার অধিকার নাই। সমস্ত ঝুঁকি আমি নিজের স্কন্ধে না লইলে সময় দিতে পারি-না।” কাজেই মতিলাল হাজতে যাইতে বাধ্য হইলেন। তিনি হাজতে যাইবার কালে বাটী সংবাদ পাঠাইলেন, “যে কোন প্রকারে হয়, দাদার সংবাদ লইয়া ও তাঁহাকে আনাইয়া আমার মকর্দ্দমায় তদ্বির করিতে বলিবে। তিনি যত্ন না লইলে আমার মুক্তি পাওয়া একান্ত অসম্ভব।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

অবনীনাথ যে গৃহে অজ্ঞানাবস্থায় পতিত আছেন, হরিবাবার আদেশ ক্রমে সেই গৃহ হইতে তারাসুন্দরী অপসৃত হইলে রাজলক্ষ্মী দেখিলেন, হরিবাবা অবনীনাথের শীতলস্পর্শ অবষ্টব্ধ হস্ত দুখানি স্বীয় হস্তে ধারণপূর্ব্বক অবনত হইয়া অবনীনাথের বিবর্ণ মুদিত-নয়ন বদনমণ্ডলের উপর স্থির-দৃষ্টি-সহকারে তাকাইয়া রহিলেন। তিনি কোন কথা কহিলেন না, প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় স্থির ও নিষ্কম্প ভাবে তদবস্থায় রহিলেন। বোধ হইল সে সময়ে তাঁহার নিশ্বাস পর্য্যন্তও যেন পতিত হইতেছিল না। এইভাবে ২০ কি ২৫ সেকেণ্ড অবস্থানের পর দেখা গেল, যেন অবনীনাথের বিবর্ণ বদন-মণ্ডলে রক্ত-সঞ্চালনের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। ক্রমে তাঁহার ভ্রূকুঞ্চিত হইল, ওষ্ঠদ্বয় নড়িয়া উঠিল এবং অতঃপর যেন একটী সুদীর্ঘ প্রবল শ্বাস মুখদিয়া বহির্গত হইল, হৃদ্‌পিণ্ড পুনরায় বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে লাগিল, এবং হস্ত পদ সঞ্চালনের সহিত জীবনের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইল। রাজলক্ষ্মী অবনীনাথের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত-জীবন বোধে

সে প্রকোষ্ঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। অবনীনাথ তখন উত্থান পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। হরিবাবা তাঁহার হস্ত ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অবনী কেমন আছ?"

অবনী। আমি কি নিদ্রিত ছিলাম? না কোন কারণ বশতঃ এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম?

হরি। সে সকল কথায় এখন কাজ নাই। আমি পরে তোমাকে জানাইব। তারার সহিত এখন দেখা করিবারও প্রয়োজন নাই। তুমি এক্ষণে বাটী গমন কর।

অবনীনাথ চলিয়া গেল। পরদিবস প্রাতে রাজলক্ষ্মী শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে তারাদেবী সেই ঘরে আসিয়া তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। রাজলক্ষ্মী জিজ্ঞাসিলেন, "বোন্ তারা! কি হইয়াছে? কোন গোপনীয় কথা আছে কি? তুমি ত কোন দিন এমন করিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বে আস নাই।

তারা। আমি তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছি না। বোধ হয় তোমরা শীঘ্রই এখান হইতে প্রস্থান করিবে, সেই ভাবী বিচ্ছেদ স্মরণ করিয়া আমার মন বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। ভাই, আমার ইচ্ছা, যতক্ষণ সাধ্য তোমার সঙ্গে একত্র থাকিব।

রাজলক্ষ্মীও এই অচিরসম্ভাবী বিচ্ছেদ স্মরণ করিয়া ব্যথিত-চিত্তা হইলেন। তারার ন্যায় পরম ধার্ম্মিকা, সৎ-

স্বভাবা, বিনয়নম্রা যুবতীর সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবে ভাবিয়া রাজলক্ষ্মী তারার মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, "ভগ্নি তারা! আমরা উভয়ে পরম বন্ধুদ্বয়ের ন্যায় প্রণয় পাশে আবদ্ধ থাকিব, যেন দেখিলেই লোকে ভাবে, ইহারা দুই ভগ্নী।"

তারা। ভগ্নী হইলেই বুঝি পরস্পর প্রণয়ভাজনা হয়? ভগ্নী যেমন প্রণয়াস্পদ হইতে পারে, তদ্রূপ আবার পরম শত্রুও হইতে পারে। ভাই বল, ভগ্নী বল ইহাদের মধ্যে রক্তের টান আছে, সুতরাং ইহারা পরস্পর প্রণয়ভাজন হইতে পারে, কিন্তু আমার বিবেচনায় ভ্রাতা অপেক্ষা একজন অধিকতর প্রণয়ভাজন হইতে পারে।

"এমন প্রণয় ভাজন বন্ধু তোমার কে আছে?" রাজলক্ষ্মী তামাসা ও বিদ্রূপচ্ছলে কহিলেন।

তারা তখন মধুর হাস্য সহকারে কহিলেন, "কেন মৃত্যু। মৃত্যুর ন্যায় বন্ধু কি জগতে আছে?"

রাজ। বালাই, অমন কথা বলিতে নাই, কেন, তোমার মৃত্যুর কি সময় হইয়াছে?

তারা। সময় অসময় নাই, যখনই হয়, তখনই ভাল। মৃত্যু দ্বারা আমরা ত কোন ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি না, বরং আমাদের আত্মা এই মৃৎপিণ্ডরূপ পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া স্বাধীন-ভাবে ইহার অপরার্দ্ধের সহিত মিলিত হইবে। সে মিলন

কি সুখের মিলন! তোমার স্বামী ত দেহমুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিও, এ জীবনাপেক্ষা সে জীবন কি সুখের। তবে দুঃখের বিষয়, আমরা ইচ্ছা করিলেই সে জীবন লাভ করিতে পারি না। মৃত্যুই সে জীবন লাভের সেতু, তাই বলিতেছি, মৃত্যুর তুল্য আর বন্ধু নাই।

রাজ। আচ্ছা ভাই! তোমাকে একটী কথা বলি, এই প্রাতঃকালে লোকে যে যাহার ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করিয়া উঠে, আর তুমি অগু কি মনে করিয়া, শয্যা হইতে না উঠিতে উঠিতেই আমার হৃদয়ে মৃত্যুর ভীষণ ছায়া অঙ্কিত করিয়া দিতেছ? আমাদের একটী দেবরপুত্র গিয়াছে, তজ্জন্য মন বড় খারাপ হইয়াছে, তাহার উপর গতকল্য অবনীনাথের মৃতবৎ নিষ্পন্দদেহ, জ্যোতির্হীন চক্ষু, নীল ওষ্ঠাধর দর্শন করিয়া আমি স্বয়ংই অর্দ্ধমৃত হইয়াছি। অবশ্য অবনীনাথ তোমার দাদার কল্যাণে প্রাণ পাইয়াছিলেন, তথাপি তাহাকে এক প্রকার মৃত্যুই বলিতে হইবে। আবার তুমি অগু প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান না করিতে করিতে এই ভীষণ ব্যাপার স্মৃতিপথারূঢ় করিয়া দিতেছ। ভাই তারা! আমি তোমাকে বড় ভালবাসি। তোমার দাদার কল্যাণে আমি দারুণ পীড়া হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। বাড়ীতে নিদারুণ কষ্টভোগ করিয়া তোমাদের এখানে কয়েক মাস আসিয়া শান্তির ক্রোড়ে অবস্থান করিতেছিলাম। কোন যন্ত্রণাই ছিল না।

এক্ষণে তোমার এই বাক্য আমার হৃদয়ের বহ্নি পুনরায় প্রজ্বলিত করিয়া দিতেছে। তুমি যদি এখানে অনবরত মৃত্যু মৃত্যু করিবে তবে আমার শান্তি আর কোথাও নাই।

তারা। ভাই! সত্য কথা অপ্রিয় হইলেও বলা উচিত নহে। কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে তাহা না বলিয়া পারিতেছি না। বলিবার যে কারণ তাহাও তোমাকে জানাইব। কিন্তু ভাই! তুমি আমার প্রতি ক্রোধ না করিয়া ভাবিয়া দেখ দেখি, মৃত্যু দ্বারা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই, ন লাভবান হই? এই নশ্বর, জ্বালাযন্ত্রণা রোগশোকময় মৃৎপিণ্ড ত্যাগ করিয়া জরামৃত্যুবিবর্জ্জিত অনন্ত-আনন্দস্রোত প্রবাহিত সকলসুখনিদান প্রদেশে অতি প্রিয়জন সহ বিহার করিব, ইহা দুঃখের কথা, না আনন্দের কথা?

রাজ। তোমার আনন্দ, তোমার সুখ হইতে পারে, কিন্তু আমরা তাহাতে আনন্দ বোধ করি না। তুমি আর আমাদের নিকট থাকিবে না, ইহা যেন শুনিলে কান্না পায়।

তারা। ভাই! তুমি উতলা হইলে চলিবে কেন? তোমার সহিত আমার এই প্রথম দেখা শেষ দেখা হইল। আমি এ জগতে বন্ধুবিহীনা ছিলাম। দাদা আমাকে সাংসারিক কুপ্রবৃত্তিপরায়ণা স্ত্রীলোকের সহিত মিশিতে দিতেন না। তোমাকে পাইয়া আমিও যারপরনাই সুখী হইয়াছিলাম। কিন্তু কি করি? আমার আর থাকিবার উপায়

নাই। তাই গোটাকতক মনের কথা আছে, তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। তুমি যদি না শুন, আমার আর কে আছে, কাহার নিকটেই বা আমার গোপনীয় কথা বলিয়া যাইব। বিশেষতঃ তোমাদের তাহাতে মঙ্গল আছে জানিয়া আরও তোমাকে বলিবার জন্য অস্থির হইয়াছি।

রাজ। ভাই! ওসব কথা কেন বল? জন্ম মৃত্যু ও বিবাহ কখন্ বা কোন্ সময়ে হইবে, কেহ বলিতে পারে না। আর তুমি অমনি তোমার মৃত্যু হইবে জানিয়াছ?

তারা। তোমার ভাই সন্দেহ হয়েছে? দাদার কথা কি তুমি সকলই বিস্মৃত হইলে? তোমার দেবর কোথায়, আর দাদাই বা কোথায়। তোমার দেবর কণ্ট্রাক্টরকে চেক দিয়া বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন, তোমার দেবরপুত্র আবোলের মৃত্যু হইয়াছে, তাহা কি তিনি কোথা হইতে সংবাদ পাইয়াছিলেন? তিনি যোগবলে জগতের কোথায় কি ঘটনা হইতেছে জানিতে পারেন। তোমার দেবরকে বিপন্মুক্ত করিবার জন্য তিনি তোমাদিগকে এখানে রাখিয়া দিয়াছেন। কখন্ কি উপায়ে তিনি মুক্তি পাইবেন, তাহা দাদা যোগবলে সমস্তই দেখিতেছেন।

রাজ। তোমার দাদার যোগবল আছে তাহা জানি, কিন্তু তাহাতে তোমার কি?

তারা। আমিও দাদার নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া

আর কিছু শিখি বা না শিখি, নিজের মৃত্যুর দিন নির্ণয় করিতে শিখিয়াছি।

রাজলক্ষ্মী এই কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, "তোমার কি গোপনীয় কথা ?"

তারা। ভাই! আমার তিনটী অনুরোধ আছে। প্রতিজ্ঞা কর যে, তাহা রক্ষা করিবে, তবে আমি বলিব।

রাজ। তুমি বলিতেছ, তাহাই যথেষ্ট, তোমার বাক্য আমি কখন লঙ্ঘন করি না, তাহারও উপর কি প্রতিজ্ঞা করার প্রয়োজন ?

তারা। তা প্রয়োজন বই কি ? আমি আর তখন থাকিব না, কাজেই তুমি তাহা না করিলে, আর কে জানিবে ?

রাজ। ভাই তারা! তুমি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য আমাকে বলিলে ? তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা আমি ক[illegible]ব না, ইহাই হইতে পারে না। তার উপর সাক্ষাতেও বা অমান্য করা চলে, কিন্তু অসাক্ষাতে কি তাহা পারা যায় ?

তারা। আমি তোমার মন জানি, তথাপি প্রতিজ্ঞা করাইবার একটী কারণ আছে।

রাজ। আচ্ছা, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম।

তারা। আমার মাতৃদত্ত একছড়া বহুমূল্য মুক্তার মালা আছে, তাহা আমি দুই একদিন ব্যতিত কখন পরিধান করি

নাই। আমার আর কেহ নাই যে, সে পরিলে আমি সন্তুষ্ট হইব, তাই তোমাকে অনুরোধ, সেই মালা ছড়াটী আমার মৃত্যুর পর তুমি লইয়া পরিবে। এ জগতে তুমি আমার একমাত্র বন্ধু, তাই সেটী তুমি পরিলে আমি আনন্দ অনুভব করিব।

রাজ। তারা! তুই কি বল্লি? তারা, তোর কথা শুনে যে আমার বুক ফেটে যাচ্চে? তোমার মরিয়াও কাজ নাই, আমার মালা পরিয়াও কাজ নাই। তারা, আমার প্রতি তুমি এমন আদেশ কেন করিলে? আমি গরিবের মেয়ে, গরিবের বৌ, দুই একখানা যা অলঙ্কার আছে, তাহাও লজ্জায় পরিতে পারি না, তাহার উপর তোমার বহুমূল্য মুক্তার হার ভাই কি হইবে? বানরের গলায় যে মুক্তার মালা বলে, তুমি তাহাই করিলে?

তারা। আমি কি তোমাকে ঠাট্টা করিতেছি? বানরের গলায় মুক্তার হার হইবে কেন ভাই! মনুষ্যের অবস্থা চিরদিন কখন সমান যায় না। তুমি দেখিবে তোমার এমনি অবস্থা হইবে যে, ও মালা পরিতে তোমার লজ্জা বোধ হইবে না।

রাজলক্ষ্মী বুঝিলেন, এমন অবস্থা আমাদের কখনই হইবে না, তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ঝিনুক মাত্রেরই মধ্যে মুক্তার উৎপত্তি হইত। সুতরাং আবার কথার প্রতিবাদ

করিয়া আর কথা বাড়াইয়া কি হইবে ? এজন্য তিনি তাঁহার প্রার্থনা পূরণে প্রতিশ্রুতা হইলেন।

তখন তারা দেবী পুনরায় কহিলেন, "আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা, আমার সিন্ধুকের মধ্যে একটী কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত কালীমূর্ত্তি আছে। আমি আগ্রা হইতে শিল্পকর আনাইয়া উত্তম কাল প্রস্তরে ঐ মূর্ত্তিটী খোদাই করাইয়াছিলাম। আশা ছিল, ঐ মূর্ত্তিখানি কোন স্থানে স্থাপিত করিয়া একটী মন্দির দিব ও মাতার পূজার ভার আমি স্বয়ং লইব। কিন্তু আমার সে আশা অঙ্কুরেই শুকাইয়া গেল। তুমি সেই কালী প্রতিমা লইয়া তোমাদের দেশে স্থাপিত করিবে এবং তোমার স্বামীকে উঁহার পূজার ভার গ্রহণ করিতে বলিবে।"

রাজ। তোমার ভাই, অসম্ভব সাধন করিবার বাসনা। আমরা গরিব। আমার স্বামীর কাজকর্ম্ম নাই। আমার দেবরের আশ্রয়ে আমরা বাস করি। আমরা কি প্রকারে তোমার কালীমূর্ত্তি স্থাপন করিব এবং উঁহার মন্দিরই বা কি প্রকারে দিব ?

তারা। তার ব্যবস্থা কি আমি না করিয়া তোমাকে এমন গুরুতর কার্য্যের ভার দিতেছি ? সেই কালীমূর্ত্তি একটী কাষ্ঠের বাক্সে রক্ষিত আছে। সেই বাক্সের ভিতর তিন হাজার টাকার নোটও আছে। তুমি ঐ বাক্সটী লইয়া যাইবে। এখানে উহা খুলিবার আবশ্যক নাই। একবারে

দেশে গিয়া উহা খুলিবে। খুলিলেই সেই তিন হাজার টাকার নোট পাইবে, তদ্দ্বারা একটী মন্দিরের উপযোগী একটু জমী খরিদ করিয়া একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইবে, এবং তন্মধ্যে সেই কালীমূর্ত্তি স্থাপিত করিবে। আর যদি একার্য্যে বড় ঝঞ্ঝাট মনে কর, তবে মূর্ত্তিখানি ভাঙ্গিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিবে। আর তিন হাজার টাকা তোমরা লইবে। কেমন ইহাতে প্রতিশ্রুত হইলে ?

রাজ। তোমার বাক্যে কি কখন আমি প্রতিবাদ করিয়াছি ?

তারা। তৃতীয় কথা এই যে, যদি কালীমূর্ত্তিটী প্রতিষ্ঠা করিতে না পার তবে উহা আর কাহাকেও দেখাইও না, যেমন বলিয়াছি ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিবে।

তারাদেবী এই অবধি বলিয়াছেন, এমন সময়ে একজন লোক আসিয়া তাহাকে কহিল, "হরিবাবা আপনাকে ডাকি-তেছেন। শুনিবামাত্র তারা রাজলক্ষ্মীর হাত ধরিয়া কহিল, "ভাই, তবে কিছু মনে করিও না। আমি জন্মের মত বিদায় লইলাম।

রাজলক্ষ্মী এই কথা শুনিয়াই ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, "সে কি তারা ?" তারা আর দাঁড়াইলেন না, দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

মতিলালের যখন মাহিনা বৃদ্ধি হয় এবং সেই শুভসংবাদ যখন তিনি দাদাকে কহেন, তখন হীরালাল বলিয়াছিলেন, "ও মাহিনা বৃদ্ধিতে আমার আনন্দ হইল না, কারণ যে কার্য্যে বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বড় ঝুঁকির কার্য্য, তাহাতে কখন কি হয়, বলা যায় না।" মতিলাল তাহা হইতেই বুঝিয়াছিলেন, "দাদা বোধ হয়, কোন বিপত্তি হইবে জানিতে পারিয়াই ঐ কথা বলিয়াছেন, সুতরাং তিনি তখন তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে কহিয়াছিলেন। তখন ভাবিয়াছিলেন দাদার আশীর্ব্বাদে তাঁহার সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি কাটিয়া যাইবে। তৎপরে যখন সত্য সত্যই তাঁহার নামে মকর্দ্দমা উপস্থিত হইল, তাঁহার ধারণা হইল, "দাদা জানিতে পারিলে অবশ্যই তাঁহার এ বিপদ কাটিয়া উঠিবে।" এজন্য যখন পুলিসের লোক তাঁহাকে লইয়া হাজতে দেয়, তিনি একজন অপিসের আরদালি ডাকিয়া বাড়ীতে সংবাদ দিতে কহিলেন, বলিয়া দিলেন, "যে প্রকারেই হউক দাদার সংবাদ লইয়া তাঁহাকে আনয়ন পূর্ব্বক আমার এই বিপদ অবগত করাইবে।"

আরদালি বাটী গিয়া যখন সংবাদ জানাইল, সকলে উৎকণ্ঠা সহকারে সেই সংবাদ শ্রবণ করিলেন এবং আরদালি চলিয়া গেলে বাটীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল। মতিলালের মাতার সর্ব্বস্ব ধন হীরালাল ও মতিলাল। উপায়ক্ষম, ধনে মানে সর্ব্বজন-আশ্রিত তাহার উপযুক্ত দুই পুত্র গিয়া সংসারত্যাগী এক হীরালাল ও তদীয় কনিষ্ঠ মতিলাল আছেন। যাহা হউক মতিলাল যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা কায়ক্লেশে সংসার নির্ব্বাহ হইতেছিল। সেই পুত্র এক্ষণে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক হাজতে প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহার অদৃষ্টে কি ঘটে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

হীরালাল সংসারত্যাগী হউক আর যাহাই হউক, তাহার কিছু দৈববল ছিল, কিন্তু সেও ত এক্ষণে কোথায় গিয়াছে কেহ জানে না। কে তাহার অনুসন্ধান করিবে? মণিলাল ছেলে মানুষ, তাহাকে একাকী কোথায় পাঠাইবেন? কিরণ দেশে নাই, সুতরাং অবলার রোদন বলেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

দুর্গাবতীও ক্রন্দন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার ক্রন্দনের অন্য কারণ। মতিলাল তাহাকে সর্ব্বদাই বলিতেন, "আমার বিপদ হইলে দাদা দেখিবেন, দাদা খাওয়াইবেন।" কিন্তু এক্ষণে সেই দাদা কোথায় গেল? সে দাদা নিজ কার্য্য উদ্ধারের জন্য নিজপত্নী সমভিব্যাহারে স্থানান্তরে গমন

করিয়াছেন। রোষে অভিমানে দুর্গাবতীর ক্রন্দন বহির্গত হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "পোড়ারমুখো নিজে গেল, আমাদেরও মেরে গেল। চিরকাল কুকুরভুজ্জি করাইয়া আমাকে পথের ভিখারিণী করিয়া গেল। আমি এখন এই ছেলেটীকে নিয়ে দাঁড়াই কোথা?"

সৌদামিনী ও শরৎকুমারী কতক দেবরের জন্যও বটে, কতক আপনাদের অদৃষ্ট ভাবিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বাটীতে হট্টগোল পড়িয়া গেল। প্রতিবেশিনী কেহ কেহ ব্যাপার কি জানিবার জন্য দৌড়িয়া আসিল। সকলে তাহা-দিগকে লইয়া প্রবোধ দিতেছেন, "বেটা ছেলে হাজতে গিয়াছে, তাহার ভয় কি? ইহা ত আর ফাটক নহে? মা কালী কি মুখ তুলে তাকাইবেন না? এতগুলি প্রাণীকে কি কষ্ট দিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারেন? মতিলাল কোন দোষে দোষী নহেন। তিনি অবশ্যই খালাস হইয়া আসিবেন।"

বাটীর সকলে এই প্রকারে উদ্বিগ্ন হইয়া কেহ বা ধরাশায়ী হইয়া কাঁদিতেছেন, কেহ বা শিরে ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন। প্রতিবেশিনীদিগের প্রবোধ বাক্যে কাহারও প্রত্যয় হইতেছে না। এমন সময়ে বহির্ব্বাটীতে অর্গলবদ্ধ দ্বারে সজোরে করাঘাত শ্রবণগোচর হইল। সকলেই ক্রন্দন হইতে বিরত হইলেন। না জানি

আবার কি অশুভ সংবাদ শ্রবণ গোচর করিতে হইবে। কাহারও আর দ্বার খুলিবার ভরসা হইতেছে না, পাছে গবর্ণমেণ্ট তরফ হইতে কেহ বাটীর দ্রব্যাদি ক্রোক করিয়া লইয়া যায়। এ অবস্থায় সকলেই ভাবনাগ্রস্ত ও কিংকর্ত্তব্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া অবস্থান করিতেছেন, এমন সময়ে মণিলাল বিদ্যালয় হইতে বাটী আসিল। প্রবেশদ্বারে একটী দীর্ঘাকার সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি হীরালালের মাতার সঙ্গে দেখা করিব।"

মণিলাল তখন দ্বারে করাঘাতপূর্ব্বক "ঠাকুর মা, ঠাকুর মা," করিয়া রব করিতে লাগিল। মতিলালের মাতা মণিলালের রব জানিতে পারিয়া দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন, এবং মণিলালের সঙ্গে দীর্ঘাকার এক সন্ন্যাসীকে দেখিয়া বাটীর মধ্যে পলায়নপরা হইলেন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে দেখিবামাত্র "মা, মা," বলিয়া আহ্বান করিলেন। তথাপি মতির মাতা ফিরিলেন না দেখিয়া মণিলাল তাঁহাকে বহির্ব্বাটী বসাইয়া কহিলেন, "আমি ঠাকুর মাকে ডাকিয়া দিতেছি।" মণিলাল ডাকিয়া দিলেও মতির মাতা তাঁহার সম্মুখে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন মণিলাল কহিলেন, "উনি হিরুকাকার কি সংবাদ দিবেন, তজ্জন্য ডাকিতেছেন।" মতিলালের মা আকাশের চন্দ্র হাতে পাইলেন। তখন তিনি মণি-

লালকে সঙ্গে লইয়া সন্ন্যাসীর নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহাকে বসিতে বলিলে মতিলালের মাতা মেঝিয়ার উপর উপবিষ্ট হইলেন।

সন্ন্যাসী। মা, আপনাদের বড় কষ্টের সময় পড়িয়াছে, না ?

মতি-মা। হাঁ বাবা ! আমার যে পুত্র রোজগার করিত, যাহার রোজগারে সংসার চলিত, তাহাকে গবর্ণমেণ্ট অন্ত হাজতে পাঠাইয়াছেন। তাহার বড় হীরালাল কয়মাস ধরে যে কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমরা কেহই জানি না। মতিলাল বলে পাঠিয়েছেন, "দাদা যেখানে থাকেন, সংবাদ লইয়া বাটী আনাইবে। তিনিই আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। বাবা ! আমরা মেয়ে মানুষ, কেমন করে তাঁর সংবাদ নেব, আর কি করেই বা আমাদের চলবে ?"

সন্ন্যাসী। আপনার ছেলেদের জন্য কোন চিন্তা করিবেন না ! কাহারও কোন অনিষ্ট হইবে না। এই নিন পঞ্চাশটী টাকা। এই টাকা আপনার হীরালাল পুত্রই পাঠাইয়াছেন মনে জানিবেন। তিনি আপনাদের সমস্ত সংবাদই রাখেন। তিনি আপাততঃ আপনার পুত্র মতিলালের উদ্ধারার্থে নিযুক্ত আছেন। কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিলেই বাটী আসিবেন।

মতি-মা। তিনি কবে আসিবেন ? তিনি না আসিলে,

আমরা এই কয়টী মেয়ে মানুষে কলিকাতায় কি করিয়া থাকিব ?

সন্ন্যাসী। মা, তা আমি বল্‌তে পারি না। তিনি মতিলালের উপায় করে আস্‌বেন। শুধু তাহাকে লইয়াই বা আপনাদের কি হইবে ? আপনাদের টাকার অভাব হইলে মা কালীকে স্মরণ করিবেন। তাহা হইলে আমি অনতিবিলম্বে আসিয়া আপনাদিগকে টাকা দিয়া যাইব। এই বলিয়া সন্ন্যাসী বিদায় লইলেন। মতিলালের মাতাও বাটীর ভিতর আগমন করিলেন।

যে বাটীতে ইত্যগ্রেই ক্রন্দন কোলাহল উত্থিত হইতেছিল, সেই বাটীই আবার এত অল্প সময়ের মধ্যেই আনন্দ স্রোতে ভাসিতে লাগিল। মা কালীর কি অপূর্ব্ব মহিমা! এক্ষণে সকলেরই মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, মতিলালের কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। সকলেরই হৃদয় প্রফুল্ল হইল। দুর্গাবতীর হৃদয় প্রফুল্ল হইলেও তিনি লজ্জিতা হইলেন। এইমাত্র যিনি স্বামীকে ইতরবাক্যে গালি দিয়া তদীয় ভ্রাতাকে স্বার্থপরতা অপবাদে নিন্দা করিতেছিলেন, এক্ষণে সেই ভ্রাতা সংসার প্রতিপালনের খরচ পাঠাইয়া ভ্রাতার উদ্ধার কল্পে যত্নবান আছেন শ্রবণ করিয়া লজ্জিতা হইলেন।

পাঠক! এক্ষণে মতিলালের গৃহে স্ত্রীলোকের মহলে আর

থাকিয়া কি হইবে ? যাহারা অল্পকারণেই উত্তেজিত হয় এবং অল্পকারণেই আনন্দিত হয়. তাহাদের কথা যতদূর শুনিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে চলুন, হরিবাবার বাটী কি হইতেছে গিয়া দর্শন করি।

তারাসুন্দরী চলিয়া গেলে রাজলক্ষ্মী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধান করিলেন। অতঃপর তিনি তারাসুন্দরীর অনুসন্ধান লইলেন। বহির্ব্বাটী আসিয়া হরিবাবা, হীরালাল কিম্বা তারাসুন্দরী কাহাকেও না দেখিয়া তিনি কিছু ভাবিত হইলেন। তারা এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া কোথায় চলিয়া গেল। মনে মনে বিতর্ক করিলেন, "হরিবাবা তাহাকে ডাকিয়াছেন, সুতরাং সে অবশ্যই হরিবাবার সহিত কোন কার্য্যে বহির্গত হইয়াছে, অথবা বাবা তাহার মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া প্রবোধ দিবার জন্য তাহাকে লইয়া বহির্গত হইয়াছেন। এইরূপ বিতর্ক করিয়া তারা দেবীর জীবন বিষয়ে যে আশঙ্কা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইয়াছিল, তাহা দূরীভূত হইয়া গেল।

অনন্তর রাজলক্ষ্মী, তারা দেবীর অভিলাষ বিষয়ে এক-প্রকার প্রতিশ্রুত হইয়া, ভাবনাগ্রস্ত হইলেন। তিনি নিজে স্বাধীন নহেন। পতি তাঁহার সন্নিকটেই রহিয়াছেন, তাঁহার অভিমত না জানিয়া অঙ্গীকার করা ভাল হয় নাই। তিনি যদি এবিষয়ে অমত করেন, তবে ত তিনি তারা

দেবীরনিকট অঙ্গীকার করিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দোষে দোষী হইবেন। বাস্তবিক রাজলক্ষ্মী এই চিন্তা করিয়া বড়ই উৎকণ্ঠিতা হইলেন। এজন্য তিনি পতির নিকট সমস্ত প্রকাশ করিয়া তাঁহার মত লইবার অভিপ্রায়ে হীরালালের অনুসন্ধান লইলেন, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

চোর গ্রেপ্তার।

রাজলক্ষ্মী পতির দর্শন না পাইয়া বড়ই ভাবিত হইলেন। সন্ধানে জানিলেন সকলেই প্রয়োজনীয় কার্য্যানুরোধে বহির্গত হইয়াছেন, সুতরাং কখন কে প্রত্যাগমন করিবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। উৎকণ্ঠা বশতঃ রাজলক্ষ্মীর আর কিছুই ভাল লাগিল না। তিনি আহারাদি করিয়া নিজগৃহে শয্যাদেশে শয়নপূর্ব্বক ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাকৃষ্ট হইলেন। নিদ্রার মোহিনী শক্তি প্রভাবে তিনি অচিরেই সর্ব্ব উৎকণ্ঠা মুক্ত হইলেন।

বেলা ২টা কি ২॥০ টার সময় হীরালাল প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অবগত হইলেন, হরিবাবা কিম্বা তারা সুন্দরী কেহই গৃহে আইসেন নাই। তখন তিনি আহারাদি সম্পন্ন করিয়া রাজলক্ষ্মীর গৃহে গমন করিলেন। দেখিলেন রাজলক্ষ্মী নিদ্রাভিভূতা। তিনি তাঁহাকে জাগরিত না করিয়া আস্তে আস্তে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অমনি

রাজলক্ষ্মীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। হীরালালের উপবেশনে তক্তপোষ কম্পিত হওয়ায়, সতী স্ত্রীর হৃদয়ও কম্পিত হইল। দুষ্ট লোকের দুরভিসন্ধি ভাবিয়া তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন। সম্মুখে হীরালালকে দেখিয়া তিনি বড় সন্তুষ্ট হইলেন। গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিলেন, "সকালে তোমাকে কত খুঁজিয়া বেড়াইলাম, তুমি কোথায় গিয়াছিলে?"

হীরা। আমি কি বিনা প্রয়োজনে কোথাও যাই? অদ্য সকালে গাত্রোত্থান করিলেই বাবা কহিলেন, "মতিলাল হাজতে গিয়াছে। টাকাচোর পলাইয়া এই মেদিনীপুরেই অবনীর বাটীতে আসিয়াছে। সে বেটা অবনীর কোন সম্পর্কীয় লোক। পাছে ধরা পড়ে এই ভয়ে অবনীর বাটী আশ্রয় লইয়াছে। এদিকে গবর্ণমেণ্ট হইতে হুকুম হইয়াছে যে, মতিলাল যদি পঁচিশ হাজার টাকা দিতে পারেন, অথবা চোর ধরাইয়া দিতে পারেন, তবে খালাস পাইবেন। মতিলাল বাটীতে এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, যে কোন প্রকারে হয় দাদার সংবাদ লইবে। তিনি ভিন্ন আমাকে কেহ খালাস করিতে পারিবে না।

রাজলক্ষ্মী এই অবধি শ্রবণ করিয়া আর ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ দেবর হাজতে গিয়াছেন, দ্বিতীয়তঃ হাজতে যাইবার সময় দাদার সাহায্য প্রার্থী হইয়া বাটীতে সকলকে দাদার অনুসন্ধান লইতে বলিয়া পাঠাইয়া-

ছেন, তৃতীয়তঃ আবোলের মৃত্যু জন্য দেবর দুঃখিত, তাহার উপর স্বয়ং সমূহ পীড়াগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহার পরই এই হাজত। এই সকল ছায়াচিত্রপরম্পরার ন্যায় তাঁহার হৃদয়মধ্য দিয়া চলিয়া গেল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ঠাকুর পো কি হাজতে? আহা মা কতই কাঁদিতেছেন! ছোট বৌ, বড় দিদি, মেজ দিদি সকলেই আকুল ভাবে ক্রন্দন করিতেছেন! তাহার উদ্ধারের উপায় কি করিলে?

হীরা। তুমি কাঁদিয়া আকুল হইলে, কি করিলাম না করিলাম, কি প্রকারে জানিবে?

রাজ। আচ্ছা, আমি আর কাঁদিব না, তুমি বল কি করিয়াছ।

হীরা। বাবা কহিলেন, "তোমার ভ্রাতা যখন হাজতে গিয়াছেন, শীঘ্রই তাঁহার মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইবে। এদিকে চোর যখন হাতের গোড়ায় আসিয়াছে, আর উপেক্ষা করা নহে। তুমি এক্ষণেই বহির্গত হইয়া মেদিনীপুরের থানায় গিয়া ইতলা কর যে, "কলেক্টরীর হেডক্লার্ক আমার ভ্রাতা মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে পঁচিশ হাজার টাকা লইয়া কণ্ট্রাক্টর মোহনলাল চট্টোপাধ্যায় পলাতক হইয়াছে। এজন্য আমার ভ্রাতা হাজতে আছেন। তাঁহার উপর গবর্ণমেণ্টের আদেশ হইয়াছে কণ্ট্রাক্টরকে ধরাইয়া দিলে অথবা পঁচিশ হাজার

টাকা দিলে অব্যাহতি পাইবেন। গবর্ণমেণ্টের আদেশমত আমি হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদ দিতেছি যে, উক্ত মোহনলাল চট্টোপাধ্যায় কণ্ট্রাক্টর এই মেদিনীপুরের অবনী-বাবুর বাটীতে আসিয়াছেন, সুতরাং গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাহাকে গ্রেপ্তার করা আবশ্যক।”

বাবার কথামত আমি পুলিসে ইতলা করিলাম। ইন্সপেক্টর তৎক্ষণাৎ ডায়েরী বহিতে বর্ণনা লিখিয়া লইলেন, এবং অবিলম্বেই আমার সহিত দুইজন কনষ্টেবল সঙ্গে বহির্গত হইলেন। আমি কি প্রকারে লোকটাকে নিশান-দিহি করিব, তাহা জানিয়া লইতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অবশ্য তাহার উপায় বলিয়া দিতেন। এই নিশানদিহি লইয়া প্রথমে গোলমাল উপস্থিত হইল। ইন্সপেক্টর কহিলেন, “নিশানদিহি কে করিবে?”

আমি কহিলাম, “নিশানদিহির প্রয়োজন কি? আপনি সেখানে গিয়া মোহনলাল কাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে, যে নিজের নাম স্বীকার করিবে তাহাকেই ধরিবেন।”

ইন্স। তাহা কি কখন হয়? আমার ঘাড়ে আমি ঝুঁকি লইব কেন?

আমি। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে আপনি ঝুঁকী না লইবেন

ত কে ঝুঁকী লইবে? লোকটী গবর্ণমেণ্টের টাকা লইয়া পলাতক হইয়াছে। আমার ভ্রাতার অপরাধ সে ইঞ্জিনিয়রের সই না দেখিয়া বিল পাশ করিয়া চেক দিয়াছে।

ইন্স। ইহাতে কার্য্যে গাফিলি হইল। যে গবর্ণ-মেণ্টের কার্য্যে গাফিলি করে, তাহার কি শাস্তি পাওয়া উচিত নয়?

আমি। হাঁ উচিত বটে, তবে একটু বুঝা আবশ্যক যে, আমার ভ্রাতা পুত্রের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় দিবস আপিসে গিয়াছেন। তাহার নিজের মনই তখন ঠিক নাই। তাহার উপর বিশ্বাসী বহুদিনের কণ্ট্রাক্টর যে এরূপভাবে বিল দাখিল করিবে, তাহা স্বপ্নেরও অগোচর। সে সুতরাং অসন্দিগ্ধ মনে চেক কাটিয়া দিয়াছে। এই তাহার অপরাধ। সে কিছু অংশও পায় নাই, কিম্বা নিতেও যায় নাই।

এইরূপ কথোপকথন হইতে হইতে তাঁহারা অবনী-নাথের বাটী পৌঁছিলেন। বহিঃপ্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই দেখিলেন, দুইজন লোক বসিয়া আছে। এক জনকে ইন্-স্পেক্টর ও হীরালাল উভয়েই চিনিতে পারিলেন। তিনি আমাদের পরিচিত অবনীনাথ। দ্বিতীয় ব্যক্তিকে আমা-দের উভয়েরই কেহ চিনিতে পারিলাম না। এজন্য ইন্-স্পেক্টর জিজ্ঞাসা করিলেন, "অবনী বাবু, ইনি কে?" ইঁহার নাম কি, এবং আপনার কি পরিচিত?

অবনী। আজ্ঞা উনি আমার শুধু পরিচিত কেন, আত্মীয়। উঁহার নাম মোহনলাল চট্টোপাধ্যায়।

ইনস্পেক্টর তখন আমার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "কেমন ইনিই ত ?"

আমি। আজ্ঞা হাঁ।

পরস্পরের এবংবিধ কথোপকথন শুনিয়া অবনীনাথ সমস্ত বুঝিতে পারিলেন, এজন্য কহিলেন, "ব্যাপার কি ইন্‌স্পেক্টর বাবু ?"

ইন। আমরা ইঁহাকে গ্রেপ্তার করিব। ইনি ইঁহার ভ্রাতা কলিকাতার কালেক্টরীর হেডক্লার্ক মতিলাল বাবুর নিকট হইতে ইঞ্জিনিয়রের বিনা সাক্ষরিত একখানি বিল দাখিল করিয়া পঁচিশ হাজার টাকার চেক লইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। তাই অদ্য সংবাদ পাইয়া উঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছি।

অবনী। নিশানদিহি করিবে কে ?

অবনীনাথ জমীদারের পুত্র, সুতরাং মামলা মকর্দ্দমা বিলক্ষণ বুঝিতেন। হীরালাল যে মোহনলালকে চিনেন না তাহা ইনস্পেক্টর বাবুর কথায় বুঝিতে পারিয়াছেন। এজন্য মনে মনে স্থির করিলেন, কিছু ঘুষ দিলে নিশানদিহির লোকাভাবে ইন্‌স্পেক্টর নিজের ঝুঁকি লইয়া গ্রেপ্তার করিতে কখন রাজি হইবে না। এই ভাবিয়া তিনি

তৎক্ষণাৎ ইন্‌স্পেক্টরকে জিজ্ঞাসিলেন, "নিশানদিহি কে করিবে ?"

ইন। নিশানদিহি করিবার লোক নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের টাকা, তাই আমি নিজেই গ্রেপ্তার করিতে আসিলাম।

অবনী। গবর্ণমেণ্ট ত ক্ষতিগ্রস্ত কখনই হইবেন না। তিনি একজন না একজনের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবেন। তবে আপনার স্বকীয় কার্য্য করায় লাভ কি ?

ইন্। লাভের মধ্যে সুনাম, আর কি ?

অবনী তখন গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ইন্‌স্পেক্টর বাবুকে অন্য প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া ক্ষণেক বাক্যালাপ করিয়া সেই প্রকোষ্ঠে আগমন করিলেন। আমি সমস্তই বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু তাহার উপায় ত কিছুই নাই। সুতরাং আমি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ভাবিলাম হরিবাবাকে সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া অন্য উপায় অবলম্বনের পথ দেখিব। এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে ঘর্ঘর করিয়া একখানা গাড়ী তোরণ দ্বারে উপনীত হইল। নিমেষমধ্যে হরিবাবা সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে আগমন করিলেন। অবনীনাথ ও ইন্‌স্পেক্টর উভয়েই তাঁহাকে সমাদর সহকারে বসাইলেন। তিনি উপবিষ্ট হইয়াই কহিলেন, "আমি অদ্য বড়ই ব্যস্ত, আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না।" অবনীনাথ তাহা শুনিয়াই

কহিলেন, "তবে আপনি আসুন। আপনি এই রৌদ্রে কি জন্যই বা বহির্গত হইয়াছেন? আমরাও ব্যস্ত আছি। আপনার সমক্ষে সে সকল কার্য্য হইতে পারে না।"

হরি। আমিও ত সেই কার্য্যানুরোধে এখানে এমন সময়ে আগমন করিলাম। এই বলিয়াই তিনি ইন্‌স্পেক্টর বাবুর দিকে তাকাইয়া কহিলেন "দেখ, লালমাধব! (ইন্‌স্পেক্টরের নাম লালমাধব) আমার নিশানদিহি মতে মোহনলাল চট্টোপাধ্যায় নামক এই বাবুটীকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দেও।" এই বলিয়া হরিবাবা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অবনীনাথের প্রশ্রয় পাইয়া মোহনলাল এতক্ষণ সহাস্য-বদনে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। হরিবাবার এতাদৃশ বজ্রসম বচন শ্রবণ করিয়া তাহার দুই চক্ষু দিয়া ধারা বহির্গত হইল। হরিষে বিষাদে তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার ক্রন্দন দেখিয়া আমারও মনে করুণার সঞ্চার হইল। এজন্য আমি কহিলাম, "মহাশয় এখনও টাকাটা দিয়া দিন, আমি বাবাকে বলিয়া কহিয়া আপনার মুক্তির চেষ্টা দেখিব।"

ইন্। আর উপায়, অনুপায়। এই বলিয়া তিনি কনষ্টেবলদ্বয় সহ মোহনলালকে চালান দিয়া থানায় প্রেরণ করিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

রাজ। তারপর কি হবে?

হীরা। তারপর অন্তই হউক আর কল্যই হউক তাহাকে কলিকাতায় চালান দিবে। অবনীনাথের বাটী হইতে তাহাকেও লইয়া গেল আমিও বাড়ী আসিয়া স্নান ভোজন করিয়া এই তোমার নিকট সংবাদ দিতে আসিলাম।

রাজ। শুভ খবর শুনে বড় সুখী হ'লাম। এখন তোমার নিকট আমারও অনেক পরামর্শ আছে। তাহার জন্যই আমি অন্ত প্রাতঃকালে তোমাকে অনেক খুঁজিয়াছি।

হীরা। আমি কাজে গিয়াছিলাম, তাই দেখা পাও নাই। এখন সে কথা যাউক, তোমার কিসের পরামর্শ তাহাই বল।

রাজলক্ষ্মী তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন, "অদ্য প্রত্যূষে আমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান না করিতে করিতেই তারা আমার নিকট আসিয়াছিল। অনেক কথাবার্ত্তার পর সে কহিল, "আমার পরমায়ু নিঃশেষিত হইয়াছে। সুতরাং আমি অদ্য ইহজীবন পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া যাইব। তোমার নিকট আমার তিনটী প্রার্থনা আছে। তুমি তাহা করিবে প্রতিশ্রুত হইলে আমি তোমাকে বলিব। আমি তাহাকে কত বুঝাইলাম, "তুমি প্রাণত্যাগ করিবে কে

বলিল ? জন্ম মৃত্যুর কথা মানুষে কখন নির্ণয় করিতে পারে না।” তথাপি সে শুনিবার নহে। সে কহিল, আচ্ছা সে কথা যাউক, আমার অবর্ত্তমানে তুমি আমার তিনটী প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিবে কি না ? আমি অকষ্টবন্ধনে পড়িলাম। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব, তাহারও সময় দিল না। কাজেই প্রতিশ্রুত হইলে, সে কহিল, “আমার মাতৃদত্ত এক ছড়া মুক্তার হার আছে। আমার অবর্ত্তমানে সে ছড়াটী তুমি পরিবে। আমি কহিলাম, “আমি গরিবের কন্যা, গরিবের স্ত্রী, উহা আমার গলায় শোভা পাইবে কেন ?” সে কহিল, “তোমার অবস্থা ভাল হইলে তুমি পরিবে ত ?” কাজেই স্বীকার করিলাম।

হীরালাল এই অদ্ভুত প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। ব্যগ্রভাবে কহিলেন, “আর কি কি বলিলেন ?”

রাজ। দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, তাহার সিন্ধুকে একটী কৃষ্ণপ্রস্তরের কালীমূর্ত্তি খোদিত আছে, সেইটী কাহাকেও না জানাইয়া লইয়া যাইবে। এবং নিজের দেশে গিয়া মূর্ত্তিটীকে স্থাপিত করিয়া একটী মন্দির গাঁথাইয়া দিবে এবং তোমার স্বামী তাহার পূজার ভার গ্রহণ করিবেন।

হীরা। মূর্ত্তি স্থাপিত করা কি সোজা কাজ ? তুমি ইহাতেও প্রতিশ্রুত হইয়াছ ?

রাজ। হাঁ, না হইয়া করি কি? তারপর তৃতীয় প্রার্থনা, সেই কালীমূর্ত্তি যে বাক্সে রক্ষিত আছে, তন্মধ্যে তিন হাজার টাকা আছে। উহা লইয়া গিয়া মন্দির দিবে ও স্থান ক্রয় করিবে এবং তৎপরে তাঁহার পূজার খরচ তিনিই সরবরাহ করিবেন।

এতদুর পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা হইয়াছে, এমন সময়ে বাহিরে "হীরালাল বাবু হীরালাল বাবু" বলিয়া হরকরা ডাকিতেছে শুনিয়া তিনি বহির্ব্বাটী চলিয়া গেলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দেহ বিসর্জ্জন।

সন্ধ্যা আগত হইল। পশুপক্ষী সমুদায় জীব যে যাহার আবাসস্থানে গমন করিতেছে। এমন সময়ে হরিবাবা ও তারাসুন্দরী একখানি গাড়ী করিয়া বাটী পৌছিলেন। হরিবাবা বহির্ব্বাটী রহিলেন। তারাসুন্দরী নিজগৃহে গমনপুর্ব্বক কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহাকে ব্যস্ত দেখিয়া রাজলক্ষ্মী তাঁহার গৃহে যাইতে সাহস পাইলেন না। রাজলক্ষ্মী নিজ গৃহেই একখানা পুস্তক পাঠ করিতে লাগিলেন। :তিনি অল্প অল্প পড়িতে জানিতেন, এজন্য তিনি বড় একটা পুস্তকাদি পাঠ করিতেন না। যখন সময় অতিবাহিত করা একান্ত কষ্টকর হইত তখনই এক একবার পুস্তক লইয়া বসিতেন। অদ্য তাঁহার কোন কাজ নাই, তারাসুন্দরীও নিজকার্য্যে ব্যস্ত, এজন্য সময় কাটাইবার অভিপ্রায়ে তিনি একখানি পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিলেন। কিয়দ্দূরমাত্র পড়িয়াছেন, এমন সময়ে তারা

দিব্য বহুমূল্য অলঙ্কার ও বসনে ভূষিত হইয়া রাজলক্ষ্মীর নিকট আগমন করিলেন। দিব্য বসন ও অলঙ্কারে ভূষিত তারার মূর্ত্তি দেখিয়াই রাজলক্ষ্মীর বোধ হইল যেন তারাদেবী তারামূর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক ষোড়শীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। রাজলক্ষ্মী তাহার এই অলৌকিক রূপ দেখিয়া মোহিত হইলেন। আর কথা কহিবার ক্ষমতা রহিল না। তখন তারা তাঁহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ভাই রাজলক্ষ্মী! তোমার নিকট জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। আমি তোমার নিকট যদি কোন দোষ অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা মাপ করিয়া আমাকে বিদায় দাও।"

রাজ। তারা, সে কি? তোমার রূপ দেখিলে তোমাকে এ জগতের বলিয়া বোধ হয় না। তবে তোমার আবার মৃত্যু কি? তুমি দেহ বিসর্জ্জন করিবে ভাবিলে আমার হৃদ্‌কম্প হয়। তুমি কি আত্মহত্যা করিবে? তোমার এমন রূপের মধ্যে গরল লুক্কায়িত?

তারা। না রাজলক্ষ্মী, তোমার ভুল হইতেছে। আমি আত্মহত্যা করিব কেন? আমিই না একদিন তোমাকে শিক্ষা দিয়াছিলাম যে আত্মতহত্যাকারীর আত্মা বহুদিন অগ্রেই তাহার দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করে। আমি আত্মহত্যা করিব না। আমার আত্মার অপরার্দ্ধ জগতের উচ্চতম প্রদেশ হইতে আমাকে ডাকিতেছে। তাই আমি,

দেহমুক্ত হইয়া তাহার সহিত মিলিতে যাইব। আহা! সে কি সুখের মিলন! আমি এমন সুখলাভ করিতে চলিলাম, তাহাতে তুমি সুখ বোধ না করিয়া দুঃখ করিতেছ?

রাজ। তারা, তা সত্য, তুমি সুখলাভ করিবার জন্য যাইতেছ, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে ত তোমার দর্শন, তোমার বীণাবিনিন্দিত সুমধুর স্বর ভগ্নীভাবে তোমার সদুপদেশ, তোমার স্নেহ, তোমার অকৃত্রিম ভালবাসা, সবই ত হারাইলাম! আমি কোথার মানুষ কোথায় আসিলাম; কি এই দেখিতে? এই বলিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন।

তারা। ইহা ত সুখের সংবাদ, ইহাতে ক্রন্দন করিতে নাই। তোমরা এখনও ঘোর সংসারে লিপ্ত, তাই এমন আপাততঃ বিচ্ছেদচিন্তায় মুহ্যমান হইতেছ। এতদূর বলিয়া তারা স্বীয় গলদেশে পরিহিত মুক্তার মালা ছড়াটী দেখাইয়া কহিলেন, "আমার অবর্ত্তমানে এই ছড়া তুমি লইও।" এই বলিয়া তারাসুন্দরী তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময় রাজলক্ষ্মীর দিকে তাকাইয়া মধুর হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, "রাজলক্ষ্মী, যে যে বিষয়ে তুমি প্রতিশ্রুত হইয়াছ, তাহা যেন স্মরণ থাকে।" তারার অগ্রকার হাস্য রাজলক্ষ্মীর নিকট বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হইল।

তারা সুন্দরী অতঃপর ক্ষিপ্রপদে বহির্ব্বাটী হরিবাবার নিকট গমন করিলেন। ইঙ্গিতমাত্র হরিবাবা গাত্রোত্থান

পূর্ব্বক হীরালাল ও দুই চারিজন শিষ্য সমভিব্যাহারে বাটীর ভিতর আগমন করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে ভৃত্যগণ ঠাকুরগৃহে কালীমূর্ত্তির সম্মুখে দুগ্ধফেননিভ শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। তাঁহারা তারাদেবী সমভিব্যাহারে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন দেখিয়া রাজলক্ষ্মীও তথায় গমন করিলেন। তারা দেবী প্রথমতঃ কালীমূর্ত্তির সম্মুখে নতজানু উপবিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কালীবিষয়ক একটী গীত গাইলেন। রাজলক্ষ্মী ও হীরালাল তারাদেবীর বীণাবিনিন্দিত সুমধুর স্বর কখন শ্রবণগোচর করেন নাই। তারাদেবীর তানলয় সুসঙ্গত গীত শ্রবণ করিয়া রাজলক্ষ্মী ও হীরালালের উহা অপ্সরা বা কিন্নরী কণ্ঠবিনিঃসৃত গীত বলিয়া ধারণা হইল।

সঙ্গীত নিস্তব্ধ হইলে তারাদেবী পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত দুগ্ধফেননিভ শয্যাদেশে শয়ন করিলেন। অমনি সকলে নিস্তব্ধভাব ধারণ করিল। তখন গৃহে সূচিকাপতন শব্দ পর্য্যন্ত শুনা যাইতে লাগিল। সকলেরই দৃষ্টি তারাদেবীর উপর নিপতিত। তিনি শয়ন করিয়াই একবার যেন মনের অন্তস্তম প্রদেশ হইতে "মা মা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ক্রমে তারাদেবীর দুই নয়ন ও মুখবিবর হইতে তিনটী জ্যোতিঃ রেখা বহির্গত হইতে লাগিল। প্রথমত স্ফুলিঙ্গের ন্যায় মিট মিট করিয়া ক্রমশঃ উজ্জ্বলভাব ধারণপূর্ব্বক তিনটী বিদ্যুৎরেখা যেন বহির্গত হইয়া কালীপ্রতিমার ত্রিনয়নে

সংলগ্ন হইল। তারাদেবীর মুখবিনির্গত জ্যোতিঃ কালী প্রতিমার ললাটস্থিত নয়নে ও তারাদেবীর দুই নয়ন-বিনির্গত জ্যোতিঃপ্রবাহ কালিকা দেবীর দুই নয়নে সংলগ্ন হইল। এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শনে সকলে বিস্ময়াভিভূত হইলেন। যতই সেই জ্যোতিঃ নিস্তেজ হইতে লাগিল, ততই তারাদেবীর দেহ অবসন্ন হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তারাদেবীর জীবনবায়ু জড়দেহ পরিত্যাগ করিল। তারাদেবী পরজগতে প্রস্থান করিলেন। অমনি যেন সেই কালীপ্রতিমার অভ্যন্তর হইতে মধুর বাদ্যধ্বনি আরম্ভ হইল। হরিবাবা তখন একটী দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে "মা, তোমারই ইচ্ছা" এই বলিয়া তারাসুন্দরীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য উদ্যোগী হইলেন। উত্তম একখানি, খট্টাঙ্গোপরি তারাদেবীর মৃতদেহ রক্ষিত হইল। নগরের প্রান্তভাগে প্রান্তর মধ্যে একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তারাদেবীর ভৌতিক দেহ রক্ষিত হইল। হীরালাল, অবনীনাথ, রাজলক্ষ্মী সকলেই তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন। যখন তারাদেবীর দেহ কবর মধ্যে রক্ষিত হয়, তখন সকলেই দেখিলেন, হরিবাবা তাঁহার গলদেশ হইতে সেই বহুমূল্য মুক্তাহার ব্যতিরেকে অন্য অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিলেন না। রাজলক্ষ্মী ও হীরালাল বিস্মিত হইয়া মনে করিলেন, "বোধ হয়, ভ্রাতা ও ভগ্নীতে মালা ছড়া সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইয়া থাকিবে। নতুবা এত বহুমূল্য অলঙ্কারের

কিছুই ত উন্মোচিত হইল না, কেবলমাত্র ঐ হার ছড়াই গৃহীত হইল।" কবরকালে উপস্থিত সকলেই এক একমুষ্টি মৃত্তিকা কবরমধ্যে প্রক্ষেপ করিলেন। অতঃপর হরিবাবার নিযুক্ত লোকসকল সেই গর্ত্ত পূর্ণ করিলে রাজমজুর ইষ্টক চূণ ও সুর্কী দ্বারা তদুপরি চত্বর ও স্তম্ভ নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইল। অনন্তর দশমী দিবসে যেমন প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া লোকে নিরানন্দ গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ হরিবাবা সঙ্গিগণ সহ গৃহে আগমন করিলেন। গৃহে উপনীত হইয়া সকলে কিছু জলযোগ করিলেন, অতঃপর অবনীনাথকে বিদায় দিয়া হরিবাবা হীরালালের সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় রাজলক্ষ্মীকে ডাকিয়া তিনি সেই মালা ছড়াটী তাঁহাকে দান করিয়া বলিলেন, "মা, এটী তোমাকে দিবারই কথা।" রাজলক্ষ্মী শ্রবণমাত্রই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। হরিবাবা কহিলেন, "ক্রন্দনে কোন ফল নাই, এক্ষণে আমাদিগের দেখা উচিত মৃতব্যক্তির ইচ্ছা যেন সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করা হয়।" অতঃপর তিনি তারাদেবীর বৃহৎ সিন্দুক খুলিয়া কাষ্ঠের প্যাকিং বাক্স বাহির করিয়া বলিলেন, "তারাদেবীর কথামত ইহা আর এস্থানে খুলিবার প্রয়োজন নাই। তোমাদের প্রতি তাঁহার যেরূপ আদেশ আছে, তাহাই করিও। এই হার ও এই বাক্স তোমাদিগকে দিবার কথা, আমিও তাহা দিয়া তারার ঋণমুক্ত হইলাম।"

অনন্তর হরিবাবা হীরালালকে কহিলেন, "চোর বোধ হয় কলিকাতা চালান হইয়াছে। তোমার ভ্রাতার মকর্দ্দমাও শীঘ্র উঠিবে, সুতরাং তোমাদের আর আমি এখানে রাখিতে ইচ্ছা করি না। তোমরা কল্য প্রাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃক্রিয়াদি সমাধানান্তে কলিকাতা রওনা হইবে। আমি মায়ের আদেশ প্রতিপালন করিলাম। তোমরা সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে। মা কালীকে কখন অন্তরের বাহির করিবে না। বিঘ্নবিপত্তি উপস্থিত হইলে মা কালীকে স্মরণ করিয়া আমার নাম উচ্চারণ করিবে। তাহা হইলেই আমার লোক গিয়া তোমার সাহায্যে নিযুক্ত হইবে। তোমার ভ্রাতা হাজতে আছেন, এজন্য পাছে তোমার মাতা ও পরিবারবর্গের খরচের অনাটন হয়, এজন্য আমি প্রতি মাসে তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া আসিতেছি। এইরূপ তোমার ক্ষমতার বহির্ভূত কার্য্যে সাহায্যের প্রয়োজন হইলে আমার লোক গিয়া সাহায্য করিবে।" এইরূপ উপদেশ দিয়া হরিবাবা শয়নগৃহে গমন করিলেন। রাজলক্ষ্মী ও হীরালাল তথায় রাত্রি-যাপন করিলেন। তারাদেবী-শূন্য সেই গৃহে রাজলক্ষ্মীর মন অস্থির হইয়া উঠিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:o:—

ভ্রাতৃ মিলন।

কণ্ট্রাক্টর ধৃত হইয়া কলিকাতায় আনীত হইলে মতিলাল জামিনে খালাস হইতে পারেন, এইরূপ আদেশ হইল। মতিলাল কলেক্টরের হেড ক্লার্ক, মোটা বেতন পাইয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার জামিন হইবার লোকের অভাব হইল না। জামিনী বাহাল হইলে মতিলাল প্রাতঃ-কালে হাজত হইতে বহির্গত হইয়া বাটী উপনীত হইলেন। এদিকে হীরালালসমভিব্যাহারে রাজলক্ষ্মীও বহুদিবসের পর গৃহে উপনীত হইলে বাটীতে গঙ্গা যমুনা ধারার ন্যায় শোক ও দুঃখের মিশ্রিত ধারা প্রবাহিত হইল। সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দুর্গাবতী আবোলের নাম উচ্চারণ-পূর্ব্বক ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বাবা আবোল! জ্যাঠা মহাশয় থাকিলে তোকে আর অকালে প্রাণ হারাইতে হইত না।" মতিলালের মাতা একসঙ্গে দুই পুত্রের দর্শন পাইয়া মহানন্দে ক্রন্দন করিতেছেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ক্রন্দনের রোল থামিলে মতিলাল হীরা-

লালকে প্রণাম করিয়া নিজ প্রকোষ্ঠে বসাইলেন। ভ্রাতৃদ্বয়ের বাক্যালাপ শ্রবণ জন্য মতির মাতা, সৌদামিনী, শরৎকুমারী সকলেই তথায় অধিষ্ঠিত হইলেন। মতিলাল জিজ্ঞাসিলেন, "দাদা! এতদিন কোথায় ছিলেন? বৌঠাকুরাণীর পীড়াই বা কিরূপ আছে?"

হীরা। আমরা মেদিনীপুরে হরিবাবার বাটী এতদিন ছিলাম। হরিবাবা একজন সিদ্ধপুরুষ, তাঁহার অনুকম্পায় রাজলক্ষ্মীর পীড়া কেন, আবোলের মৃত্যু ভিন্ন সকল বিঘ্ন-নাশে সমর্থ হইয়াছি।

মতি। বৌ-ঠাকুরাণীর পীড়া যে আরোগ্য হইয়াছে ইহা বড় সুখের বিষয়, কিন্তু আপনি বলিলেন সকল বিঘ্ননাশ করিয়াছেন। আপনি অতদূরে থাকিয়া কি বিঘ্নই বা জানিলেন, কি বিঘ্নই বা নাশ করিলেন?

হীরা। হরিবাবা এমনি সিদ্ধপুরুষ যে, তিনি এখানকার সমস্ত ঘটনা তথায় থাকিয়া যেন নখদর্পণে দেখিতেন। কেবল আবোলের পীড়ার বিষয় আমাকে কিছু বলেন নাই। কেন বলেন নাই, তাহা তিনিই জানেন, বোধ হয়, আবোলের আয়ুর শেষ ছিল না। সুতরাং সে বিষয় জ্ঞাপন করিয়া আমাকে দুঃখ দেওয়ামাত্র বোধে আর আমাকে বলেন নাই। কিন্তু তৎপরে তোমার পীড়া, তোমার হাজত, মোকর্দ্দমা সমস্তই আমাকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। তোমার

হাজতকালে পাছে বাটীতে পরিবারবর্গের আহারে কষ্ট হয়, এজন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

এই কথা শুনিয়া হীরালালের মাতা কহিলেন, "ও মা! সে কি হরিবাবার কার্য্য! যে দিন মতির হাজত হইল, মতি ত বাটী সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। আমরা সকলে ক্রন্দন করিতেছি, এমন সময়ে বাহিরের দ্বারে কে আঘাত করিল। কি জানি পাছে গবর্ণমেণ্টের লোক আসিয়া মালামাল ক্রোক করে, এই ভয়ে দরজা খুলিতে সাহস হইতেছে না। ঘটনা-চক্রে মণিলাল সেই সময় স্কুল হইতে বাটী আসিল। তাহার স্বর শুনিয়া দ্বার খুলিয়া দেখি, এক জন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী তোমাদের দুই ভাইয়ের নাম করিয়া অনেক আশ্বাস দিল, পরে ৫০৲ টাকার নোট দিয়া বলিলেন, "এই নেও মা, তোমাদের খরচের জন্য আপাততঃ এই দিলাম, পরে আবশ্যক-মত আবার দিয়া যাইব।" সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর বড় দয়ালু। যতদিন মতি হাজতে ছিল, ততদিন তাঁহার অনুগ্রহে আমরা মানসিক উদ্বেগ ব্যতিরেকে কোনরূপ অর্থকষ্ট পাই নাই।

মতি। বল কি দাদা! তিনি সেখান হইতে আমার পীড়া, আমার হাজত, এ সমস্ত খবর রাখিতেন?

হীরা। শুধু খবর কেন ভাই, তাঁহার অনুগ্রহ না হইলে কি তোমাকে বাঁচাইতে পারিতাম!

মতি। তবে শুনিলাম আবোলই আমাকে কি ঔষধ খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া দিয়াছে?

হীরা। না, ঔষধ ত আমি খাওয়াইয়া যাই। সেখানে রাজলক্ষ্মী একদিন দ্বিপ্রহরে নিদ্রা যায়। সেই দিন স্বপ্ন দেখে, আবোল আসিয়া তাহাকে কহিল, "আমার পিতা বড় পীড়িত।" সেই আবোলই তাহাকে বলিল, "আমি আর সে দেহে নাই। আমি দেহমুক্ত হইয়াছি। তবে আমার ঠাকুরমার ক্রন্দন সহ্য করিতে না পারিয়া আমি আপনাদিগকে সংবাদ দিলাম।" আমরা সেই সংবাদে বাটী আসিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। হরিবাবা নিষেধ করিয়া বলিলেন, "সেখানে গিয়া কি হইবে? সেখানে গিয়া তোমার ভ্রাতাকে কোনক্রমেই বাঁচাইতে পারিবে না। তুমি এখানে থাকিয়াই তাঁহাকে বাঁচাইতে পার।" তাঁহারই কল্যাণে আমি দেহ-মুক্ত হইলাম। আমার আত্মা জড়দেহ পরিত্যাগ করিবামাত্র আবোল আসিয়া সকল কথা আমাকে জানাইল। তখন হরিবাবা আমাকে সাহায্যকারী যে আত্মা দিয়াছিলেন, তাহারই অনুকম্পায় বন হইতে ঔষধ আনিয়া তোমাকে খাওয়াইয়া বাঁচাই। তোমাকে বাঁচান হইল মাত্র, আমার ঊর্দ্ধতন জগৎ আর দেখা হইল না। এই বলিয়া দেহমুক্ত কি, সমস্ত মতিলালকে বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে বলিতে লাগিলেন, "তোমার রক্ষা সাধিত হইলেও হরিবাবা

আমাদের ছাড়িলেন না, কহিলেন, "তোমার ভ্রাতা প্রাণ পাইয়াছেন বটে, কিন্তু একজন কণ্ট্রাক্টরকে টাকা দিয়াছেন বলিয়া অচিরেই বিপদগ্রস্ত হইবেন। সেই কণ্ট্রাক্টর টাকা লইয়া অবিলম্বেই এই স্থানে আসিবেন। তখন তুমি না থাকিলে কে তাহাকে গ্রেপ্তার করাইবে? নতুবা কণ্ট্রাক্টর পলাতক হইলে তাহার গৃহীত-অর্থের পরিমাণ টাকা গবর্ণমেণ্টকে দিলে মুক্তি পাইতে পারিবেন, কিন্তু অত টাকা তিনি কোথায় পাইবেন। কণ্ট্রাক্টরকে গ্রেপ্তার করিলেই তোমার ভ্রাতা দায়মুক্ত হইবেন।"

মতি। তবে কণ্ট্রাক্টরকেও দেখ্‌চি আপনি গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

হীরা। তাহা কি শুদ্ধ আমার দ্বারা হইয়াছে! হরিবাবা আমাকে সংবাদ দিয়া বাটী হইতে নিস্ক্রান্ত হইলেন। আমি থানা হইতে ইনস্পেক্টর ও কনষ্টেবল লইয়া কণ্ট্রাক্টর যে বাড়ীতে আড্ডা লইয়াছিল, সেই বাড়ীতে গেলাম। কণ্ট্রাক্টরের আত্মীয় একজন বড়লোক। সে ইনস্পেক্টরকে ঘুষ কবুল করিলে ইনস্পেক্টর নিশানদিহি কে করিবে বলিয়া চলিয়া আসিতেছিলেন। আমি ত কণ্ট্রাক্টরকে চিনিতাম না। সুতরাং কি করি ভাবিতেছি, এমন সময় হরিবাবা আসিয়া নিশানদিহি করিয়া কহিলেন, "কণ্ট্রাক্টর চোর, আমার নিশানদিহিমত উহাকে কলিকাতায় চালান দেও।"

ইনস্পেক্টর আর বাও নিষ্পত্তি করিতে পারিল না। কণ্ট্রাক্টর এখানে চালান হইয়াছে জানিয়া হরিবাবাও আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিলেন।

অতঃপর বেলা হইল দেখিয়া মতির মাতা উভয়কে স্নানাহার করিবার আদেশ করিলেন, কহিলেন, "তোমরা সকলেই ক্লান্ত, মতি হাজতে ছিল, হীরু গাড়িতে আসিয়াছে, সুতরাং আর দেরী না করিয়া আহারাদি করিয়া সুস্থ হও।"

মাতার কথা মত সকলে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আহারাদির উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা।

নির্দ্ধারিত দিনে মতিলালের মকর্দ্দমা উঠিল। মকর্দ্দমার দিন উভয় ভ্রাতাই হাজির হইয়াছিলেন। হীরালাল ইচ্ছাপূর্ব্বক গিয়াছিলেন। মকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে কণ্ট্রাক্টর সমস্ত দোষ অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল, এবং মতিলালপ্রদত্ত সমস্ত অর্থই জজসাহেবের নিকট দাখিল করিয়াছিল। একারণ জজসাহেব তাহার প্রতি দয়া করিয়া তিন মাসের কারারোধের হুকুম দিলেন। বলা-বাহুল্য মতিলাল বেকসুর খালাস পাইলেন ও নিজের কার্য্যে বাহাল রহিলেন। রায় শ্রবণ করিয়াই উভয় ভ্রাতা হাসিমুখে বাটী প্রত্যাগত হইয়া মাতাকে এই শুভ সংবাদ শুনাইলেন।

সংবাদ শুনিয়া মাতা কহিলেন, "তোমরা আমাকে যেমন শুভসংবাদ দান করিলে আমিও তোমাদিগকে একটী শুভ-সংবাদ দান করি। আমার রাজলক্ষ্মী এতদিনের পর গর্ভবতী হইয়াছেন। আহা, হীরালালের বংশ থাকিল না ভাবিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলাম। মা কালী করুন একটী পুত্রসন্তান হউক, আমি তাহার নাম কালিদাস রাখিব।

অনন্তর ভ্রাতৃদ্বয় আনন্দপূর্ণচিত্তে বহির্ব্বাটীতে বসিয়া তামাক সেবন করিতেছেন ও নানাবিধ বাক্যালাপে নিযুক্ত আছেন, ইতিমধ্যে মতিলালের চক্ষু হীরালাল-আনীত প্যাকিং-বাক্সের উপর পড়িল। তখন তিনি কহিলেন, "দাদা! আপনি প্যাকিংবাক্সটী আনিয়া এই ভাবেই ফেলিয়া রাখিয়াছেন। উহার মধ্যে কি আছে?

হীরা। সে অনেক কথা পরে বলিব। আপাততঃ একটু শ্রমাপনোদন হইলে সন্ধ্যাহ্নিক চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি কার্য্যে বাহির হইতে হইবে।

মতি। আমি না হয় অদ্য উহাকে ভাঙ্গিয়া কি আছে বাহির করিব এখন।

হীরা। না মতি, উহাতে হস্তক্ষেপ করিও না। উহার মধ্যে কৃষ্ণ প্রস্তর-খোদিত একখানি কালীমূর্ত্তি আছে।

মতি। বেশ ত, উহা বাহির করিয়া গ্লাসকেসের মধ্যে রাখিয়া দিলে সুন্দর হইবে।

হীরা। গ্লাসকেস? উহার জন্য একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে উহাকে স্থাপিত করিয়া দৈনিক পূজা সম্পন্ন করিতে হইবে।

মতি। সে কি সাধারণ কার্য্য দাদা? মন্দির নির্ম্মাণের জমী ও টাকা তুমি কোথায় পাইবে?

হীরা। যিনি ঐ মূর্ত্তিটী দিয়াছেন, তিনি টাকাও

দিয়াছেন। উহার ভিতর তিন হাজার টাকা আছে। সেই টাকা দিয়া জমী ও মন্দির করিয়া বক্রী টাকা দৈনিক পূজার জন্য থাকিবে।

মতি। কে মূর্ত্তি দিয়াছেন?

হীরা। মূর্ত্তিটী ছিল হরিবাবার ভগ্নী তারাসুন্দরীর। তিনি পরমধার্ম্মিকা, যোগীনীবেশেই জীবন যাপন করিয়াছেন।

মতি। তিনি কি তবে আর নাই?

হীরা। এই সেদিন তিনি দেহত্যাগ করিলেন। দেহত্যাগ করিবার আগে রাজলক্ষ্মীকে তিনটী প্রার্থনাপূরণে প্রতিশ্রুত করাইয়াছেন। প্রথম, তাঁহার মাতৃদত্ত একছড়া বহুমূল্য মুক্তার হার তাঁহাকে দিয়া পরিধান করিবার মিনতি করিলেন। দ্বিতীয়, এই কালীমূর্ত্তিটী প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, উহার জন্য টাকাও বাক্সের মধ্যে আছে। তৃতীয়, প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে মূর্ত্তিটীকে গুঁড়াইয়া গঙ্গায় ফেলিয়া দিতে হইবে।

মতি। তারাসুন্দরী কি প্রকারে দেহত্যাগ করিলেন?

হীরা। তাঁহার সমস্তই অদ্ভুত। রাজলক্ষ্মীকে তিনি আপন ভগ্নী অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন। ভাল না বাসিলে অমন বহুমূল্য হার কি কেহ দেয়? তিনি দেখিতেও যেন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী। তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তথাকার একজন

জমীদার (যাঁহার বাটীতে চোর ধরা পড়িল) তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। হরিবাবা কহিলেন, "তারা-সুন্দরীর মত হইলে আমি বিবাহ দিতে রাজি আছি।" তখন সেই জমীদার তারাসুন্দরীর নিকটে অনেকবার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু তারাসুন্দরী কিছুতেই বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। পরে জমীদার বাবুটী একদিবস তারা-সুন্দরীর গৃহে তারাদেবীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, তাহাতে তারাসুন্দরী কহিলেন, "আমাকে বিবাহ করিয়া তুমি কখনই সুখী হইবে না। তুমি বৃথা মরীচিকা ভ্রমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ। তুমি আমাকে সুখী করিবে বলিতেছ। অবশ্য তুমি তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা হয় ত করিবে। কিন্তু তাহাতে আমি সুখী হইব না। আমি রূপে মুগ্ধ নই। সুতরাং তোমার রূপ আমার নিকট অকিঞ্চিৎকর। তুমি ঐশ্বর্য্য দ্বারা আমাকে তুষ্ট করিতে পারিবে না, কারণ পার্থিব কোন পদার্থেই আমার মতি নাই। ইহা অপেক্ষা তুমি যদি অন্য কাহাকেও এরূপ খোসামোদ করিতে, তাহা হইলে তুমি সুখী হইতে পারিতে এবং সে কামিনীও সুখী হইত, কারণ তোমার প্রচুর অর্থ আছে।" এই ঘটনার অব্যবহিত পরে তিনি নিজে একদিবস রাজলক্ষ্মীকে বলিলেন,—"আমি অদ্য ইহ জগৎ ত্যাগ করিব, এজন্য তোমার নিকট আমার তিনটী প্রার্থনা আছে।" সে প্রার্থনা ত শুনিয়াছ। তাহার

পর সন্ধ্যাকালে ঠাকুর গৃহে ঠাকুরের পদতলে শয্যা পাতা হইল। তারা সুন্দরী তদুপরি শয়ন করিয়া "মা, মা" রব করিলে দেখা গেল, তাঁহার দুই চক্ষু ও মুখবিবর দিয়া তিনটী জ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া মা কালীর ত্রিনয়নে মিলিত হইল। যতই সেই জ্যোতিঃ নিস্তেজ হইয়া আসিল, ততই তারাদেবী হিমাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। সেই রাত্রিকালেই তাঁহার মৃতদেহ কবরিত হইল। পরদিন আমরা তথা হইতে রওনা হইয়া চলিয়া আসিলাম। দ্রব্যাদিসমস্ত হরিবাবা বাহির করিয়া আমাকে দিলেন, কিন্তু কোন কথাই আর কহিলেন না। অবশ্য তোমার মকর্দ্দমা সম্বন্ধে যাহা যাহা দরকার উপদেশ দিয়াছিলেন।

মতি। উহার মধ্যে যখন অত টাকা আছে, তখন ওটী বাটীর মধ্যে রাখা যাউক।

হীরা। সে যাহা ভাল হয় কর, বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

যথাসময়ে হীরালালের একটী পুত্রসন্তান হইল। হীরা-লালের মাতার আর আনন্দের সীমা রহিল না। অষ্টকলাই ষষ্ঠীপূজা প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন হইল। হীরালালের মাতা পৌত্রের নাম কালিদাস রাখিলেন। কালিদাস ক্রমে বড় হইয়া বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন।

হীরালালের অর্থের আর অনাটন নাই। এক্ষণে সমস্ত

সংসার হীরালালের অর্থেই চলিতেছে, সুতরাং দুর্গাবতীর আর সে প্রতিপত্তি নাই, সে দম্ভ নাই, সে কোপ নাই। মতিলাল গঙ্গার উপকূলে সালকিয়া গ্রামে তারাদেবী প্রদত্ত সেই সুন্দর কালীমূর্ত্তিটী মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি নিজেই কালীমাতার উপাসক। সালকিয়ার চতুর্দ্দিকস্থ বহুনগর ও গ্রাম হইতে বহুতর লোক আসিয়া পূজা দিতে লাগিলেন। চাউল, ডাউল, তরি তরকারী, সন্দেশ মহাপ্রসাদ এক্ষণে অযচ্ছল মতিলালের বাটীতে উপস্থিত হইতে লাগিল। দুর্গাবতী বুঝিলেন, তাঁহার স্বামী ব্যতিরেকেও অন্য লোক এমন সংসার অক্লেশে প্রতিপালন করিতে পারে।

অল্পদিনের মধ্যেই মতিলাল ও হীরালাল একখণ্ড জমী খরিদ করিয়া দোতালা প্রকাণ্ড একটী বাটী নির্ম্মাণ করিলেন; বাটী সম্পন্ন হইলেই তাঁহারা তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

মায়ামুক্তি।

একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে হীরালাল পুত্রের উপনয়ন দিলেন। যেরূপ খরচ করিয়া এই উপনয়নকার্য্য সুসম্পন্ন হইল, দুর্গাবতী তাহা কখনও দেখেন নাই। সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কালিদাস এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন দেখিয়া অনেকানেক লোক কালিদাসকে কন্যাদান করিবার মানসে হীরালাল ও মতিলালের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিল। ইতিপূর্ব্বে হীরালাল মহাসমারোহে তাবোলের ও মণিলালের বিবাহ দিয়াছেন।

অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে কালিদাসের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল। হীরালাল ঠাকুর ফেলিয়া দূরতর স্থানে বিবাহ দিতে গমন করেন নাই। সে কার্য্য মতিলাল দ্বারাই সম্পন্ন হইল। বিবাহের পর বরবধূ গৃহে আসিলে হীরালালের মাতা ও রাজলক্ষ্মীর অপার আনন্দ হইল। এই বিবাহে আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যন্ন-কালে যতলোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিল, বউভাতেও তাদৃশ সমারোহ হইল। যে দিবস পাকস্পর্শ, সেই দিবসেই ফুল-

শয্যা। সুতরাং রাত্রি ২টা কি ২॥টা পর্য্যন্ত সকলেই ব্রাহ্মণাদি ভোজনে ব্যাপৃত ছিলেন। রাত্রি তিনটার পর সকলে একটু শয়ন করিলেন। এই আনন্দের দিনে রাজলক্ষ্মী তারাদেবী-প্রদত্ত সেই মুক্তাহার পরিধানপূর্ব্বক প্রতিশ্রুত বাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন। এতাদৃশ বহুমূল্য মুক্তাহার পরিধান করিয়াও রাজলক্ষ্মীর অহঙ্কার নাই। তিনি স্ত্রীলোকদিগকে সমস্ত দিবস পরিবেশন করিয়াছেন ও যে যেমন লোক তাহাকে সেই মত আপ্যায়িত করিয়াছেন।

রাত্রি তিনটার পর যখন সকলে শয়ন করেন, রাজলক্ষ্মী দেখিলেন তাঁহার গৃহে পুত্র ও পুত্রবধূ রহিয়াছেন। সুতরাং তিনি মাতার গৃহে শয়ন করিলেন। সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পরে শয়ন করিবামাত্র নিদ্রাকর্ষণ হইল। রাজলক্ষ্মী নিদ্রিতা হইয়াই স্বপ্ন দেখিলেন, যেন মা কালী স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইয়া কহিতেছেন, "রাজলক্ষ্মি! আমি তোমাকে স্বর্গরথে লইয়া যাইব, তুমি প্রস্তুত আছ কি?"

রাজ। মা! আপনি আমাকে যখন লইয়া যাইবেন, তখন আবার প্রস্তুত অপ্রস্তুত কি? আপনি আদেশ করিলেই আমি সঙ্গে যাইব।

কালী। আমি তোমাকে এত শীঘ্র লইয়া যাইতাম না, কিন্তু দেখিতেছি আমার সেবক হীরালাল ক্রমশঃ সংসারী হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহার উদ্ধারসাধনে যত্নবতী হইলে

তোমাকে লইয়া যাওয়াই প্রয়োজন। আমি হীরালালের নিকট প্রতিশ্রুত আছি যে, আর তাহাকে সংসারী হইতে দিব না। তোমাদের পুত্র হইল। পুত্র প্রতিপালনের যে সুখ তাহা অনুভব করিয়াছ। পুত্রের বিবাহ দিয়াছ, ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে। আবার কেন? আর থাকিলে হীরালালের পরকাল নষ্ট হইবে।

রাজ। মা! আমার প্রার্থনীয় আর কিছুই নাই। তুমি স্বয়ং আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছ ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে?

কালী। তবে এস, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

রাজলক্ষ্মী স্বপ্ন দেখিয়া ভয়চকিতহৃদয়ে জাগরিত হইয়া মাতাকে ডাকিয়া সমস্ত কহিলেন।

মাতা কহিলেন, "সমস্ত দিন খাটিয়া খুটিয়া শুইয়াছ, ভাল ঘুম হয় নাই, তাই ও রকম স্বপ্ন দেখিয়াছ।" এই বলিয়া তিনি পুনরায় নিদ্রা গেলেন।

রাজলক্ষ্মী ইত্যবকাশে উঠিতে গেলেন, কিন্তু দেখিলেন সামর্থ্য নাই। তিনি দণ্ডায়মান হইয়াই মস্তক ঘুরিয়া পতিতা হইলেন। হীরালালের মাতা শব্দ শুনিবামাত্র কহিলেন, "রাজলক্ষ্মি! পড়ে গেলে নাকি?" উত্তরে গোঁ গোঁ শব্দ শুনিয়া তিনি উঠিয়া গৃহদ্বার খুলিয়া দিয়া চীৎকার শব্দে ক্রন্দন করিতে করিতে রাজলক্ষ্মীকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। হীরালালের

মাতার ক্রন্দন শব্দে মতিলাল, হীরালাল, মণিলাল প্রভৃতি যে যেখানে ছিল, দৌড়িয়া আসিল। তখন সকলে রাজলক্ষ্মীর মস্তকে জলধারা দিতে লাগিলেন। মাতা রাজলক্ষ্মীর স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সকলকে জানাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "মা কালী সত্য সত্যই কি আমার বাছাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিলেন।" সকলে এই অদ্ভুত ব্যাপার শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। হীরালাল তৎক্ষণাৎ স্বীয় স্বপ্ন-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া কহিলেন, "হাঁ, তাহাই বটে, মা বহুদিন পূর্ব্বে আমাকে স্বপ্ন দিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি নানা কথা বলিয়া আমার পুত্রোৎপত্তির কথা জানাইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম "মা! তবে ত আমাকে পুনরায় সংসারী করিলে। তবে কি আমার উদ্ধার নাই।" তাহাতে মা বলিয়াছিলেন, "না তোমাকে সংসারী হইতে হইবে না। তবে পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণের জন্য তোমার পুত্রোৎপত্তি হওয়া আবশ্যক।" অদ্য পুত্রের বিবাহের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইল। তারাদেবী-প্রদত্ত হারছড়াটীও পরিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছে; তাই মা, অদ্য উহাকে লইয়া গেলেন। আমাকে এক্ষণে একমনে তাঁহার কার্য্যেই লিপ্ত হইতে হইবে।"

অনন্তর কালিদাস এই সংবাদ পাইয়া মাতার পদতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। সৌদামিনী শরৎকুমারী, দুর্গাবতী প্রভৃতি সকলের ক্রন্দনে বোধ হইল সেই গৃহই